رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۥ وَاغْفِرْ لَنَا ۥ وَارْحَمْنَا ۥ أَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদেরকে পাকড়াও করোনা যদি আমরা বিস্মৃত হই (৬২৫) কিংবা ভুল করি। হে প্রতিপালক আমাদের! আমাদের উপর ভারী বোঝা রেখোনা, যেমন তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর রেখেছিলে। হে প্রতিপালক আমাদের! এবং আমাদের উপর ঐ বোঝা অর্পণ করোনা, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই; এবং আমাদের পাপ মোচন করো, আমাদেরকে ক্ষমা করো, আর আমাদের উপর দয়া করো। তুমি আমাদের মুনিব। সুতরাং কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো। ★

সূরা আল্-ই ইমরান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

সূরা আল্-ই-ইমরান মাদানী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২০০ রুকূ'-২০

রুকূ' – এক

الٓمّٓ ﴿١﴾

১. আলিফ-লাম-মীম।

اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴿٢﴾

২. আল্লাহ্ হন, যিনি ব্যতীত কারো উপাসনা নেই (২), স্বয়ং জীবিত এবং অন্যান্যদেরকে অধিষ্ঠিত রাখেন।

টীকা-১. সূরা আল-ই-ইমরান মদীনা তৈয়্যেবায় নাযিল হয়েছে। এ'তে দুইশ আয়াত, তিন হাজার চারশ আশি কলেমা (পদ) এবং চৌদ্দ হাজার পাঁচশ বিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. শানে নুযূলঃ তাফসীরকারকগণ বলেছেন যে, এ আয়াত শরীফ নাজরানবাসী প্রতিনিধি দলের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে, যা ষাটজন আরোহী বিশিষ্ট ছিলো। তন্মধ্যে চৌদ্দজন 'সরদার' ছিলো এবং তিনজন সে গোত্রের শীর্ষস্থানীয় নেতা। একজন 'আক্বিব' যার নাম ছিলো 'আবদুল মসীহ্'। এ লোকটা গোত্রের আমীর ছিলো এবং তার পরামর্শ ছাড়া খৃষ্টানরা কোন কাজ করতো না। দ্বিতীয় নেতা, যার নাম ছিলো আয়হাম। এ লোকটা আপন গোত্রের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও অর্থ বিষয়ক প্রধান ছিলো। খাদ্য-পানীয় তথা রসদের যাবতীয় ব্যবস্থাপনা তারই নির্দেশে হতো। তৃতীয়জন ছিলো আবূ হারিসাহ্ ইবনে আলক্বামাহ্। এ ব্যক্তি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সমস্ত আলিম ও ধর্মযাজকদের মহান নেতা ছিলো। রোমের সম্রাটগণ তার জ্ঞান এবং তার ধর্মীয়-মহত্বের কারণে তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতো। এসব লোক উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোষাক পরিধান করে শান-শওকত সহকারে হুযূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে এসেছিলো এবং 'মসজিদে আক্বদাস'-এ প্রবেশ করলো। হুযূর আক্বদাস আলায়হিস সালাওয়াতু ওয়াত্ তাসলীমাত তখন আসর নামায আদায় করছিলেন। ঐসব লোকেরও নামাযের সময় হলো এবং তারা মসজিদ শরীফের মধ্যেই পূর্বদিকে ফিরে নামায পড়তে আরম্ভ করে দিলো। অবসর হয়ে হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে কথাবার্তা আরম্ভ করলো। হুযূর আলায়হিস সালাওয়াতু ওয়াত তাসলীমাত এরশাদ করলেন, "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো!" তারা বলতে লাগলো, "আমরা আপনার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।" হুযূর আলায়হিস সালাওয়াতু ওয়াত তাসলীমাত এরশাদ করলেন, "এটা ভুল, এ দাবী মিথ্যা। তোমাদের এ দাবী ইসলামের অন্তরায় যে, আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি আছে এবং তোমাদের ক্রুশপূজা আর তোমাদের শূকর খাওয়াও (ইসলামের) পরিপন্থী।" তারা বললো, "যদি ঈসা খোদার পুত্র না হন, তবে বলুন তাঁর পিতা কে?" তারা সবাই এ কথা বলতে লাগলো। হুযূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমরা কি জানোনা যে, পুত্র পিতার সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়?" তারা তা স্বীকার করলো। অতঃপর এরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানোনা যে, আমাদের প্রতিপালক চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন- তাঁর জন্য মৃত্যু অসম্ভব; অথচ হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর মৃত্যু আগমনকারী?" তারা সেটাও স্বীকার করলো। অতঃপর এরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানো না যে, আমাদের প্রতিপালক বান্দাদের কর্মের তত্ত্বাবধায়ক, তাদের প্রকৃত রক্ষাকারী এবং জীবিকা প্রদানকারী?" তারা বললো, "হ্যাঁ।" হুযূর এরশাদ করলেন, "হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)ও কি অনুরূপ?" (তারা) বলতে লাগলো, "না।" এরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানোনা যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আসমান ও যমীনের কোন কিছু গোপন নয়?" তারা তা স্বীকার করলো। হুযূর এরশাদ করলেন, "হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামও কি আল্লাহ্‌র শিক্ষাদান ব্যতীত এ গুলোর মধ্য থেকে কিছু জানেন?" তারা বললো, "না।" হুযূর এরশাদ করলেন, "তোমরা কি জানোনা যে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) মাতৃগর্ভে রয়ে জন্মগ্রহণকারীদের ন্যায়ই জন্মগ্রহণ করেছেন, অন্যান্য মানব-শিশুর ন্যায় আহার দেয়া হয়েছে, পানাহার করতেন এবং মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতি ধারণ করতেন?" তারা এটাও স্বীকার করে নিলো। হুযূর এরশাদ করলেন, "তবে তিনি কিভাবে 'ইলাহ্' (উপাস্য) হতে পারেন, যেমন তোমাদের

★ 'সূরা বাক্বারা' সমাপ্ত।

www.sunnibarta.com

ধারণা রয়েছে?”এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা সবাই নিরুত্তর হয়ে গেলো এবং তাদের দ্বারা কোন জবাব দেয়া সম্ভবপর হলোনা। এর উপর ‘সূরা আল্-ই-ইমরান’-এর প্রারম্ভ থেকে পরবর্তী আশিখানা আয়াত নাযিল হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে ‘হাই’ (حَيّ)-এর অর্থ ‘চিরস্থায়ী’, ‘চিরঞ্জীব’। অর্থাৎ এমন চিরস্থায়িত্বের অধিকারী যে, তাঁর মৃত্যু সম্ভব নয়। আর ‘ক্বাইয়্যূম (قَيُّوْم) হচ্ছেন তিনিই, যিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং সৃষ্টির জন্য তার পার্থিব ও পরকালীন জীবনে যা কিছুর প্রয়োজন হয় সব কিছুর ব্যবস্থা করেন।

টীকা-৩. এর মধ্যে নাজরানের প্রতিনিধি দলের খৃষ্টানও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

টীকা-৪. পুরুষ, স্ত্রী, ফর্সা, কালো, সুশ্রী ও কুৎসিৎ ইত্যাদি। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, “তোমাদের সৃষ্টির উপাদান (বীর্যরূপেই) মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন জমা থাকে। অতঃপর সমসংখ্যক দিন ‘আলাক্বাহ্’ অর্থাৎ: জমাট রক্ত আকারে থাকে। অতঃপর সমসংখ্যক দিন মাং পিণ্ডরূপে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা একজন ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করেন, যিনি তার জীবিকা (রিয্‌ক্ব), তার জীবনকাল, তার আমল (কর্ম), তার পরিণতি অর্থাৎ তার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর তার মধ্যে রূহ্ প্রদান করেন। অতঃপর তাঁরই শপথ যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, বান্দা বেহেশ্‌তীদের ন্যায় আমল করতে থাকে। এমন কি, তার ও বেহেশতের মাঝখানে মাত্র এক হাত পরিমাণ অর্থাৎ খুব নগণ্য পরিমাণ ব্যবধান থাকে। তখন ‘আমলনামা’ (যা উক্ত ফিরিশ্‌তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন) সামনে এসে যায়। আর সে দোযখীদের ন্যায়ই আমল করতে থাকে। এরই উপর তার ‘খাতিমাহ্’ বা শেষ পরিণতি ঘটে এবং সে জাহান্নামী হয়।

আবার কেউ এমনও হয় যে, সে দোযখীদের ন্যায় আমল করতে থাকে। এমনকি, তার ও দোযখের মাঝখানে মাত্র এক হাতের ব্যবধান থাকে। অতঃপর ‘কিতাব’ (আমলনামা) সামনে এসে যায়। আর তার জীবন-যাপনের নক্‌শা বদলে যায় এবং সে জান্নাতবাসীদের মতোই আমল করতে আরম্ভ করে। এরই উপর তার শেষ পরিণতি ঘটে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করে।”

টীকা-৫. এর মধ্যেও খৃষ্টানদের রদ্দ্ (খণ্ডন) রয়েছে, যারা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত্ তাস্‌লীমাত)-কে খোদার পুত্র (اِبْنُ اللّٰهِ) বলতো এবং তাঁর উপাসনা করতো।

৩. তিনি আপনার উপর এ সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, পূর্ববর্তী কিতাবাদির সমর্থনকারী এবং তিনি এর পূর্বে তাওরীত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন–

৪. মানব জাতিকে সৎ পথ প্রদর্শনের জন্য; এবং ফয়সালা অবতারণ করেছেন। নিশ্চয়, ঐ সব লোক, যারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী হয়েছে (৩) তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে এবং আল্লাহ্ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

৫. আল্লাহ্‌র নিকট কিছুই গোপন নেই, যমীনের মধ্যে, না আসমানের মধ্যে।

৬. তিনিই হন যিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেন মাতৃগণের গর্ভের মধ্যে যেরূপ চান (৪), তিনি ব্যতীত কারো ইবাদত নেই, মহা-মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাময় (৫)।

৭. তিনিই হন যিনি আপনার উপর এ কিতাব অবতারণ করেছেন, এর কতেক আয়াত সুস্পষ্ট অর্থবোধক (৬); সেগুলো কিতাবের মূল (৭) এবং অন্যগুলো হচ্ছে- ঐসব আয়াত, যেগুলোর মধ্যে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে (৮)। ঐসব লোক, যাদের অন্তরসমূহে বক্রতা রয়েছে (৯), তারা একাধিক অর্থের সম্ভাবনাময় আয়াতগুলোর পেছনে পড়ে (১০) পথভ্রষ্টতা চাওয়ার (১১)

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ
اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ﴿۳﴾
مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
ذُو انْتِقَامٍ ﴿۴﴾
اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي
الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿۵﴾
هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْحَامِ
كَيْفَ يَشَآءُ ؕ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۶﴾
هُوَ الَّذِيْۤ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ
مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ
الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا
الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ
مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَ

টীকা-৬. যে গুলোর মধ্যে কোন সন্দেহ ও দ্ব্যর্থ নেই।

টীকা-৭. অর্থাৎ ‘আহকাম’ (বিধি-বিধান) -এর বেলায় সেগুলোর প্রতিই রুজূ' করা হয় এবং হালাল ও হারামের বেলায় সেগুলোর উপর আমল (করা হয়)।

টীকা-৮. সেগুলো কতিপয় অর্থের সম্ভাবনা রাখে। সেগুলোর মধ্যে কোন্ অর্থটা উদ্দেশ্য তা আল্লাহ্ই জানেন কিংবা যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা তার জ্ঞান দান করেন।

টীকা-৯. অর্থাৎ: পথভ্রষ্ট ও দ্বীনভ্রষ্ট লোকেরা, যারা কু-প্রবৃত্তির অনুসারী।

টীকা-১০. এবং এর প্রকাশ্য দিকের উপর নির্দেশ দেয় কিংবা ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে। বস্তুতঃ এটা শুভ উদ্দেশ্যে নয়, বরং (জুমাল)

টীকা-১১. এবং সন্দেহ ও বিভ্রান্তিতে ফেলার (জুমাল)

www.sunnibarta.com

ও এর ব্যাখ্যা তালাশ করার উদ্দেশ্যে (১২) এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা আল্লাহ্‌রই জানা আছে (১৩)। আর পরিপক্ক জ্ঞান-সম্পন্ন লোকেরা (১৪) বলে, 'আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি (১৫); সবই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে (১৬)' এবং উপদেশ গ্রহণ করেনা কিন্তু বোধ শক্তিসম্পন্নরা (১৭)।

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তর বক্র করো না এরপর যে, তুমি আমাদেরকে হিদায়ত প্রদান করেছো এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান করো। নিশ্চয় তুমি হও মহান দাতা।

৯. হে প্রতিপালক আমাদের! নিঃসন্দেহে তুমি সমস্ত মানুষকে একত্রে সমাবেশকারী (১৮) সেদিনের জন্য, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই (১৯)। নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পরিবর্তিত হয়না (২০)।

ابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا
يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَالرّٰسِخُوْنَ
فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ
مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ
اِلَّاۤ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝٧
رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ
رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝٨
رَبَّنَاۤ اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ
لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيْعَادَ ۝٩

রুকূ' - দুই

১০. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে (২১), তাদের ধনৈঃশ্বর্য ও তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্ থেকে তাদেরকে যৎসামান্যও রক্ষা করতে পারবে না এবং তারাই হচ্ছে দোযখের ইন্ধন।

১১. যেমন ফিরআউনের অনুসারীরা ও তাদের পূর্ববর্তীদের রীতি। তারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্‌র উপর তাদেরকে পাকড়াও করেছেন এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন।

১২. (হে হাবীব! আপনি) বলে দিন কাফিরদেরকে, অনতিবিলম্বে তোমরা পরাজিত হবে এবং তোমাদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে (২২) আর সেটা খুবই মন্দ বিছানা।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ
اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ
اللّٰهِ شَيْـًٔا ۭ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ وَقُوْدُ النَّارِ ۝١٠
كَدَاْبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ۭ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ
فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ۭ
وَاللّٰهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝١١
قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَتُغْلَبُوْنَ
وَتُحْشَرُوْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ
الْمِهَادُ ۝١٢

মানযিল - ১

টীকা-১২. নিজেদের কু-প্রবৃত্তি অনুযায়ী; তারা ব্যাখ্যাদানের উপযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও (জুমাল ও খাযিন)

টীকা-১৩. প্রকৃতপক্ষে। (জুমাল) আর স্বীয় বদান্যতা ও দানশীলতাক্রমে যাকে তিনি দান করেন।

টীকা-১৪. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, "আমি পরিপক্ক জ্ঞানীদের (راسخين فى العلم) অন্যতম।" হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন,) "আমি তাঁদেরই অন্তর্ভূক্ত, যাঁরা দ্ব্যর্থক আয়াত (متشابه)-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত।" হযরত আনাস ইব্‌নে মালেক (রাদিয়াল্লাহু আন্হু) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন,) "পরিপক্ক জ্ঞানী (رَاسِخٌ فِى الْعِلْمِ) 'আলেম-ই-বাআমল'কে বলা হয়, যিনি আপন জ্ঞানেরই অনুসারী।" মুফাস্‌সিরগণের একটা অভিমত এ রূপ যে, 'পরিপক্ক জ্ঞানী' (راسخين فى العلم) হচ্ছেন তাঁরাই, যাঁদের মধ্যে চারটা বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ- ১) আল্লাহ্‌র ভয় (تقوى الله), ২) মানুষের প্রতি বিনয়, ৩) দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং ৪) 'নাফ্‌স' বা কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাধনা। (খাযিন)

টীকা-১৫. এ মর্মে যে, সেগুলো আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে। আর সেটার যে অর্থই উদ্দেশ্য, তা সত্য এবং সেটা নাযিল করা হিকমতময়।

টীকা-১৬. সুস্পষ্ট অর্থবোধক (محكم) হোক, কিংবা দ্ব্যর্থক (متشابه)।

টীকা-১৭. এবং পরিপক্ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন–

টীকা-১৮. হিসাব-নিকাশ কিংবা প্রতিদান দেয়ার জন্য।

টীকা-১৯. সেটা হচ্ছে ক্বিয়ামত-দিবস।

টীকা-২০. কাজেই, যার অন্তরে বক্রতা আছে সে ধ্বংস হবে। আর যে তোমার দান ও অনুগ্রহক্রমে হিদায়তপ্রাপ্ত হয় সে সৌভাগ্যবান হবে, মুক্তি পাবে।

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত দ্বারা জানা গেলো যে, 'মিথ্যা' হচ্ছে 'উলূহিয়্যাত' বা আল্লাহ্‌র শানের পরিপন্থী। এ জন্য মহান পবিত্র সর্বশক্তিমান খোদা তা'আলার পক্ষে 'মিথ্যা' অসম্ভব এবং তাঁর প্রতি এর সম্পর্ক নির্দেশ করা জঘন্য বেয়াদবী। (মাদারিক ও আবুস্ সাউদ ইত্যাদি)

টীকা-২১. রসূলে আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে।

টীকা-২২. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, যখন বদরের যুদ্ধে হুযূর আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাফিরদেরকে পরাজিত করে মদীনা তৈয়্যবায় ফিরে এলেন, তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ইহুদী সম্প্রদায়কে একত্রিত করে এরশাদ করলেন, "তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং এর পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করো যে, তোমাদের উপর তেমনই মুসীবৎ অবতীর্ণ হবে যেমন বদরে ক্বোরাইশদের উপর হয়েছিলো। তোমরা জ্ঞাত হয়েছো যে, আমি প্রেরিত নবী। তোমরা তোমাদের কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ পেয়ে থাকো।" এর জবাবে

www.sunnibarta.com

তারা বললো, "ক্বোরাঈশগণ তো যুদ্ধ বিষয়ক কৌশলাদি সম্পর্কে অজ্ঞ। যদি আমাদের সাথে মুকাবিলা (দ্বন্দ্ব) হয়, তবে আপনি অবগত হবেন যে, যোদ্ধাগণ এমনই হয়ে থাকে!" এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তারা পরাজিত হবে, তাদেরকে হত্যা করা হবে, গ্রেফতার করা হবে এবং তাদের উপর 'জিয্য়া' (Tax) আরোপ করা হবে। সুতরাং এমনই হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একদিনে ছয়শ লোককে মৃত্যুদণ্ড দিলেন, অনেককে গ্রেফতার করেন এবং খায়বারবাসীদের উপর করারোপ করলেন।

টীকা-২৩. এ'তে ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারো কারো মতে, সমস্ত কাফিরকে আর কারো কারো মতে, মু'মিনদেরকে। (জুমাল)

টীকা-২৪. বদরের যুদ্ধে।

টীকা-২৫. অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম)। তাঁদের সংখ্যা ছিলো মোট ৩১৩। তন্মধ্যে ৭৭ জন 'মুহাজির' এবং ২৩৬ জন 'আনসার'। মুহাজিরদের ঝাণ্ডাধারী (কমাণ্ডার) ছিলেন হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু) আর আনসারদের পতাকাধারী (কমাণ্ডার) হযরত সা'আদ ইব্নে ওবাদাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)। এ সমগ্র সৈন্য বাহিনীতে মাত্র দু'টি ঘোড়া, সত্তরটি উট, ছয়টি বর্ম (বা যুদ্ধের পোষাক বিশেষ) এবং আটটি তরবারি ছিলো। আর এ যুদ্ধে চৌদ্দজন সাহাবী শহীদ হন। তন্মধ্যে ছয়জন মুহাজির এবং আটজন আনসার।

টীকা-২৬. কাফিরদের সংখ্যা ৯৫০ জন ছিলো। তাদের নেতা ছিলো উত্বাহ্ ইবনে রবী'আহ্। তাদের সাথে ছিলো- একশ ঘোড়া, সাতশ উট, বহু সংখ্যক লৌহবর্ম এবং হাতিয়ার। (জুমাল)

টীকা-২৭. যদিও এর সংখ্যা কমই হয় এবং যুদ্ধ-সামগ্রীর পরিমাণও নিতান্তই নগণ্য হয়।

টীকা-২৮. যাতে প্রবৃত্তি-পূজারী এবং খোদার উপাসনাকারীদের মধ্যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়। যেমন- অন্য আয়াতে এরশাদ করেন-

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا -

(অর্থাৎ: "নিশ্চয় আমি পৃথিবী-পৃষ্ঠে যা রয়েছে, তা সেটার জন্য শোভা করেছি, যাতে আমি তাদের মধ্যে যারা উত্তম আমলকারী তাদেরকে পরীক্ষা করি।")

টীকা-২৯. তা দ্বারা কিছুকাল যাবৎ উপকৃত হওয়া যায়, অতঃপর বিলীন হয়ে যায়। মানুষের উচিত যেন সে পার্থিব সম্পদকে এমন কাজে ব্যয় করে, যে কাজের পরিণাম শুভ হয় এবং (যার মধ্যে) পরকালের সৌভাগ্য থাকে।

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ ۚ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾

১৩. নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিলো (২৩) দু'দলের মধ্যে, যারা পরস্পর মুখোমুখি হয়েছিলো (২৪)। একদল আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করছিলো (২৫) এবং অন্যদল কাফির (২৬); তাদেরকে চোখ-দেখায় নিজেদের অপেক্ষা দ্বিগুণ মনে করতো; এবং আল্লাহ্ স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তি দান করেন যাকে ইচ্ছা (২৭) করেন। নিশ্চয় এর মধ্যে বিবেকবানদের জন্য দেখে শিক্ষা রয়েছে।

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

১৪. মানুষের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে এসব প্রবৃত্তির মায়া-মহব্বত (২৮)– নারীগণ, সন্তান-সন্ততি, উপরে-নীচে রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামার। এসব হচ্ছে ইহজীবনের পুঁজি (২৯) এবং আল্লাহ্ হন, যাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে (৩০)।

قُلْ أَؤُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

১৫. (হে হাবীব!) আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে এগুলো অপেক্ষা (৩১) উৎকৃষ্টতর বস্তুর কথা বলে দেবো? খোদাভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট জান্নাতসমূহ রয়েছে, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত; (তারা) সেগুলোর মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে এবং পবিত্র স্ত্রীগণ (৩২) আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি (রয়েছে) (৩৩); এবং আল্লাহ্ বান্দাদেরকে দেখেন (৩৪)।

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

১৬. ঐসব লোক, যারা বলে, 'হে প্রতিপালক আমাদের! আমরা ঈমান এনেছি; সুতরাং আমাদের গুনাহ ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।'

টীকা-৩০. জান্নাত। সুতরাং উচিৎ যেন সেটার প্রতি আগ্রহী হয় এবং ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর ধ্বংসশীল পছন্দনীয় বস্তুসমূহের প্রতি আসক্ত না হয়।

টীকা-৩১. পার্থিব সামগ্রী অপেক্ষা।

টীকা-৩২. যারা নারীসুলভ অবস্থাদি এবং প্রত্যেক প্রকার অপছন্দনীয় ও ঘৃণ্য বস্তু থেকে পবিত্র।

টীকা-৩৩. আর এটা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট নি'মাত।

টীকা-৩৪. এবং তাদের কার্য ও অবস্থাদি জানেন এবং তাদের প্রতিদান দেন।

www.sunnibarta.com

টীকা-৩৫. যারা আনুগত্য ও বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকে।

টীকা-৩৬. যাদের কথা, ইচ্ছা এবং নিয়ত সবই সত্য হয়।

টীকা-৩৭. এ'তে শেষ রাতে নামায আদায়কারীরাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন আর রাতের শেষভাগে দো'আ ইস্তিগফারকারীগণও। এটা একাকী খোদার ইবাদতে মশ্গুল হবার ও দো'আ কবূল হবারই সময়। হযরত লোকমান আলায়হিস্ সালাম স্বীয় সন্তানকে বলেন, "মোরগ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হয়োনা যে, এরা তো শেষ রাত থেকে ডাকতে থাকবে আর তোমরা ঘুমে বিভোর!"

টীকা-৩৮. শানে নুযূলঃ সিরীয় দু'জন ইহুদী ধর্মযাজক সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন। তাঁরা যখন মদীনা তৈয়্যবাহ্ দেখলেন, তখন একে অপরকে বলতে লাগলেন, "শেষ যমানার নবীর শহরের এই বৈশিষ্ট্য, যা এ শহরে পাওয়া যাচ্ছে।" যখন পবিত্রতম আস্তানা শরীফে হাযির হলেন, তখন তাঁরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গড়ন মুবারক ও পবিত্রতম স্বভাবগত গুণাবলীর তাওরীতের সাথে হুবহু মিল দেখ্তে পেয়ে হুযূর (দঃ)-কে চিনে ফেললেন আর আরয করলেন, "আপনি কি মুহাম্মদ?" হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "হাঁ।" অতঃপর আরয করলেন, "আপনি কি আহমদ?" (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "হাঁ।" (তাঁরা) আরয করলেন, "আমরা একটা প্রশ্ন করবো, আপনি যদি সঠিক জবাব দিয়ে দেন তবে আমরা আপনার উপর ঈমান নিয়ে আসবো।" এরশাদ ফরমালেন, "প্রশ্ন করো।" তাঁরা আরয করলেন, "আল্লাহ্র কিতাবে সবচেয়ে বড় সাক্ষ্য কোন্টা?" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ (আয়াত)-টা শুনে তাঁরা দু'জন (যাজক)ই মুসলমান হয়ে গেলেন। হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, কা'বা মু'আয্যামার অভ্যন্তরে ৩৬০টা মূর্তি ছিলো। যখন মদীনা তৈয়্যবায় এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছিলো তখন কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে ঐসব মূর্তি সাজদাবনত হয়ে পড়েছিলো।

الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَ
الْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ
بِالْاَسْحَارِ ﴿١٧﴾
شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ
وَالْمَلٰۤئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا
بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ
الْحَكِيْمُ ﴿١٨﴾
اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ ۗ
وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ
بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ
اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾
فَاِنْ حَآجُّوْكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ
لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ؕ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْاُمِّيّٖنَ ءَاَسْلَمْتُمْ ؕ

১৭. ধৈর্যশীলগণ (৩৫), সত্যনিষ্ঠগণ (৩৬), শিষ্টগণ, আল্লাহ্র রাহে ব্যয়কারীগণ এবং রাতের শেষভাগে ক্ষমাপ্রার্থীগণ (৩৭)।

১৮. আল্লাহ্ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (৩৮) আর ফিরিশ্তাগণ এবং জ্ঞানীগণও (৩৯) ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই, মহা মর্যাদাবান, প্রজ্ঞাময়।

১৯. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র নিকট ইসলামই (একমাত্র) ধর্ম (৪০); এবং পরস্পর বিরোধে পড়েনি কিতাবীরা (৪১) কিন্তু এর পরে যে, তাদের নিকট জ্ঞান এসেছে (৪২), নিজেদের অন্তরের বিদ্বেষবশতঃ (৪৩); এবং যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী হয় তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

২০. অতঃপর হে মাহবূব! যদি তারা আপনার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তবে বলে দিন, 'আমি আপন চেহারা আল্লাহ্র সামনে অবনত করেছি এবং যারা আমার অনুসারী হয়েছে (৪৪)' এবং কিতাবী সম্প্রদায় ও পড়াবিহীন লোকদেরকে বলে দিন (৪৫), 'তোমরা কি গর্দান অবনত করেছো (৪৬)?'

টীকা-৩৯. অর্থাৎ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) ও ওলীগণ।

টীকা-৪০. এটা ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। ইহুদী ও খৃষ্টান প্রমুখ কাফির, যারা তাদের ধর্মকে শ্রেষ্ঠতর বলে দাবী করে– এ আয়াতে তাদের দাবী বাতিল করে দিয়েছেন।

টীকা-৪১. এ আয়াত ঐসব ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে; যারা ইসলাম বর্জন করেছে এবং নবীকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়ত সম্পর্কে বিরোধ সৃষ্টি করেছে।

টীকা-৪২. তারা তাদের কিতাবসমূহে বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণ দেখেছে এবং তারা চিন্তে পেরেছে যে, ইনি হচ্ছেন সেই নবী, যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্র কিতাবাদিতে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

টীকা-৪৩. অর্থাৎ তাদের মত-বিরোধের কারণ হচ্ছে তাদের বিদ্বেষ এবং পার্থিব সুবিধাদির মোহ।

টীকা-৪৪. অর্থাৎ আমি এবং আমার অনুসারীগণ কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্র বাধ্য ও অনুগত, আমাদের দ্বীন হচ্ছে- দ্বীন-ই-তাওহীদ, যার বিশুদ্ধতা খোদ্ তোমাদের কিতাবসমূহ থেকেও প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই, এ বিষয়ে আমাদের সাথে তোমাদের ঝগড়া করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

টীকা-৪৫. যতো কাফির কিতাববিহীন রয়েছে, তারাও পড়াবিহীনদের অন্তর্ভূক্ত। তাদের মধ্যে আরবের মুশরিকগণও রয়েছে।

টীকা-৪৬. "এবং দ্বীন-ইসলামের সামনে আনুগত্য সহকারে আত্মসমর্পণ করেছো? না, সুস্পষ্ট প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এখনো কুফরের উপর রয়েছো!" এটা ইসলামের প্রতি আহ্বানের একটা বিশেষ পদ্ধতি এবং এভাবেই তাদেরকে সত্য দ্বীনের (ইসলাম) প্রতি আহবান করা হয়।

www.sunnibarta.com

টীকা-৪৭. তা আপনি পরিপূর্ণভাবে পালনই করেছেন। তা থেকে যদি তারা উপকার গ্রহণ না করে, তবে ক্ষতিতে তারাই থাকবে। এ'তে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে শান্তনা দেয়া হয়েছে যেন তিনি এদের ঈমান না আনার কারণে দুঃখিত না হন।

টীকা-৪৮. যেমন বনী ইস্রাঈল সম্প্রদায় সকালে অল্প সময়ের মধ্যে তেতাল্লিশ জন নবীকে শহীদ করেছিলো। অতঃপর যখন তাদের মধ্য থেকে একশ বারো জন 'আবিদ' (ইবাদতপরায়ণ) উঠে তাদেরকে সৎকর্মের নির্দেশ দিলেন এবং অসৎকর্ম থেকে নিষেধ করলেন, তখন সেদিন সন্ধ্যায় তাঁদেরকেও হত্যা করলো। এ আয়াতে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যমানার ইহুদী সম্প্রদায়কে তিরস্কার করা হয়েছে। কেননা, তারা তাদের পূর্বপুরুষদের এমন নিকৃষ্টতম কাজের উপর সন্তুষ্ট।

টীকা-৪৯. মাস্আলাঃ এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো যে, নবীগণের শানে বেয়াদবী করাও 'কুফর' এবং এটাও যে, এর কারণে সমস্ত কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়।

টীকা-৫০. যে, তাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করবে।

টীকা-৫১. অর্থাৎ ইহুদী সম্প্রদায়। তাদেরকে তাওরীত শরীফের জ্ঞান ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো, যেগুলোর মধ্যে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও অবস্থাদি এবং দ্বীন-ইসলামের সত্যতার বিবরণ রয়েছে। এ কারণে, তাদের জন্য বাঞ্ছনীয় ছিলো যে, যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হলেন এবং তাদেরকে ক্বোরআন করীমের দিকে আহ্বান করলেন, তখন তারা হুযূর (দঃ) ও ক্বোরআন শরীফের উপর ঈমান আনবে এবং এর বিধি-বিধান পালন করবে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তা করেনি। এতদ্ভিত্তিতে, আয়াত শরীফে উল্লেখিত, مِنَ الْكِتٰبِ দ্বারা তাওরীত এবং كِتَابَ اللّٰهِ দ্বারা ক্বোরআন শরীফের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৫২. শানে নুযূলঃ এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে এক বর্ণনা এটা এসেছে যে, একদা সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বায়তুল মিদ্রাস'-এ তশরীফ নিয়ে যান। আর সেখানে ইহুদীদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। নঈম ইবনে আমর ও হারিস ইবনে যায়দ বললো, "হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনি কোন্ দ্বীনের উপর আছেন?" এরশাদ ফরমালেন, "মিল্লাতে ইব্রাহীমী (হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস সালাম-এর দ্বীন)-এর উপর।" তারা বলতে লাগলো, "হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম তো ইহুদী ছিলেন।" বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেন, "তাওরীত আনো! এখনই আমাদের আর তোমাদের মধ্যে ফয়সালা হয়ে যাবে।" এর উপর তারা স্থির থাকতে পারলোনা এবং অস্বীকারকারী হয়ে গেলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো। এতদ্ভিত্তিতে, আয়াতে উল্লেখিত 'কিতাবুল্লাহ্' (كِتَابَ اللّٰهِ) মানে 'তাওরীত'।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) হতে একটা বিবরণ এটাও এসেছে যে, খায়বারবাসী ইহুদীদের একজন পুরুষ একজন স্ত্রী-লোকের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিলো। আর তাওরীতের মধ্যে এমন গুনাহ্র শাস্তি-বিধি হচ্ছে 'পাথর নিক্ষেপ করতে করতে হত্যা করা।' যেহেতু এরা ইহুদীদের মধ্যে উচ্চ বংশীয় লোক ছিলো, সেহেতু তারা এদেরকে 'পাথর নিক্ষেপ'-এর শাস্তি দেয়া পছন্দ করলোনা। আর এ মামলাটা তারা এ আশায় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে দায়ের করলো যে, সম্ভবত তিনি 'পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ' দেবেন না। কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাদের উভয়কেই পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। এ কারণে, ইহুদীগণ বিক্ষুব্ধ হলো এবং বলতে লাগলো, "এ পাপের এ শাস্তি নয়। আপনি যুলুম করেছেন।" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "ফয়সালা তাওরীতের উপর রাখো!" তারা বলতে লাগলো, "এটা ইনসাফের কথা।" তাওরীত আনা হলো এবং আবদুল্লাহ ইবনে সূরিয়া নামক ইহুদীদের শীর্ষস্থানীয় আলেম সেটা পাঠ করলো। এ'তে 'আয়াতে রাজ্ম' আসলো, যার মধ্যে পাথর নিক্ষেপের

فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠﴾

সুতরাং তারা যদি গর্দান অবনত করে থাকে, তবেই তো সঠিক পথ পেয়ে গেছে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে (হে হাবীব!) আপনার কর্তব্য তো এই নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেয়া মাত্র (৪৭) এবং আল্লাহ্ বান্দাদেরকে দেখছেন।

রুকূ' - তিন

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢١﴾

২১. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী হয় এবং পয়গাম্বরগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে (৪৮) এবং ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশদাতাদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে সুসংবাদ দিন বেদনাদায়ক শাস্তির!

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿٢٢﴾

২২. এসব লোক তারাই, যাদের কার্যাবলী বিনষ্ট হয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে (৪৯) এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই (৫০)।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾

২৩. (হে হাবীব!) আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা কিতাবের একটা অংশ প্রাপ্ত হয়েছে (৫১)? আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি আহবান করা হচ্ছে যেন সেটা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, অতঃপর তাদের মধ্যেকার একটা দল তা থেকে পরান্মুখ হয়ে ফিরে যায় (৫২)।

www.sunnibarta.com

নির্দেশ ছিলো। আবদুল্লাহ সেটার উপর হাত চাপা দিলো এবং সেটা বাদ দিয়ে পড়ে গেলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তার হাত সরিয়ে উক্ত আয়াত পড়ে শুনালেন। ইহুদীগণ অপমানিত হলো এবং সেই ইহুদী নারী ও পুরুষকে, যারা যিনা করেছিলো, হুযূরের নির্দেশে পাথর নিক্ষেপ করা হলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

টীকা-৫৩. আল্লাহ্র কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার

টীকা-৫৪. অর্থাৎ চল্লিশ দিন কিংবা এক সপ্তাহ। অতঃপর কোন দুঃখ নেই।

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۖ وَغَرَّهُمْ فِىْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٢٤﴾

২৪. এ দুঃসাহস (৫৩) তাদের এ জন্য হলো যে, তারা বলে, 'অবশ্যই আমাদেরকে আগুন স্পর্শ করবে না, কিন্তু (হাতে গোনা) দিন কতেক (৫৪)' এবং তাদের ধর্মের মধ্যে তাদেরকে ধোকা দিয়েছিলো সেই মিথ্যা, যা তারা রচনা করছিলো (৫৫)।

فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ ۪ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৫. সুতরাং কেমন হবে, যখন আমি তাদেরকে একত্রিত করবো সেই দিনের জন্য, যাতে সন্দেহ নেই (৫৬) এবং প্রত্যেককে তার উপার্জন পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করা হবে; এবং তাদের উপর যুলুম করা হবেনা।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۫ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٦﴾

২৬. এরূপ আরয করো, 'হে আল্লাহ্, বিশ্ব-রাজ্যের মালিক! তুমি যাকে চাও সাম্রাজ্য প্রদান করো এবং যার থেকে চাও সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নাও। আর যাকে চাও সম্মান প্রদান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছনা দাও। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিঃসন্দেহে, তুমি সব কিছু করতে পারো (৫৭)।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি দিনের অংশ রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করো এবং রাতের অংশ দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করো (৫৮)। আর মৃত থেকে জীবিত বের করো এবং জীবিত থেকে মৃত বের করো (৫৯)। আর যাকে চাও অগণিত দান করো।

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

২৮. মুসলমান কাফিরদেরকে যেন আপন বন্ধু না বানিয়ে নেয়, মুসলমানগণ ব্যতীত (৬০)।

টীকা-৫৫. এবং তারা এ বলে দাবী করতো, "আমরা খোদার পুত্র ও তাঁরই প্রিয়ভাজন। তিনি আমাদেরকে গুনাহ্র কারণে শাস্তি দেবেন না, কিন্তু অতি অল্প সময়ের জন্য।"

টীকা-৫৬. এবং সেটা হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন।

টীকা-৫৭. শানে নুযূলঃ মক্কা বিজয়ের সময় নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের রাজত্বের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন ইহুদী ও মুনাফিকরা সেটাকে খুবই দুঃসাধ্য মনে করলো এবং বলতে লাগলো, "কোথায় মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! আর কোথায় পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যদ্বয়! সেই সাম্রাজ্য দু'টি বড়ই শক্তিশালী ও অতীব সংরক্ষিত।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ঐ প্রতিশ্রুতি পূর্ণই হয়েছিলো।

টীকা-৫৮. অর্থাৎ কখনো রাতকে দীর্ঘায়িত করো, দিনকে হ্রাস করো। আর কখনো দিনকে দীর্ঘায়িত করে রাতকে হ্রাস করো। এটা তোমারই কুদরত। সুতরাং পারসিক ও রোমানদের হাত থেকে সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়ে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গোলামদেরকে দান করা তাঁর কুদরতের পক্ষে অসাধ্য কিসের?

টীকা-৫৯. 'জীবিত থেকে মৃত বের করা' এভাবে যে, যেমন– জীবিত মানব-জাতিকে মৃত বীর্য থেকে এবং পাখীর জীবিত ছানাকে রূহবিহীন ডিম থেকে, আর জীবিত আত্মা-সম্পন্ন মু'মিনকে মৃত আত্মাসম্পন্ন কাফির থেকে (সৃষ্টি করা)।

আর 'জীবিত থেকে মৃত বের করা' এভাবে যে, যেমন– জীবিত মানুষ থেকে রূহ-বিহীন বীর্য এবং জীবিত পাখী থেকে প্রাণহীন ডিম; আর জীবিত-আত্মা ঈমানদার থেকে মৃত-আত্মা কাফির (সৃষ্টি করা)।

টীকা-৬০. শানে নুযূলঃ হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আহ্যাব যুদ্ধের (খন্দকের যুদ্ধ) দিন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলেন, "আমার সাথে পাঁচশ ইহুদী রয়েছে, যারা আমার সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। আমার প্রস্তাব হচ্ছে যে, আমি শত্রুর মুকাবিলায় তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করবো।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং কাফিরদেরকে বন্ধু ও সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

www.sunnibarta.com

টীকা-৬১. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা রাখা নিষিদ্ধ ও হারাম। তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে সম্প্রীতিমূলক লেন-দেন করা অবৈধ।

অবশ্য, যদি প্রাণ বা সম্পদের ভয় থাকে, এমনি পরিস্থিতিতে শুধু বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক রাখা জায়েয।

টীকা-৬২. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান লাভ করবে এবং তাতে কোন প্রকার কার্পণ্য করা হবে না।

টীকা-৬৩. অর্থাৎ যদি আমি এ মন্দ কাজটা না-ই করতাম!

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿۲۸﴾

আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে, আল্লাহ্‌র সাথে তার কোন সম্পর্ক রইলোনা; কিন্তু এ যে, তোমরা তাদেরকে কিছুটা শংকা করবে (৬১); এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে আপন ক্রোধ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করছেন এবং আল্লাহ্‌রই প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۲۹﴾

২৯. (হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আপন অন্তরের কথা গোপন করো কিংবা প্রকাশ করো– আল্লাহ্ সবই জানেন এবং জানেন যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে আর যা কিছু যমীনে রয়েছে এবং প্রত্যেক কিছুর উপর আল্লাহ্‌র ক্ষমতা রয়েছে।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْٓءٍ ۚ تَوَدُّ لَوْ اَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهٗٓ اَمَدًا بَعِيْدًا ؕ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾

৩০. যে দিন প্রত্যেকে, যেই ভাল কাজ করেছে তা উপস্থিত পাবে (৬২) এবং যে কোন মন্দ কাজ করেছে (তাও উপস্থিত পাবে), সেদিন কামনা করবে, 'হায়! যদি আমার এবং সেটার মাঝখানে দূর ব্যবধান থাকতো (৬৩)!' এবং আল্লাহ্ তোমাদেরকে আপন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শন করছেন; এবং আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি দয়ার্দ্র।

রুকূ' - চার

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۳۱﴾

৩১. হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, 'হে মানবকূল, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবেসে থাকো তবে আমার অনুগত হয়ে যাও, আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন (৬৪) এবং তোমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করবেন আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।'

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۲﴾

৩২. আপনি বলে দিন, 'হুকুম মান্য করো আল্লাহ্ ও রসূলের (৬৫)।' অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্‌র পছন্দ হয় না কাফির।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰٓى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿۳۳﴾

৩৩. নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মনোনীত করেছেন আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরদেরকে সমগ্র বিশ্ব-জগত থেকে (৬৬)।

শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ক্বোরাইশদের নিকট দাঁড়ালেন, যারা কা'বা ঘরের মধ্যে মূর্তি স্থাপন করেছিলো এবং সেগুলোকে সুসজ্জিত করে সাজদা করছিলো। হুযূর (দঃ) এরশাদ করলেন, "হে ক্বোরাইশ গোত্রীয়রা! আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আলায়হিমাস সালাম)-এর দ্বীনের পরিপন্থী হয়ে বসেছো।" ক্বোরাইশগণ বললো, "আমরা আল্লাহ্‌র মুহাব্বতেই এ বোত্‌গুলোর উপাসনা করছি, যাতে এগুলো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছায়।" এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে। আর এরশাদ হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবী বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও আনুগত্য ব্যতিরেকে গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি এ দাবীর প্রমাণ দিতে চায়, সে যেন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর গোলামী করে। যেহেতু হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) মূর্তির উপাসনা করতে নিষেধ করেছেন, সেহেতু মূর্তি পূজারী হুযূরের অবাধ্য এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবীতে মিথ্যুক।

টীকা-৬৪. এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ্‌র ভালবাসার দাবী তখনই সত্য হতে পারে, যখন মানুষ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয় এবং হুযূর (দঃ)-এর আনুগত্য অবলম্বন করে।

টীকা-৬৫. এটা আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসার প্রতীক এবং আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য রসূলের আনুগত্য ছাড়া হতে পারেনা। বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হয়েছে সে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে।"

টীকা-৬৬. ইহুদীরা বলেছিলো, "আমরা হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসহাক্ব ও হযরত য়া'ক্বুব (আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-এর বংশধরদের অন্তর্ভূক্ত এবং তাঁদেরই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত।" এর জবাবে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব হযরতকে দ্বীন ইসলাম সহকারে মনোনীত করেছিলেন এবং 'হে ইহুদী! তোমরা ইসলামের উপর নও। কাজেই, তোমাদের এ দাবী ভিত্তিহীন।'

www.sunnibarta.com

টীকা-৬৭. তাদের মধ্যে পারস্পরিক বংশগত সম্পর্কও রয়েছে এবং এসব হযরত একে অপরের সাহায্য সহযোগীতাকারীও।

টীকা-৬৮. 'ইমরান' দু'জন ছিলেন। একজন হলেন- ইমরান ইব্নে ইয়াসহার ইবনে ফাহিস্ ইব্নে লা-ওয়া ইব্নে য়া'কূব। ইনিতো হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর পিতা ছিলেন। দ্বিতীয়জন- ইমরান ইব্নে মাসান। ইনি হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম)-এর মাতা হযরত মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম)-এর পিতা ছিলেন। উভর ইমরানের মধ্যে এক হাজার আটশ বছরের ব্যবধান ছিলো। এখানে দ্বিতীয় ইমরানের কথা বুঝানো হয়েছে। তাঁর বিবি সাহেবার নাম হান্নাহ্ বিন্তে ফা-কূযা, যিনি হযরত মরিয়ম আলায়হাস্ সালামের মাতা ছিলেন।

টীকা-৬৯. এবং তোমার ইবাদত ব্যতীত পৃথিবীর কোন কাজ তার সাথে সম্পৃক্ত থাকবেনা। 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'-এর খিদমত তার দায়িত্বে থাকবে।

আলেমগণ **ঘটনা** এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস সালাম) ও হযরত ইমরান উভয়ে পরস্পর ভায়রা ছিলেন। ফাকূযার কন্যা ঈশা'। তিনি হযরত য়াহ্য়া আলায়হিস্ সালামের মাতা ছিলেন। আর তাঁর বোন হান্নাহ, যিনি ফাকূযার দ্বিতীয়া কন্যা ও হযরত মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম)-এর মাতা, হযরত ইমরানের স্ত্রী ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ হান্নার গর্ভে কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি। এমন কি তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হলেন এবং নিরাশ হয়ে পড়লেন। এটা ছিলো 'সালেহীন' বা 'নেক্কার' লোকদের খান্দান। তাঁরা সবাই আল্লাহ্র মাকবূল বান্দা ছিলেন। একদিন হান্নাহ্ একটা গাছের ছায়ায় একটা পাখী দেখলেন, যা আপন ছানাকে আহার করাচ্ছিলো। এটা দেখে তাঁর অন্তরে সন্তানের আগ্রহ জন্মালো এবং আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করলেন, "হে প্রতিপালক! যদি তুমি আমাকে সন্তান দান করো, তবে আমি তাকে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খাদিম হিসাবে নিয়োগ করবো এবং এ খিদমতের জন্যই হাযির করবো।"

যখন তিনি অন্তঃসত্ত্বা হলেন এবং এ মান্নত করলেন, তখন তাঁর স্বামী বললেন, "তুমি একি করলে? যদি কন্যা সন্তান জন্মলাভ করে তবে সে এর উপযোগী হচ্ছে কোথায়?" সে যুগে পুরুষদেরকেই বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতের জন্য নিয়োগ করা হতো আর মেয়েরা নারী-সুলভ অবস্থাদি ও দুর্বলতাসমূহ এবং পুরুষদের সাথে অবস্থান করতে পারতো না বলে এর উপযোগী মনে করা হতোনা। এ কারণে, তাঁদের উভয়ের মধ্যে ভারী দুশ্চিন্তার সঞ্চার হলো। আর হান্নাহ্র গর্ভস্থ সন্তান প্রসবের পূর্বেই হযরত ইমরানের ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ

৩৪. এটা একটা বংশানুক্রম, একে অপর হ'তে (৬৭) এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।

৩৫. যখন ইমরানের স্ত্রী আরয করলো (৬৮), 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার জন্য মান্নত করেছি যা আমার গর্ভে রয়েছে যে, একান্ত তোমারই সেবায় থাকবে (৬৯)। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে কবূল করে নাও। নিঃসন্দেহে, তুমিই শ্রোতা, জ্ঞাতা।'

৩৬. অতঃপর যখন তাকে প্রসব করলো, তখন বললো, 'হে প্রতিপালক আমার! এ'তো আমি কন্যা প্রসব করলাম (৭০)।' এবং আল্লাহ্র সম্যক জানা আছে যা সে প্রসব করেছে। এবং সেই পুত্র সন্তান, যা সে চেয়েছিলো, এ কন্যা সন্তানের মতো নয় (৭১)। 'এবং আমি তার নাম মার্য়াম রাখলাম (৭২)। আর তাকে এবং তার বংশধরকে তোমার আশ্রয়ে দিচ্ছি বিতাড়িত শয়তান থেকে।' ★

৩৭. অতঃপর তাকে তার প্রতিপালক উত্তমরূপে কবূল করলেন (৭৩)

টীকা-৭০. হান্নাহ্ এ বাক্যটা ওযররূপে বলেছিলেন এবং তাঁর মনে বেদনা ও দুঃখের সঞ্চার হলো। কারণ, যখন কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেছে তখন মান্নত কিভাবে পূরণ করা হবে?

টীকা-৭১. কেননা, এ কন্যা আল্লাহ্র দান এবং তাঁর অনুগ্রহক্রমে, পুত্র সন্তান অপেক্ষা অধিকতর মর্যাদা রাখে। এ সাহেবজাদী ছিলেন- হযরত মার্য়াম। আর তিনি সমসাময়িক সমস্ত মেয়েলোকের মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্য ও মর্যাদার অধিকারীনী ছিলেন।

টীকা-৭২. 'মার্য়াম' মানে- 'আ-বিদাহ্' বা 'ইবাদতপরায়ণা'।

টীকা-৭৩. এবং মান্নতের মধ্যে পুত্র-সন্তানের স্থলে হযরত মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম)-কে কবূল করেছেন। ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই হান্নাহ্ (হযরত) মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম)-কে একটা কাপড়ে জড়িয়ে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের আলেমদের (আহ্বার) সামনে এনে রাখলেন। এসব আলেম (আহ্বার) ছিলেন হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশধরদের অন্তর্ভূক্ত। আর বায়তুল মুক্বাদ্দাসে তাঁদের পদ-মর্যাদা তেমনই ছিলো যেমন রয়েছে কা'বা শরীফের

★ ক্বোরআন করীমের মধ্যে হযরত মার্য়াম ব্যতীত অন্য কোন মহিলার নাম উল্লেখিত হয়নি। তেমনিভাবে, রমযান ব্যতীত অন্য কোন মাসের এবং হযরত যায়দ ব্যতীত অন্য কোন সাহাবীর নামও উল্লেখিত হয়নি। এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, মাও সন্তানের নাম রাখতে পারে। এটাও বুঝা গেলো যে, সন্তান-সন্ততির উত্তম নাম রাখা উচিত। (তাফ্সীর-ই-নুরুল ইরফান)

www.sunnibarta.com

'হাজিব' বা রক্ষণাবেক্ষণকারীদের। যেহেতু হযরত মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম) তাঁদের ইমাম ও তাঁদের নিকটাত্মীয়ের কন্যা ছিলেন এবং তাঁদের বংশও বনী-ইস্রাঈলের মধ্যে খুব সম্ভ্রান্ত ও আলেমদেরই বংশ ছিলো, সেহেতু তাঁরা সবাই, যাঁদের সংখ্যা ছিলো সাতাশ, হযরত মার্য়ামকে গ্রহণ করার ও তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেয়ার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস্ সালাম) বললেন, "আমি তাঁদের সবার মধ্যে অধিক হকদার। কেননা, আমার ঘরে তাঁর খালা রয়েছেন।" এ বিষয়টার নিষ্পত্তি এভাবে হলো যে, লটারীর আয়োজন করা হলো। লটারীতে হযরত যাকারিয়া আলায়হিস সালামেরই নাম বের হলো।

টীকা-৭৪. হযরত মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম) একদিনে এ পরিমাণ বেড়ে উঠতেন, যতটুকু অন্যান্য শিশু এক বছরে বাড়তো।

টীকা-৭৫. বে-মৌসুমী ফলমূল, যেগুলো বেহেশ্ত থেকে অবতীর্ণ হতো এবং হযরত মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম) কোন মহিলার স্তন্য পান করেননি।

টীকা-৭৬. হযরত মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম) নিতান্ত শিশু বয়সে কথা বলেছিলেন যখন তিনি দোলনায় লালিত হচ্ছিলেন; যেমনিভাবে, তাঁরই সন্তান হযরত ঈসা (আল্যায়হিস্ সালাম) একই অবস্থায় (নিতান্ত শিশু বয়সেই) কথা বলেছিলেন।

মাস্আলাঃ এ আয়াত আউলিয়া কেরামের কারামত (অলৌকিক ক্ষমতা)-এর পক্ষে প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের মাধ্যমে অলৌকিক কার্যাদি প্রকাশ করেন। হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস্ সালাম) যখন এটা দেখলেন তখন বললেন, "যেই পবিত্র সর্ব-শক্তিমান সত্তা, (হযরত) মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম)-কে অসময়ে, বে-মৌসুম এবং কোন মাধ্যম ব্যতিরেকেই ফলমূল দান করতে পারেন, তিনি নিশ্চয় এর উপরও শক্তিমান যে, আমার বন্ধ্যা স্ত্রীকে নতুনভাবে সুস্থতা (সন্তান ধারণের যোগ্যতা) দান করবেন এবং আমাকে এ বার্দ্ধক্যে (সন্তান লাভের আশা) নিঃশেষ হবার পরও সন্তান দান করবেন।" এ ধারণায় তিনি এ প্রার্থনা করেছিলেন, যার বিবরণ পরবর্তী আয়াতে আসছে।

وَّ اَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَّ كَفَّلَهَا
زَكَرِيَّا ؕ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا
الْمِحْرَابَ ۙ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ
قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ؕ قَالَتْ
هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ
مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ
رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً
طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿۳۸﴾

فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ
يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ ۙ اَنَّ اللّٰهَ
يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًۢا بِكَلِمَةٍ
مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا

এবং তাকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন (৭৪) এবং তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে দিলেন। যখন যাকারিয়া তার নিকট তার নামায পড়ার স্থানে যেতো তখন তার নিকট নতুন রিয্ক্ব পেতো (৭৫)। বললো, 'মরিয়ম! এটা তোমার নিকট কোত্থেকে আসলো?' বললো, 'সেটা আল্লাহ্র নিকট থেকে।' নিশ্চয়, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অগণিত দান করেন (৭৬)।

৩৮. এখানে (৭৭) প্রার্থনা করলো যাকারিয়া আপন প্রতিপালকের নিকট। আরয করলো, 'হে প্রতিপালক! আমাকে তোমার নিকট থেকে প্রদান করো পবিত্র সন্তান। নিশ্চয়, তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।'

৩৯. তখন ফিরিশ্তাগণ তাকে সাড়া দিলো এবং সে আপন নামাযের স্থানে দণ্ডায়মান অবস্থায় নামায পড়ছিলো (৭৮), 'নিশ্চয়, আল্লাহ্ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন য়াহ্য়ার, যে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটা কলেমার (৭৯) সত্যায়ন করবে এবং সরদার (৮০) ও সব সময়ের জন্য

টীকা-৭৭. অর্থাৎ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মেহরাবের অভ্যন্তরে দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করলেন।

টীকা-৭৮. হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম শীর্ষস্থানীয় আলেম (জ্ঞানী) ছিলেন। ক্বোরবানীসমূহ আল্লাহ্র দরবারে তিনিই পেশ করতেন এবং মসজিদ শরীফে তাঁরই অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ প্রবেশ করতে পারতোনা। যখন তিনি মেহরাবের অভ্যন্তরে নামাযে মশগুল ছিলেন এবং বাইরে লোকেরা ভিতরে প্রবেশের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিলো তখন দরজা বন্ধ ছিলো। হঠাৎ তিনি একজন সাদা পোষাক পরিহিত যুবককে দেখতে পেলেন। তিনি ছিলেন হযরত জিব্রাঈল (আলায়হিস সালাম)। তিনি তাঁকে সন্তানের সুসংবাদ দিলেন, যা اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ (নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন)-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-৭৯. 'কলেমা' দ্বারা হযরত মার্য়াম-তনয় হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা كُنْ (কুন্ অর্থাৎ হয়ে যাও!) বলে, পিতার মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। আর তাঁর উপর সর্বপ্রথমে ঈমান আনয়নকারী ও সত্যায়নকারী হযরত য়াহ্য়া (আলায়হিস্ সালাম)-ই ছিলেন, যিনি হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) অপেক্ষা বয়সে মাত্র ছয় মাসের বড় ছিলেন। তাঁরা পরস্পর খালাত ভাই ছিলেন।

হযরত য়াহ্য়া (আলায়হিস্ সালাম)-এর মাতা (একদিন) আপন বোন হযরত মার্য়ামের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তখন তাঁকে নিজের অন্তঃসত্ত্বা হবার কথা জানালেন। হযরত মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম) বললেন, "আমিও অন্তঃসত্ত্বা।" হযরত য়াহ্য়ার মাতা বললেন, "হে মার্য়াম! মনে হচ্ছে যে, আমার গর্ভস্থ সন্তান তোমার গর্ভস্থ সন্তানকে সাজদা করছে।"

টীকা-৮০. 'সাইয়্যেদ' ঐ সরদারকে বলা হয়, যাঁর সেবা ও আনুগত্য করা যায়। হযরত য়াহ্য়া (আলায়হিস্ সালাম) মু'মিনদের সরদার এবং জ্ঞান, সহনশীলতা ও ধর্মপরায়ণতায় তাঁদের সরদার ছিলেন।

www.sunnibarta.com

টীকা-৮১. হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস্ সালাম) আশ্চর্যান্বিত হয়ে (একথা) আরয করেছিলেন।

টীকা-৮২. এবং বয়স একশ বিশ বছরে উপনীত হয়েছে।

টীকা-৮৩. তাঁর বয়স হয়েছিলো আটান্নব্বই বছর। প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিলো এই- "সন্তান কিভাবে দান করা হবে? আমার যৌবন কি পুনরায় ফিরিয়ে দেয়া হবে? আর স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বও কি দূরীভূত করা হবে? না, আমাদের উভয়ে আপন আপন অবস্থায় থাকবো?"

টীকা-৮৪. বার্দ্ধক্যে সন্তান দান করা তাঁর কুদরতের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়।

নারীদের থেকে বিরত থাকবে এবং নবী, (আল্লাহ্র খাস বান্দাদের মধ্য থেকে (৮১)।'

وَّحَصُوْرًا وَّ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٣٩﴾

৪০. বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান কোত্থেকে হবে? আমার তো বার্দ্ধক্য এসে পৌঁছেছে (৮২) এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা (৮৩)।' এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ্ এভাবেই করেন, যা চান (৮৪)।'

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ ؕ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

৪১. আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য কোন নিদর্শন করে দিন (৮৫)!' এরশাদ করলেন, 'তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন পর্যন্ত তুমি লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলবেনা, কিন্তু ইঙ্গিতে-ইশারায় এবং আপন প্রতিপালককে খুব স্মরণ করো (৮৬); এবং বিকেলে ও প্রভাতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো।'

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْۤ اٰيَةً ؕ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ؕ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ﴿٤١﴾

রুকূ' - পাঁচ

৪২. এবং যখন ফিরিশ্তাগণ বললো, 'হে মার্য়াম! নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাকে মনোনীত করে নিয়েছেন (৮৭) ও খুব পবিত্র করেছেন (৮৮) এবং আজকার সমগ্র বিশ্বের নারীদের থেকে তোমাকে মনোনীত করেছেন (৮৯)।'

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰىكِ عَلٰى نِسَآءِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٢﴾

৪৩. 'হে মার্য়াম! স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে আদব সহকারে দণ্ডায়মান হও (৯০) এবং তাঁর জন্য সাজদা করো ও রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো!'

يٰمَرْيَمُ اقْنُتِىْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِىْ وَارْكَعِىْ مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾

৪৪. এ গুলো অদৃশ্যের সংবাদ, যেগুলো আমি গোপনভাবে আপনাকে বলে থাকি (৯১) এবং আপনি তাদের নিকট ছিলেন না যখন তারা তাদের কলমগুলো দ্বারা লটারী টানছিলো (এ বিষয়ে) যে, মার্য়াম কার লালন-পালনের দায়িত্বে থাকবে। আর আপনি তাদের নিকট ছিলেন না যখন তারা বাদানুবাদ করছিলো (৯২)।

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ؕ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ۪ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٤﴾

টীকা-৮৫. যা দ্বারা আমি স্বীয় বিবির সন্তান প্রসবের সময় সম্পর্কে অবগত হবো, যাতে আমি আরো অধিক শোকর ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাই।

টীকা-৮৬. সুতরাং তেমনিই হলো যে, লোকজনের সাথে কথাবার্তা বলা থেকে তাঁর বরকতময় বাকশক্তি তিন দিন পর্যন্ত বন্ধ ছিলো। তবে, 'তাস্বীহ' ও 'যিকর' করতে সক্ষম ছিলেন। বস্তুতঃ এটা এক মহান মু'জিযা (অলৌকিক ব্যাপার) যে, যাঁর মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে এবং মুখ থেকে আল্লাহ্র প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণার (তাস্বীহ ও তাক্বদীস) কলেমাগুলো উচ্চারিত হতে থাকে কিন্তু লোকজনের সাথে কথোপকথন হতে পারেনা! আর এ নিদর্শন এজন্য স্থির করা হয়েছে যে, আল্লাহ্র এ মহান অনুগ্রহ অর্জন করার সময় যেন তাঁর রসনা 'যিক্র' ও 'শোকর' ছাড়া অন্য কোন কথাবার্তায় রত না হয়।

টীকা-৮৭. যে, নারী হওয়া সত্ত্বেও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের খিদমতের জন্য মান্নতের মধ্যে কবূল করেছেন এবং এটা তিনি ব্যতীত অন্য কোন নারীর ভাগ্যে জোটেনি। অনুরূপভাবে, তাঁর জন্য বেহেশ্তী রিয্ক্ব প্রেরণ করেন এবং হযরত যাকারিয়া (আলায়হিস্ সালাম)-কে তাঁর তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হযরত মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম)-এরই বিশেষত্ব।

টীকা-৮৮. পুরুষের স্পর্শ থেকে এবং গুনাহ্ থেকে। কারো কারো মতে, নারীসুলভ অবস্থাদি (عوارض نسائيه) থেকে।

টীকা-৮৯. যে, পিতা ব্যতিরেকেই পুত্র দান করেছেন এবং ফিরিশ্তাদের বাণী শুনিয়েছেন।

টীকা-৯০. যখন ফিরিশ্তাগণ এটা বললেন, তখন হযরত মার্য়াম (আলায়হাস্ সালাম) এতো দীর্ঘসময় যাবৎ দণ্ডায়মান রইলেন যে, তাঁর বরকতময় কদমযুগল ফুলে গিয়েছিলো। এমনকি পা দু'টি ফেটে রক্ত প্রবাহিত হয়েছিলো।

টীকা-৯১. এ আয়াত থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ তা'আলা আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেছেন।

টীকা-৯২. এতদ্সত্ত্বেও এসব ঘটনা সম্পর্কে তাঁর সংবাদ দেয়া এ কথারই অকাট্য প্রমাণ যে, তাঁকে অদৃশ্যের জ্ঞান দান করা হয়েছে।

www.sunnibarta.com

টীকা-৯৩. অর্থাৎ একটা সন্তানের,

টীকা-৯৪. আভিজাত্য ও মর্যাদা সম্পন্ন

টীকা-৯৫. আল্লাহ্‌র দরবারে।

টীকা-৯৬. কথা বলার বয়সের পূর্বে।

টীকা-৯৭. আসমান থেকে অবতরণের পর। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। যেমন-হাদীস শরীফসমূহে বর্ণিত হয়েছে এবং দাজ্জালকে হত্যা করবেন।

টীকা-৯৮. এবং নিয়ম হচ্ছে যে, সন্তান স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে। কাজেই, আমাকে সন্তান কিভাবে দান করা হবে? বিবাহের মাধ্যমে, না এভাবে পুরুষ ছাড়াই?

টীকা-৯৯. যা আমার নবূয়তের দাবীর সত্যতার প্রমাণ।

টীকা-১০০. যখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম) নবূয়তের দাবী করলেন এবং মু'জিযাদি দেখালেন, তখন লোকেরা দরখাস্ত করলো, "আপনি একটা বাদুড় তৈরী করুন!" তিনি মাটি দিয়ে বাদুড়ের আকৃতি গঠন করলেন অতঃপর সেটার মধ্যে ফুঁক দিলেন। তখনই সেটা উড়তে আরম্ভ করলো।

বাদুড়ের বিশেষত্ব হচ্ছে- সেটা উড়তে পারে এমন সব পাখীর মধ্যে পূর্ণতম ও আশ্চর্যতম। আর খোদার কুদ্‌রতের উপর অন্যান্যগুলোর তুলনায় অধিকতর প্রমাণবহ। কেননা, তা পাখা ছাড়াই উড়ে এবং সেটার দাঁত আছে, হাসে। আর সেগুলোর মধ্যে স্ত্রী জাতির বক্ষস্থলে স্তন আছে এবং সন্তান প্রসব করে। অথচ উড়তে পারে এমন অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য নেই।

টীকা-১০১. যার গায়ের সাদা দাগ (কুষ্ঠরোগ) ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করতে অক্ষম হয়ে গেছেন। যেহেতু হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের যমানায় চিকিৎসা-শাস্ত্র উন্নতির চরম শিখরে ছিলো এবং এর বিশেষজ্ঞগণ চিকিৎসা বিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এজন্য তাদেরকে এ ধরণের মু'জিযা দেখানো হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, চিকিৎসা শাস্ত্রের নিয়মে যার চিকিৎসা করা সম্ভবপর নয় তাকে নিরাময় করা নিঃসন্দেহে মু'জিযা এবং নবীর নবূয়তের সত্যতার প্রমাণ।

৪৫. এবং স্মরণ করুন! যখন ফিরিশতারা মারয়ামকে বললো, 'হে মারয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর নিকট থেকে একটা কলেমার (৯৩), যার নাম হচ্ছে মসীহ ঈসা, মারয়ামের পুত্র, মর্যাদাবান হবে (৯৪) দুনিয়া ও আখিরাতে এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত (৯৫)।

৪৬. এবং মানুষের সাথে কথা বলবে লালন-পালনের বয়সে (দোলনায় থাকাবস্থায়) (৯৬) ও পরিপক্ক বয়সে (৯৭) এবং খাস বান্দাদের অন্যতম হবে।'

৪৭. বললো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সন্তান কোথেকে হবে? আমাকে তো কোন পুরুষ স্পর্শ করেনি (৯৮)।' এরশাদ করলেন, 'আল্লাহ্ এভাবেই সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। যখন কোন কাজের হুকুম করেন তখন তাকে এটাই বলে থাকেন, 'হয়ে যাও!' সেটা তৎক্ষণাৎ হয়ে যায়।'

৪৮. 'এবং আল্লাহ্ তাকে শিক্ষা দেবেন কিতাব, হিকমত, তাওরীত এবং ইঞ্জীল।

৪৯. আর রসূল হবে বনী ইস্রাঈলের প্রতি, এ কথার ঘোষণা দিয়ে যে, 'আমি তোমাদের নিকট একটা নিদর্শন নিয়ে এসেছি (৯৯) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে, আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখী সদৃশ আকৃতি গঠন করে থাকি, অতঃপর সেটার মধ্যে ফুৎকার করি। তখন সেটা তৎক্ষণাৎ ...খী হয়ে যায় আল্লাহ্‌র নির্দেশে (১০০) এবং আমি নিরাময় করি জন্মান্ধ ও সাদা দাগসম্পন্ন (কুষ্ঠ রোগী)-কে (১০১) আর আমি মৃতকে জীবিত করি আল্লাহ্‌র নির্দেশে (১০২);

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ
اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ۖ اسْمُهُ
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ
الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا
وَّمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿٤٦﴾
قَالَتْ رَبِّ أَنّٰى يَكُونُ لِي وَلَدٌ
وَّلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذٰلِكِ
اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ إِذَا قَضٰٓى
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ
وَالْإِنجِيلَ ﴿٤٨﴾
وَرَسُولًا إِلٰى بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ۙ أَنِّي
قَدْ جِئْتُكُم بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ
أَنِّيٓ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ
كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ
طَيْرًا بِإِذْنِ اللّٰهِ ۖ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ
وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتٰى بِإِذْنِ
اللّٰهِ ۖ

ওহাবের অভিমত হচ্ছে, অধিকাংশ সময় হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের নিকট একেক দিনে পঞ্চাশ হাজার করে রোগীর সমাবেশ হয়ে যেতো। তাদের মধ্যে যারা চলাফেরা করতে সক্ষম ছিলো তারা তাঁর দরবারে হাযির হয়ে যেতো। আর যাদের মধ্যে চলার শক্তি ছিলোনা তাদের নিকট হযরত নিজেই তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং দো'আ করে তাদেরকে সুস্থ করতেন আর স্বীয় রিসালতের উপর ঈমান আনার শর্তারোপ করতেন।

টীকা-১০২. হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা) বলেছেন, "হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম চার ব্যক্তিকে জীবিত

www.sunnibarta.com

করেছিলেন–

এক) 'আযর', যার অন্তরে তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠা ছিলো। যখন তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো তখন তার বোন তাঁকে (হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম) খবর দিলো। কিন্তু সে তাঁর নিকট থেকে তিন দিনের দূরত্বে ছিলো। যখন তিনি তিন দিনে সেখানে পৌঁছলেন, তখন জানতে পারলেন যে, তার মৃত্যুর পর তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। তিনি (আঃ) তার বোনকে বললেন, "আমাকে তার কবরের পাশে নিয়ে চলো।" সে নিয়ে গেলো। তিনি (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করলেন। আযর আল্লাহর নির্দেশে জীবিত হয়ে কবর থেকে বেরিয়ে এলো এবং দীর্ঘকাল যাবৎ জীবিত রইলো। তার সন্তান-সন্ততি জন্মলাভ করেছিলো।

দুই) এক বৃদ্ধার পুত্র; যার লাশ হযরতের সম্মুখ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। তিনি তার জন্য দো'আ করলেন। সে জীবিত হয়ে লাশ বাহকদের কাঁধের উপর থেকে নীচে নেমে পড়লো। কাপড়-চোপড় পরে ঘরে আসলো, জীবন যাপন করতে লাগলো। সন্তান-সন্ততি হলো।

তিন) জনৈক আশেরের কন্যা, যে-সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেছিলো। আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর দো'আয় তাকে জীবিত করলেন।

চার) সাম ইবনে নূহ; যাঁর ওফাতের পর কয়েক হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছিলো। লোকেরা আগ্রহ প্রকাশ করলো যেন তিনি তাঁকে জীবিত করেন। তিনি তাদের চিহ্ন প্রদর্শন ক্রমে, তাঁর কবরের নিকট পৌঁছলেন এবং আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করলেন। সাম শুনতে পেয়েছিলেন যে, কোন আহ্বানকারী বলছিলো, " اَجِبْ رُوحَ اللّٰهِ " অর্থাৎ রুহুল্লাহ (হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম)-এর আহ্বানে সাড়া দাও।" এটা শুনে তিনি (সাম) আতঙ্কিত ও ভীত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ধারণা হলো যেন ক্বিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে। এ ভয়ে তাঁর মাথার অর্দ্ধেক চুল সাদা হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর তিনি হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামের উপর ঈমান আনলেন এবং তিনি হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামের দরবারে দরখাস্ত করলেন যেন দ্বিতীয়বার তাঁকে 'সাক্রাতুল মাউত' (মৃত্যু-যন্ত্রণা) সহ্য করতে না হয়; (বরং) তা ছাড়াই পুনরায় মৃত্যু প্রদান করা হয়। সুতরাং তখনই তাঁর ইন্তিকাল হয়ে যায়।

আর بِاِذْنِ اللّٰهِ (আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে) এরশাদ করার মধ্যে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা হযরত মসীহ (আলায়হিস্ সালাম)কে 'ইলাহ্' (উপাস্য) বলে দাবী করতো।

এবং তোমাদেরকে বলে দিই, যা তোমরা আহার করো আর যা নিজ নিজ ঘরে জমা করে রাখো (১০৩)। নিশ্চয়ই এসব কথার মধ্যে তোমাদের জন্য মহান নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা ঈমান রাখো।

৫০. এবং সত্যায়নকারীরূপে এসেছি আমার পূর্বেকার কিতাব তাওরীতের, আর এ জন্য যে, হালাল করবো তোমাদের জন্য এমন কিছু বস্তুকে যেগুলো তোমাদের উপর হারাম ছিলো (১০৪) এবং আমি তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার হুকুম মান্য করো!

وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا
تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ
فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ۝

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرٰىةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ
رَّبِّكُمْ ۫ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۝

টীকা-১০৩. যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত তাস্লীমাত রোগগ্রস্তদেরকে সুস্থ করলেন এবং মৃতদের জীবিত করলেন; তখন কেউ কেউ বললো, "এটাতো যাদু! অন্য কোন মু'জিযা দেখান!" তখন তিনি বললেন, "যা তোমরা আহার করো এবং যা তোমরা জমা করে রাখো আমি তোমাদেরকে সেগুলোর খবর দিয়ে থাকি।" এ থেকে বুঝা যায় যে, অদৃশ্যের জ্ঞানসমূহ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর মু'জিযাই। আর হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর মাধ্যমে এ মু'জিযাও প্রকাশ পেলো যে, তিনি মানুষকে বলে দিতেন যা সে পূর্বদিন খেয়েছিলো এবং যা আজ খাবে। আর আগামী দিনের জন্য যা তৈরী করে রেখেছে। তাঁর নিকট অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একত্রিত হতো। তিনি তাদেরকে বলে দিতেন, "তোমাদের ঘরে অমুক খাদ্য তৈরী হয়েছে। তোমাদের ঘরের লোকেরা অমুক খাদ্য খেয়েছে। অমুক জিনিষ তোমাদের জন্য উঠিয়ে রেখেছে।"

ছেলেমেয়েরা ঘরে যেতো, কান্না করতো। ঘরের কর্তাদের নিকট ঐসব বস্তু চাইতো। তারাও তা দিতো। আর তাদেরকে বলতো, "তোমাদেরকে কে বলেছে?" ছেলেমেয়েরা বলতো, "হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম বলেছেন।" অতঃপর লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদেরকে তাঁর নিকট আসতে বাধা দিলো। আর বললো, "তিনি একজন যাদুকর, তাঁর নিকট বসবেনা।" তারা একটা ঘরে সব ছেলেমেয়েকে একত্রিত করে আটকে রেখে দিলো। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ছেলেমেয়েদেরকে তালাশ করার জন্য তাশরীফ আনলেন। তখন লোকেরা বললো, "তারা এখানে নেই।" তিনি (আঃ) বললেন, "তবে এ ঘরের মধ্যে কে আছে?" তারা বললো, "কতগুলো শূয়র।" তিনি এরশাদ করলেন, "এমনই হবে।" অতঃপর যখনই দরজা খুললো, দেখলো সবই শূয়র হয়ে গেছে।

মোটকথা, অদৃশ্যের সংবাদ দেয়া নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর মু'জিযা এবং নবীগণের মাধ্যম ব্যতীত কোন মানুষ অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হতে পারেনা।

টীকা-১০৪. যেগুলো হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের শরীয়তে হারাম ছিলো। যেমন, উটের মাংস, মাছ এবং কিছু সংখ্যক পাখী।

www.sunnibarta.com

টীকা-১০৫. এটা হচ্ছে খোদ্ বান্দা হবার স্বীকারোক্তি এবং রব হবার অস্বীকৃতি। এ'তে খৃষ্টানদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে।

টীকা-১০৬. অর্থাৎ যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দেখলেন যে, ইহুদীরা তাদের কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁকে শহীদ করার ইচ্ছা রাখছে এবং এতগুলো প্রকাশ্য নিদর্শন ও মু'জিযা দ্বারাও প্রভাবিত হয়নি। আর এর কারণ এ ছিলো যে, তারা চিনতে পেরেছিলো- তিনি সেই মসীহ, যাঁর সম্পর্কে তাওরীতে সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং তিনি তাদের দ্বীনকে রহিত করবেন। অতঃপর যখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম (নবী হিসেবে) দ্বীনের প্রতি আহ্বান করলেন, তখন এটা তাদের নিকট অসহনীয় হয়ে পড়েছিলো এবং তারা তাঁকে কষ্ট দেয়ার ও শহীদ করার জন্য উদ্যত হলো আর তাঁর সাথে তারা কুফর করলো।

টীকা-১০৭. حَوَارِىْ (সাহায্যকারীরা) হলেন- ঐসব নিষ্ঠাবান শিষ্য, যাঁরা হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-এর দ্বীনের সাহায্যকারী ছিলেন এবং তাঁর উপর সর্বাগ্রে ঈমান এনেছিলেন। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বারোজন।

إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۗ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾

৫১. নিশ্চয় আমার ও তোমাদের সবার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ্। সুতরাং তাঁরই ইবাদত করো (১০৫)। এটাই হচ্ছে সোজা পথ।'

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾

৫২. অতঃপর যখন ঈসা তাদের মধ্যে 'কুফর পেলো (১০৬) তখন বললো, 'কারা আমার সাহায্যকারী আল্লাহ্‌র প্রতি?' সাহায্যকারীরা (হাওয়ারী) বললো (১০৭), 'আমরা খোদার দ্বীনের সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলমান (১০৮)।

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

৫৩. হে প্রতিপালক আমাদের! আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি, যা তুমি অবতারণ করেছো এবং রসূলের অনুসারী হয়েছি। সুতরাং আমাদেরকে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করো।'

তিন চতুর্থাংশ

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿٥٤﴾

৫৪. এবং কাফিররা প্রতারণা করেছে (১০৯) আর আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করার গোপন কৌশল অবলম্বন করেছেন এবং আল্লাহ্ সর্বাপেক্ষা উত্তম গোপন তদ্‌বীরকারী (১১০)।

রুকূ'- ছয়

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

৫৫. স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্ বলেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে পরিপূর্ণ বয়সে পৌঁছাবো (১১১), আমার প্রতি তোমাকে উঠিয়ে নেবো (১১২),

মানযিল - ১

টীকা-১০৮. **মাস্‌আলাঃ** এ আয়াত থেকে ঈমান ও ইসলাম এক হবার উপর দলীল গ্রহণ করা যায়। আর এটাও জানা যায় যে, পূর্ববর্তী নবীগণের দ্বীনও ছিলো 'ইসলাম'; না 'ইহুদিয়াত', না 'নাস্‌রানিয়াত'।

টীকা-১০৯. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলের কাফিরগণ হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম)-এর সাথে এ প্রতারণা করেছিলো যে, তারা প্রতারণার মাধ্যমে তাঁকে শহীদ করার ব্যবস্থা করেছিলো এবং নিজেদের একজন লোককে এ অপকর্মের জন্য নিয়োগ করলো।

টীকা-১১০. আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতারণার এ বদলা দিয়েছিলেন যে, হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে আসমানের উপর উঠিয়ে নিলেন আর হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম)-এর আকৃতি সেই ব্যক্তিকে প্রদান করলেন, যে তাঁকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছিলো। সুতরাং ইহুদীগণ তাকে হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) মনে করে হত্যা করে ফেললো।

মাস্‌আলাঃ 'مكـر' শব্দটা আরবী অভিধানে গোপনীয়তার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ জন্য গোপন তদবীরকেও 'مكر' বলা হয়। আর সেই তদবীর যদি সদুদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে তা প্রশংসনীয় এবং কোন মন্দ উদ্দেশ্যে হলে নিন্দনীয় হয়। কিন্তু উর্দু ভাষায় এ শব্দটা (مكـر) فـريـب বা ধোকা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে কখনো এটা আল্লাহ্‌র শানে বলা যাবে না এবং এখন যেহেতু আরবী ভাষায়ও خدع বা প্রতারণা অর্থে প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে সেহেতু আরবীতেও আল্লাহ্‌র শানে এটার ব্যবহার জায়েয নেই। আয়াতে যেখানেই এটার ব্যবহার এসেছে সেখানেই সেটার অর্থ হবে 'গোপন কৌশল অবলম্বন করা'।

টীকা-১১১. অর্থাৎ কাফিরগণ তোমাকে হত্যা (শহীদ) করতে পারবে না। (মাদারিক ইত্যাদি)

টীকা-১১২. আস্‌মানের উপর সম্মানিত জায়গায় এবং ফিরিশ্‌তাদের অবস্থান স্থলে, মৃত্যু ব্যতিরেকেই। হাদীস শরীফে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "(হযরত) ঈসা (আলায়হিস্ সালাম) আমার উম্মতের মধ্যে 'খলীফা' (আমার প্রতিনিধি) হয়ে অবতরণ করবেন, ক্রুশ ভাঙ্গবেন, শূয়রদের হত্যা করবেন, চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, বিবাহ করবেন, সন্তান-সন্তুতি হবে। অতঃপর তাঁর ওফাত হবে। সেই উম্মত কিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যাদের প্রথমে আমি রয়েছি, শেষ ভাগে (হযরত) ঈসা এবং মধ্যভাগে আমারই বংশধরদের (আহ্‌লে বায়ত) মধ্য থেকে মাহ্‌দী

রয়েছে।" মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম দামেস্কের 'পূর্ব মিনারার' (منارۂ شرقی دمشق) উপর অবতরণ করবেন। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর হুজ্‌রা মুবারকেই তাঁকে দাফন করা হবে।

টীকা-১১৩. অর্থাৎ মুসলমানদেরকে, যাঁরা তোমার নবূয়তের সত্যায়নকারী।

তোমাকে কাফিরদের থেকে পবিত্র করে দেবো এবং তোমার অনুসারীদেরকে (১১৩) ক্বিয়ামত পর্যন্ত তোমার অস্বীকারকারীদের উপর (১১৪) বিজয় দান করবো।' অতঃপর তোমরা সবাই আমার প্রতি ফিরে আসবে। অতঃপর আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবো যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করছো।

৫৬. অতঃপর ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে, আমি তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রদান করবো এবং তাদের কোন সাহায্যকারী হবে না।

৫৭. এবং ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে ও সৎ কাজ করেছে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিদান তাদেরকে পূর্ণমাত্রায় প্রদান করবেন, এবং অত্যাচারীদেরকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।

৫৮. এটা আমি তোমাদের উপর পাঠ করছি- কিছু সংখ্যক আয়াত এবং প্রজ্ঞাময় উপদেশ।

৫৯. ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহ্‌র নিকট আদমের ন্যায় (১১৫)। তাকে মাটি হতে তৈরী করেছেন। অতঃপর বললেন, 'হয়ে যাও।' তৎক্ষণাৎ সে হয়ে যায়।

৬০. হে শ্রোতা! এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। কাজেই, তুমি সংশয়কারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়োনা।

৬১. অতঃপর হে মাহবূব! যে ব্যক্তি আপনার সাথে ঈসা সম্পর্কে বিতর্ক করে এর পরে যে, আপনার নিকট জ্ঞান (ওহী) এসেছে, তবে তাদেরকে বলে দিন, 'এসো, আমরা ডেকে নিই আমাদের পুত্রদেরকে ও তোমরা তোমাদের পুত্রদেরকে এবং আমরা আমাদের নারীদেরকে ও তোমরা তোমাদের নারীদেরকে; আর আমরা আমাদের নিজেদেরকে ও তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে! অতঃপর 'মুবাহালাহ্' করি। ★★ তারপর মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত দিই (১১৬)।'

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٥٥﴾

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۫ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٥٦﴾

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٧﴾

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْاٰيٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ﴿٥٨﴾

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ ۗ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٥٩﴾

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٦٠﴾

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآءَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ۟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿٦١﴾

টীকা-১১৪. যারা হচ্ছে ইহুদী সম্প্রদায়।

টীকা-১১৫. শানে নুযূলঃ নাজরানবাসী খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধিদল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলো এবং তারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে লাগলো, "আপনি কি ধারণা করছেন যে, হযরত ঈসা আল্লাহ্‌র বান্দা?" এরশাদ ফরমালেন, "হাঁ। তিনি তাঁর (আল্লাহ্‌র) বান্দা, তাঁর রসূল এবং তাঁর কলেমা, যা সতী-সাধ্বী, কুমারী রমণী (হযরত মার্‌য়াম আলায়হাস্ সালাম) -এর প্রতি 'ইল্‌ক্বা' করা হয়েছে।" ★

খৃষ্টানরা একথা শুনে খুব ক্ষুব্ধ হলো আর বলতে লাগলো, "হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আপনি কখনো পিতাবিহীন মানুষ দেখেছেন?" এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, "তিনি (আঃ) খোদার পুত্র।" (মা-'আযাল্লাহ্!) এর খণ্ডনে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ কথা বলা হয়েছে যে, হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম শুধু পিতা ছাড়া সৃষ্ট হয়েছেন। আর হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম তো মাতা ও পিতা উভয় ব্যতিরেকেই মাটি থেকে সৃষ্ট হয়েছেন। সুতরাং তাঁকে যখন আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও বান্দা বলে মেনে নিচ্ছো, তখন হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি ও বান্দা বলে মানতে আশ্চর্যের কি আছে?

টীকা-১১৬. যখন রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসী খৃষ্টানদেরকে এ আয়াত শরীফ পাঠ করে শুনালেন এবং 'মুবাহালাহ্'র' দাওয়াত দিলেন, তখন তারা বলতে লাগলো, "আমরা চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করে নিই। আগামীকাল আপনাকে জবাব দেবো।" যখন তারা একত্রিত হলো তখন তারা তাদের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি 'আক্বিব'কে বললো, "হে আবদুল মসীহ্! আপনার অভিমত কি?" সে বললো, "হে খৃষ্টানের দল! তোমরা চিনতে পেরেছো যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-তো অবশ্যই প্রেরিত নবী। যদি তোমরা তাঁর সাথে

★ ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে ফুৎকার করানো হয়েছে।

★★ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে, নিজ নিজ দাবীতে যদি মিথ্যা হয় তবে আল্লাহ্‌র অভিশম্পাত কামনা করি!

www.sunnibarta.com

'মুবাহালাহ্' করো, তবে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন যদি খৃষ্টবাদের উপর টিকে থাকতে চাও তবে তাঁর সাথে 'মুবাহালাহ্' ছাড়ো এবং ঘরে ফিরে চলো।" এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পর তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো। অতঃপর তারা দেখতে পেলো যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর কোলে তো হযরত ইমাম হোসাঈন রয়েছেন, বরকতময় হাতে হযরত ইমাম হাসানের হাত এবং হযরত ফাতেমা ও হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) হুযূরের (দঃ) পেছনে উপবিষ্ট। আর হুযূর (দঃ) তাঁদেরকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন, "যখন আমি দো'আ করবো তখন তোমরা সবাই 'আমীন' বলবে।"

নাজরানের সবচেয়ে বড় আলিম (পাদ্রী) যখন এসব হযরতকে দেখলো, তখন বলতে লাগলো, "হে খৃষ্টান দল! আমি এমন কতগুলো চেহারা প্রত্যক্ষ করছি যে, যদি এসব ব্যক্তিত্ব আল্লাহ্‌র দরবারে পাহাড়কে আপন স্থান থেকে সরানোর জন্য প্রার্থনা করেন, তবে আল্লাহ্ তা'আলা পাহাড়কে আপন জায়গা থেকে সরিয়ে দেবেন। তাঁদের সাথে 'মুবাহালাহ্' করোনা। ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে কোন খৃষ্টান অবশিষ্ট থাকবেনা।" একথা শুনে খৃষ্টানরা হুযূর (দঃ)-এর খিদমতে আরয করলো, "মুবাহালায়তো আমাদের কারো সম্মতি নেই।"

শেষ পর্যন্ত 'জিয্‌য়া' দিতে রাজী হলো; কিন্তু 'মুবাহালা'র জন্য প্রস্তুত হলোনা। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, নাজরানবাসীদের উপর আযাব নিকটস্থ হয়ে এসেছিলো। যদি তারা 'মুবাহালাহ্' করতো তবে তারা বানর ও শূয়রের আকৃতিতে বিকৃত হয়ে যেতো এবং জঙ্গল আগুনে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতো। আর নাজরান ও সেখানে বসবাসকারী পাখী পর্যন্ত নীস্ত-নাবুদ হয়ে যেতো এবং মাত্র এক বছরের মধ্যে সমস্ত খৃষ্টান ধ্বংস হয়ে যেতো।"

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾

৬২. এটাই নিঃসন্দেহে সত্য বর্ণনা (১১৭) এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই (১১৮)। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾

৬৩. অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে আল্লাহ্ ফ্যাসাদকারীদের সম্পর্কে জানেন।

রুকূ' - সাত

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

৬৪. (হে হাবীব!) আপনি বলুন! 'হে কিতাবীরা। এমন কলেমার প্রতি এসো, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই (১১৯)। (তা) এই যে, আমরা যেন ইবাদত না করি কিন্তু আল্লাহ্‌রই এবং কাউকেও তাঁর শরীক না করি (১২০) ও আমাদের মধ্যে কেউ অপরকে প্রতিপালকও না বানিয়ে নিই, আল্লাহ্ ব্যতীত (১২১)।' অতঃপর যদি তারা না মানে, তবে বলে দিন, 'তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমরা মুসলমান।'

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٥﴾

৬৫. হে কিতাবীরা! ইব্রাহীম সম্পর্কে কেন ঝগড়া করছো? তাওরীত ও ইঞ্জীলতো অবতীর্ণ হয়নি, কিন্তু তাঁর পরে। সুতরাং তোমাদের কি বিবেক নেই (১২২)?

টীকা-১১৭. অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসূল। তাঁর অবস্থা সেটাই, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১১৮. এর মধ্যে খৃষ্টানদের প্রতিও খণ্ডন রয়েছে এবং সমস্ত মুশ্‌রিকদের প্রতিও।

টীকা-১১৯. এবং ক্বোরআন, তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ নেই।

টীকা-১২০. না হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাম)-কে, না হযরত ওযায়র (আলায়হিস্ সালাম)-কে, না অন্য কাউকে।

টীকা-১২১. যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা 'আহ্‌বার' (ইহুদী-ওলামা) ও 'রোহ্‌বান' (খৃষ্টান ধর্ম-যাজকবৃন্দ)-কে বানিয়ে-ছিলো। তারা তাদেরকে সাজদা করতো এবং তাদের উপাসনা করতো। (জুমাল)

টীকা-১২২. শানে নুযূলঃ নাজরানের খৃষ্টানরা এবং ইহুদীদের 'আহ্‌বার' (আলিমগণ)-এর মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিলো।

ইহুদীদের দাবী ছিলো যে, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) 'ইহুদী' ছিলেন। আর খৃষ্টানদের দাবী ছিলো যে, তিনি 'খৃষ্টান' ছিলেন। এ বিতর্ক প্রকট আকার ধারণ করে। তখন উভয় সম্প্রদায় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'ফয়সালাকারী' হিসেবে মেনে নিলো এবং হুযূরের দরবারে ফয়সালা প্রার্থনা করলো। এরই প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আর তাওরীত ও ইঞ্জীলের আলিমদের নিকট তাদের পূর্ণ অজ্ঞতারই কথা প্রকাশ করে দেয়া হয় যে, তাদের মধ্যেকার প্রত্যেকের দাবী তাদের পূর্ণ অজ্ঞতারই প্রমাণ। 'ইহুদীয়াত' ও 'নাস্‌রানীয়াত' (ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ) 'তাওরীত' ও 'ইঞ্জীল' অবতরণের পরই সৃষ্টি হয়েছে। আর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের যমানা, যাঁর উপর 'তাওরীত' নাযিল হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের শত শত বছর পরের এবং হযরত ঈসা (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম), যাঁর উপর 'ইঞ্জীল' নাযিল হয়েছে, তাঁর যমানা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের প্রায় দু'হাজার বছর পরের ছিলো।

'তাওরীত' ও 'ইঞ্জীল' কোনটার মধ্যে তাঁকে (হযরত ইব্রাহীম) ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বলে উল্লেখ করা হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে এ দাবী অজ্ঞতা ও বোকামীর চূড়ান্ত পরিচায়ক।

www.sunnibarta.com

টীকা-১২৩. হে কিতাবীগণ, তোমরা-

টীকা-১২৪. এবং তোমাদের কিতাবাদিতে এর খবর দেয়া হয়েছিলো; অর্থাৎ শেষ যমানার নবী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাব এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলীর। যখন এসব কিছু জেনে চিনেও তোমরা হুযূর (দঃ)-এর উপর ঈমান আনোনি এবং তোমরা এ বিষয়ে ঝগড়া করেছো।

টীকা-১২৫. অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে ইহুদী কিংবা খৃষ্টান বলে।

টীকা-১২৬. প্রকৃত অবস্থা এই যে,

هَٰٓأَنتُمْ هَٰٓؤُلَآءِ حَٰجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَآجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِۦ عِلْمٌ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

৬৬. শুন্ছো, এ যে তোমরা (১২৩)! সেই বিষয়ে ঝগড়া করেছো, যার সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান ছিলো (১২৪)। সুতরাং সে বিষয়ে (১২৫) কেন ঝগড়া করছো, যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞানই নেই? এবং আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জানোনা (১২৬)।

مَا كَانَ إِبْرَٰهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦٧﴾

৬৭. ইব্রাহীম না ইহুদী ছিলেন, এবং না খৃষ্টান; বরং প্রত্যেক বাতিল থেকে আলাদা, মুসলমান ছিলেন এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না (১২৭)।

إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٨﴾

৬৮. নিশ্চয় সমস্ত লোকের মধ্যে ইব্রাহীমের অধিকতর হক্দার তারাই ছিলো, যারা তাঁর অনুসারী হয়েছিলো (১২৮) এবং এ নবী (১২৯) ও ঈমানদাররা (১৩০)। আর ঈমানদারদের অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ্।

وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

৬৯. কিতাবীদের একটা দল আন্তরিকভাবে এ কামনা করে যে, যে কোন প্রকারে তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। এবং তারা নিজেরাই নিজেদেরকে পথভ্রষ্ট করে এবং তাদের অনুভূতি নেই (১৩১)।

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٠﴾

৭০. হে কিতাবীরা! আল্লাহ্র আয়াতসমূহের সাথে কেন কুফর করছো; অথচ তোমরা নিজেরাই হলে সাক্ষী (১৩২)?

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَٰطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧١﴾

৭১. হে কিতাবীরা! সত্যের সাথে বাতিলকে কেন মিশ্রিত করছো (১৩৩) এবং সত্যকে কেন গোপন করছো; অথচ তোমাদের জানা আছে?

রুকূ' - আট

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ ءَامِنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓا۟ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٢﴾

৭২. এবং কিতাবীদের একটা দল বললো (১৩৪), 'যা ঈমানদারদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে (১৩৫), সকালে সেটার উপর ঈমান আনো এবং সন্ধ্যায় অস্বীকারকারী হয়ে যাও। হয়ত তারা ফিরে যাবে (১৩৬)।

টীকা-১২৭. কাজেই, না কোন ইহুদী কিংবা খৃষ্টানের পক্ষে নিজেদেরকে ধর্মের দিক দিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস সালাম)-এর প্রতি সম্পর্কিত করা সহীহ হতে পারে, না কোন মুশরিক (অংশীবাদী)-এর পক্ষে। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন যে, এ'তে ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, তারা মুশ্রিক (অংশীবাদী)।

টীকা-১২৮. এবং তাঁর নবূয়তের যুগে তাঁর উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর শরীয়ত অনুসারে কাজ করতে থাকে।

টীকা-১২৯. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-১৩০. এবং তাঁর উম্মতগণ।

টীকা-১৩১. **শানে নুযূলঃ** এ আয়াত হযরত মু'আয ইব্নে জবল, হযরত হুযায়ফাহ্ ইব্নে ইয়ামান এবং হযরত আম্মার ইব্নে ইয়াসির (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুম) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যাঁদেরকে ইহুদীরা তাদের ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করতো এবং ইহুদীবাদের প্রতি আহ্বান করতো। এ'তে বলা হয়েছে যে, এটা তাদের অরণ্যে রোদন মাত্র। তারা তাঁদেরকে বিপথগামী করতে পারবে না।

টীকা-১৩২. এবং তোমাদের কিতাবাদিতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা ও গুণের কথা মওজুদ রয়েছে। আর তোমরা জানো যে, তিনি সত্য নবী এবং তাঁর দ্বীনও সত্য দ্বীন।

টীকা-১৩৩. তোমাদের কিতাবাদিতে বিকৃতি ও পরিবর্তন করে

টীকা-১৩৪. এবং তারা পরস্পর পরামর্শ করে এ চক্রান্ত করেছে-

টীকা-১৩৫. অর্থাৎ ক্বোরআন শরীফ।

টীকা-১৩৬. **শানে নুযূলঃ** ইহুদীরা ইসলামের বিরোধিতায় রাত দিন নূতন নূতন চক্রান্ত করতো। খায়বারবাসী বারোজন ইহুদী আলিম পরস্পর পরামর্শ করে একবার চক্রান্ত করলো যে, তাদের একটা দল সকালে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং সন্ধ্যায় ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে আর লোকজনকে বলবে, "আমরা আমাদের কিতাবাদিতে যা দেখেছি তা থেকে প্রমাণিত হলো যে, মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সেই প্রতিশ্রুত নবী নন, যাঁর সম্পর্কে

www.sunnibarta.com

আমাদের কিতাবগুলোতে সংবাদ দেয়া হয়েছে; যাতে এ ধরনের ধর্মান্তরের ফলে মুসলমানদের মাঝে তাদের দ্বীন সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।" কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে তাদের এ গোপন চক্রান্ত ফাঁস করে দিলেন এবং তাদের এ চক্রান্ত ফলপ্রসূ হয়নি। আর মুসলমানরা পূর্ব থেকেই সতর্ক হয়ে গেলেন।

টীকা-১৩৭. এবং এতদ্ব্যতীত যা রয়েছে সবই বাতিল ও ভ্রষ্টতা।

টীকা-১৩৮. দ্বীন ও হিদায়ত, কিতাব ও হিকমত এবং আভিজাত্য ও মর্যাদা।

টীকা-১৩৯. রোজ-ক্বিয়ামত।

টীকা-১৪০. অর্থাৎ নবূয়ত ও রিসালত।

টীকা-১৪১. মাস্আলাঃ এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, নবূয়ত যিনিই পান, আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমেই পান। এ'তে যোগ্যতার কোন দখল নেই। (খাযিন)

টীকা-১৪২. শানে নুযূলঃ এ আয়াত কিতাবীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এর মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে দু'ধরনের লোক রয়েছেঃ ১) আমানতদার ও ২) খিয়ানতকারী। কেউ কেউ তো এমন রয়েছে যে, বিপুল সম্পদ তাদের নিকট আমানত রাখা হলেও তারা কোন প্রকার কমবেশী না করেই সময় মতো ফেরত দিয়ে থাকেন। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু); যাঁর নিকট একজন কোরাঈশী বারশ 'আউক্বিয়া ★★ স্বর্ণ আমানত রেখেছিলো। তিনি তাকে অনুরূপই ফেরৎ দিয়েছিলেন। (পক্ষান্তরে,) কোন কোন কিতাবী এমনই অবিশ্বস্ত যে, অতি অল্পেও তাদের উদ্দেশ্য বিগড়ে যায়। যেমন- ফিন্হাস ইবনে আযূরা। তার নিকট কোন এক ব্যক্তি একটা মাত্র স্বর্ণমুদ্রা আমানত রেখেছিলো। আমানতকারী ফেরত চাইতেই সে অস্বীকার করে বসলো।

টীকা-১৪৩. এবং যখনই আমানতদাতা তার নিকট থেকে চলে যায়, তখনই সে সেই আমানতের মাল আত্মসাৎ করে বসে।

৭৩. এবং বিশ্বাস করোনা, কিন্তু তাকে, যে তোমাদের ধর্মের অনুসারী হবে।' (হে হাবীব!) আপনি বলুন, 'আল্লাহ্র হিদায়তই হিদায়ত (১৩৭)।' (বিশ্বাস কিছুতেই করোনা) এতে যে, কাউকে প্রদান করা হবে (১৩৮) যেমন তোমাদেরকে প্রদান করা হয়েছে ★ কিংবা কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাতে পারবে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট (১৩৯)।' আপনি বলে দিন, 'অনুগ্রহ তো আল্লাহ্রই হাতে; যাকে চান প্রদান করেন।' আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।

৭৪. স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা (১৪০) খাস করে নেন যাকে ইচ্ছা করেন (১৪১) এবং আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

৭৫. এবং কিতাবীদের মধ্যে কিছু এমন লোক রয়েছে যে, যদি তুমি তার নিকট বিপুল সম্পদ আমানত রাখো, তবে সে তা তোমাকে ফিরিয়ে দেবে (১৪২)। আর তাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও রয়েছে যে, যদি একটা স্বর্ণমুদ্রা তার নিকট আমানত রাখো, তবে সে তাও তোমাকে ফেরৎ দেবেনা কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তার মাথার উপর দণ্ডায়মান থাকো (তার পেছনে লেগে থাকো) (১৪৩)। এটা এজন্য যে, তারা বলে, 'নিরক্ষর লোকদের (১৪৪) মামলায় আমাদের উপর কোন জবাবদিহিতা নেই।' আর তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জেনে বুঝে মিথ্যা রচনা করে (১৪৫)।

৭৬. হাঁ, কেন নয়, যে ব্যক্তি স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে ও খোদাভীরুতা অবলম্বন করেছে এবং নিশ্চয় খোদাভীরুরা আল্লাহ্র পছন্দনীয়।

وَلَا تُؤْمِنُوْٓا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ۙ اَنْ يُّؤْتٰٓى اَحَدٌ مِّثْلَ مَآ اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَآجُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ ؕ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۷۳﴾

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۷۴﴾

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ ۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَاْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌ ۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿۷۵﴾

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۷۶﴾

টীকা-১৪৪. অর্থাৎ কিতাবী নয় এমন লোকদের।

টীকা-১৪৫. যে, তিনি স্বীয় কিতাবসমূহে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পদ আত্মসাৎ করার নির্দেশ দিয়েছেন অথচ তারা ভালভাবেই জানে যে, তাদের কিতাবাদিতে এমন কোন নির্দেশ নেই।

★ স্মর্তব্য যে, নবূয়ত একমাত্র বনী ইস্রাঈলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়া ইহুদীদেরই মনগড়া ধারণা মাত্র। একথা কোন আসমানী কিতাবে বলা হয়নি; বরং ক্বোরআন করীম একথা ঘোষণা করছে যে, নবূয়ত হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর বংশধরদের মধ্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছে- وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মীর্জা কাদিয়ানী নবী হতে পারে না। কেননা, সে হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের বংশধর নয়। (নূরুল ইরফান)

★★ এক 'আউক্বিয়া' = এক তোলা ৭ মাশাহ।

www.sunnibarta.com

টীকা-১৪৬. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদী সম্প্রদায়ের 'আহবার' (আলেমগণ) এবং তাদের নেতৃবর্গ আবূ রাফি', কেনানাহ্ ইবনে আবিল হোক্বায়ক্ব, কা'আব ইব্নে আশ্রাফ এবং হুয়াই ইব্নে আখ্তাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সে-ই অঙ্গীকার গোপন করেছিলো, যা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার সম্পর্কে তাদের নিকট থেকে তাওরীতে গৃহীত হয়েছে। তারা সেটাকে বিকৃত করেছিলো এবং সেটার স্থলে আপন হাতে অন্য কিছু লিখে দিলো। আর মিথ্যা শপথ করে বললো যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। বস্তুতঃ এসব কিছু তারা আপন সম্প্রদায়ের মূর্খ লোকদের নিকট থেকে ঘুষ ও অর্থ-সম্পদ লাভ করার জন্য করেছিলো।

টীকা-১৪৭. মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তিনজন লোক এমন রয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা না তাদের সাথে কথা বললেন, না তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন, না তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত।" এরপর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত শরীফ তিনবার তেলাওয়াত করলেন। বর্ণনাকারী হযরত আবূ যার বললেন, ঐসব লোক ক্ষতি ও লাঞ্ছনার মধ্যে হোক! এয়া রসূলাল্লাহ! ঐসব লোক কারা? হুযূর (দঃ) এরশাদ ফরমালেন, "১) যে ব্যক্তি লুঙ্গি (পরিধেয় পোষাক) পায়ের গোড়ালীর নীচে পর্যন্ত ঝুলায়, ২) যে উপকারের খোঁটা দেয় এবং ৩) আপন ব্যবসার মাল মিথ্যা শপথ করে বাজারে চালায়।"

হযরত আবূ উমামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হক আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ করে, আল্লাহ্ তার উপর বেহেশ্ত হারাম করে দেন এবং দোযখ অবধারিত করে দেন।" সাহাবা কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) আরয করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! যদিও স্বল্প পরিমাণ বস্তু হয় (তবুও)?" এরশাদ করেন, "যদিও বাব্লা গাছের একটা শাখাই হোক না কেন?"

৭৭. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথের পরিবর্তে হীন মূল্য গ্রহণ করে (১৪৬), পরকালে তাদের কোন অংশ নেই এবং আল্লাহ্ না তাদের সাথে কথা বলবেন, না তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন ক্বিয়ামতের দিন এবং না তাদেরকে পবিত্র করবেন। আর তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে (১৪৭)।

৭৮. এবং তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা জিহ্বা ঘুরিয়ে কিতাবের সাথে মিল করে দেয়, যাতে তোমরা বুঝো যে, সেটাও কিতাবের মধ্যে আছে; অথচ সেটা কিতাবের মধ্যে নেই। এবং তারা বলে, 'এটা আল্লাহ্র নিকট থেকে' অথচ সেটা আল্লাহ্র নিকট থেকে নয়। আর আল্লাহ্ সম্পর্কে জেনেশুনে (তারা) মিথ্যা রচনা করে (১৪৮)।

৭৯. কোন মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ্ তাকে কিতাব, হুকুম এবং পয়গাম্বরী প্রদান করবেন (১৪৯); অতঃপর সে মানুষকে বলবে, 'আল্লাহ্কে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও (১৫০)।' হাঁ, এটা বলবে, 'আল্লাহ্ওয়ালা (১৫১) হয়ে যাও!' এ কারণে যে, তোমরা কিতাব শিক্ষাদান করো এবং এ কারণে যে, তোমরা অধ্যয়ন করে থাকো। (১৫২)।

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ
اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا
أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ
وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾
وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ
أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ
الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ۚ وَ
يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ
مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾
مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ
لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ
اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ
تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾

হযরত আবূ যার (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাদীসে আছে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হক আত্মসাতের জন্য মিথ্যা শপথ করে, আল্লাহ্ তার উপর বেহেশ্ত হারাম করে দেন এবং দোযখ অবধারিত করে দেন।" সাহাবা কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) আরয করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! যদিও স্বল্প পরিমাণ বস্তু হয় (তবুও)?" এরশাদ করেন, "যদিও বাব্লা গাছের একটা শাখাই হোক না কেন?"

টীকা-১৪৮. শানে নুযূলঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেছেন যে, এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ, তারা তাওরীত ও ইঞ্জীলকে বিকৃত করেছিলো এবং আল্লাহ্র কিতাবে নিজেদের পক্ষ থেকে যথেচ্ছ সংযোজন করেছিলো।

টীকা-১৪৯. এবং পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ও আমল দান করবেন এবং গুনাহসমূহ থেকে মা'সূম করবেন।

টীকা-১৫০. এটা নবীগণ (আঃ)-এর দ্বারা অসম্ভব এবং তাঁদের প্রতি এ ধরনের এমন সম্বন্ধ রচনা তাঁদের প্রতি অপবাদেরই শামিল।

শানে নুযূলঃ নাজরানবাসী খৃষ্টানগণ বলেছিলো, "আমাদেরকে হযরত ঈসা (আলায়হিস সালাতু ওয়াস সালাম) নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা তাঁকে প্রতিপালক হিসেবে মান্য করি।" এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সে কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। আর এরশাদ করলেন যে, নবীগণের পক্ষে এমন কথা বলা সম্ভবপরই নয়।

এ আয়াতের শানে নুযূল প্রসঙ্গে অন্য একটা অভিমত হচ্ছে আবূ রাফি' ইহুদী এবং সৈয়দ খৃষ্টান সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বললো, "হে মুহাম্মদ (দঃ)! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার ইবাদত করি এবং আপনাকে প্রতিপালক হিসেবে মেনে নিই?" হুযূর (দঃ) এরশাদ করেন, "আল্লাহ্রই আশ্রয় এ থেকে যে, আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদতের হুকুম করবো। না আমাকে আল্লাহ্ এর নির্দেশ দিয়েছেন; না আমাকে এ জন্য প্রেরণ করেছেন।"

টীকা-১৫১. 'রব্বানী' অর্থ ধর্মীয় সূক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন আলিম, আমলকারী আলিম এবং অতীব দ্বীনদার ব্যক্তি

টীকা-১৫২. এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, জ্ঞান ও শিক্ষাদানের ফলশ্রুতি এই হওয়া চাই যে, মানুষ আল্লাহ্ওয়ালা হয়ে যাবে। যার জ্ঞান দ্বারা এ উপকার হয়না তার জ্ঞান নিষ্ফল ও বেকার।

www.sunnibarta.com

৮০. এবং না তোমাদেরকে এ হুকুম দেবে (১৫৩) যে, ফিরিশতাগণ এবং পয়গাম্বরগণকে খোদা সাব্যস্ত করে নাও। তোমাদেরকে কি কুফরের নির্দেশ দেবে এরপর যে, তোমরা মুসলমান হয়ে গেছো (১৫৪)?

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلٰٓئِكَةَ وَالنَّبِيّٖنَ أَرْبَابًا ۭ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾

রুকূ' - নয়

৮১. এবং স্মরণ করুন! যখন আল্লাহ্ নবীগণের নিকট থেকে তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন (১৫৫), 'আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত প্রদান করবো, অতঃপর তাশরীফ আনবেন তোমাদের নিকট রসূল (১৫৬), যিনি তোমাদের কিতাবগুলোর সত্যায়ন করবেন (১৫৭), তখন তোমরা নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং নিশ্চয় নিশ্চয় তাঁকে সাহায্য করবে। এরশাদ করলেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলে?' সবাই আরয করলো, 'আমরা স্বীকার করলাম।' এরশাদ করলেন, 'তবে (তোমরা) একে অপরের উপর সাক্ষী হয়ে যাও এবং আমি নিজেই তোমাদের সাথে সাক্ষীদের মধ্যে রইলাম।'

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ۭ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ إِصْرِيْ ۭ قَالُوْٓا أَقْرَرْنَا ۭ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَأَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾

৮২. সুতরাং যে কেউ এর (১৫৮) পর ফিরে যাবে (১৫৯) তবে সেসব লোক ফাসিক (১৬০)।

فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٨٢﴾

৮৩. তবে কি (তারা) আল্লাহ্র দ্বীন ব্যতীত অন্য দ্বীন চায় (১৬১)? এবং তাঁরই সম্মুখে গর্দান অবনত করেছে যে কেউ আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে (১৬২) স্বেচ্ছায় (১৬৩) ও বাধ্য হয়ে (১৬৪) এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿٨٣﴾

৮৪. এমনই বলো, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং সেটার উপর, যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইস্হাক্ব, য়া'কূব এবং তাঁদের পুত্রগণের উপর; আর যা কিছু অর্জিত হয়েছে মূসা, ঈসা এবং নবীগণের, তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকে। আমরা তাঁদের মধ্যে কারো উপর ঈমানের ক্ষেত্রে তারতম্য করিনা (১৬৫); এবং আমরা তাঁরই সম্মুখে গর্দান অবনত করেছি।'

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلٰٓى إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٨٤﴾

টীকা-১৫৩. আল্লাহ্ তা'আলা কিংবা তাঁর কোন নবী।

টীকা-১৫৪. এমন কোন মতেই হতে পারে না।

টীকা-১৫৫. হযরত আলী মুরতাদা (রদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু)) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ) এবং তাঁর পরে যাঁকেই নবূয়ত দান করেছেন, তাঁর নিকট থেকে নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর নবীগণ (আঃ) আপনাপন সম্প্রদায় থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যদি তাদের জীবদ্দশায় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন, তবে তাঁর উপর যেন ঈমান আনে এবং তাঁকে যেন সাহায্য করে। এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, হুযূর (দঃ) সমস্ত নবীর (আঃ) মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।

টীকা-১৫৬. অর্থাৎ বিশ্বকুল সরদার মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-১৫৭. এভাবে যে, তাঁর গুণাবলী ও অবস্থাদি তার অনুরূপই হবে যা নবীগণের (আঃ) কিতাবসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে।

টীকা-১৫৮. অর্থাৎ অঙ্গীকারের।

টীকা-১৫৯. এবং আগমনকারী নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

টীকা-১৬০. ঈমান থেকে বহির্ভূত।

টীকা-১৬১. অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর এবং দলীলাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও।

টীকা-১৬২. ফিরিশ্তাগণ, মানবজাতি এবং জিন্কুল।

টীকা-১৬৩. প্রমাণাদির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে এবং ন্যায় অবলম্বন করে। আর এ আনুগত্য তাদেরকে উপকৃত করে এবং কল্যাণ দান করে।

টীকা-১৬৪. কোন ভয়ে কিংবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করার কারণে। যেমন, কাফির মৃত্যুর সময় নৈরাশ্যের মুহূর্তে ঈমান আনে। এ ঈমান ক্বিয়ামতে তার উপকারে আসবেনা।

টীকা-১৬৫. যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা করেছে যে, কারো উপর ঈমান এনেছে, আর কাউকে অস্বীকার করেছে।

www.sunnibarta.com

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫. এবং যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম চাইবে তা তার পক্ষ থেকে কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত।

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْٓا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۚ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬. কিরূপে আল্লাহ্ এমন সম্প্রদায়ের হিদায়ত চাইবেন, যারা ঈমান এনে কাফির হয়ে গেছে (১৬৬) এবং সাক্ষ্য দিয়েছিলো যে, রসূল (১৬৭) সত্য; আর তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি এসেছিলো (১৬৮)? এবং আল্লাহ্ অত্যাচারী-দেরকে হিদায়ত করেন না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿٨٧﴾

৮৭. তাদের কর্মফল হচ্ছে, তাদের উপর লা'নত অবধারিত– আল্লাহ্, ফিরিশ্তা এবং মানবজাতি– সকলের।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴿٨٨﴾

৮৮. সর্বদা তাতে থাকবে; না তাদের উপর থেকে শাস্তি লঘু করা হবে এবং না তাদেরকে বিরাম দেয়া হবে।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٨٩﴾

৮৯. কিন্তু যারা এর পর তাওবা করেছে (১৬৯) এবং নিজেদের সংশোধন করেছে, তবে অবশ্যই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضَّآلُّوْنَ ﴿٩٠﴾

৯০. নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা ঈমান এনে কাফির হয়েছে অতঃপর কুফর আরো বৃদ্ধি করেছে (১৭০) তাদের তাওবা কখনো কবূল হবে না (১৭১) এবং তারাই হচ্ছে পথভ্রষ্ট। ★

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوِ افْتَدٰى بِهٖ ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَّمَا لَهُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٩١﴾ ع ١٢

৯১. ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে এবং কাফির হয়েই মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের মধ্যে কারো পক্ষ থেকে পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণও কখনো কবূল করা হবে না যদিও তারা নিজেদের মুক্তির জন্য প্রদান করে। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। ★★

টীকা-১৬৫. শানে নুযূলঃ হযরত ইব্নে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টানদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ইহুদীরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূয়ত প্রকাশের পূর্বে তাঁর ওসীলা নিয়ে বিভিন্ন দো'আ করতো, তাঁর নবূয়তকে স্বীকার করতো এবং তাঁর শুভাগমনের অপেক্ষা করতো। যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর শুভাগমন ঘটলো তখন বিদ্বেষ বশতঃ তাঁকে অস্বীকার করতে লাগলো এবং কাফির হয়ে গেলো।

অর্থ হলো- 'আল্লাহ্ তা'আলা এমন সম্প্রদায়কে কিভাবে ঈমানের তৌফিক দান করবেন, যারা জেনে শুনে এবং মেনে নেয়ার পর অস্বীকারকারী হয়ে গেছে?'

টীকা-১৬৭. অর্থাৎ নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

টীকা-১৬৮. এবং তারা সুস্পষ্ট মু'জিযাদি দেখেছিলো।

টীকা-১৬৯. এবং কুফর থেকে বিরত হয়েছে।

শানে নুযূলঃ হারিস ইবনে সুয়াইদ আন্সারী কাফিরদের সাথে মিলিত হবার পর লজ্জিত হলেন। তখন তিনি আপন গোত্রীয় লোকদের নিকট সংবাদ পাঠালেন যেন তাঁরা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তাঁর তাওবা কবূল হতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করে নেয়। তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তখন তিনি তাওবাকারী হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় হাযির হলেন এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর তাওবা কবূল করলেন।

টীকা-১৭০. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর ঈমান আনার পর হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ও ইঞ্জীলের সাথে কুফর করেছে। অতঃপর কুফরের মধ্যে আরো অগ্রসর হয়েছে এবং নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও ক্বোরআন করীমের সাথে কুফর করেছে।

অন্য এক অভিমত এই যে, এ আয়াত ইহুদী ও খৃষ্টান উভয়ের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়ত প্রকাশের পূর্বে তো তাদের কিতাবাদিতে তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী দেখে তাঁর উপর ঈমান রাখতো; কিন্তু তাঁর আবির্ভাবের পর কাফির হয়ে গেলো এবং কুফরের মধ্যে আরো কট্টর হয়ে গেলো।

টীকা-১৭১. এমতাবস্থায় কিংবা মৃত্যুর মুহূর্তে অথবা যদি তারা কুফরের উপর মৃত্যুবরণ করে। ★★

★ লক্ষ্যনীয় যে, পূর্ববর্তী আয়াত اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, কাফিরের তাওবা গ্রহণযোগ্য, আর এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তার তাওবা গ্রহণযোগ্য নয় (لن تقبل توبتهم)! এর জবাব হচ্ছে– যেই কাফির তার মুমূর্ষু অবস্থায় 'গারগারাহ' আরম্ভ হবার পূর্বে তাওবা করে ঈমান আনে তার তাওবা বিশুদ্ধ হয় ও মাকবূল হয়। আর যদি এমতাবস্থায় কিংবা কুফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তার তাওবা কবূল হয়না। শেষোক্ত আয়াতে এ শেষোক্ত অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর প্রথমোক্ত আয়াতে প্রথমোক্ত অবস্থার দিকে।

যেমন তাফসীর-ই-জালালাঈন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, لن تقبل توبتهم اذا غرغروا اوماتوا كفارًا অর্থাৎঃ "তাদের (কাফিরগণ) তাওবা

www.sunnibarta.com

(★ পাদটীকার অবশিষ্টাংশ)

কবূল হবে না যখন তাদের মুমূর্ষু অবস্থায় 'গার'গারাহ্' আরম্ভ হয় অথবা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। 'তাফসীরে কবীর'-এ উল্লেখ করা হয়েছে– হযরত হাসান, ক্বাতাদাহ ও আতা বলেছেন, "তাদের তাওবা গ্রহণযোগ্য না হবার কারণ হচ্ছে– তারা তাওবা করে না কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়ে যায়।" যেমন– আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান–وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انى تبت الآن

অর্থাৎঃ "এবং ঐসব লোকের তাওবা নেই (গ্রহণযোগ্য নয়), যারা মন্দ কর্ম (শির্ক ইত্যাদি) করতে থাকে এ পর্যন্ত যে, তাদের কারো নিকট যখন মৃত্যু এসে যায় তখন বলে, আমি এখন তাওবা করলাম।"

অবশ্য, ঈমানদার পাপী মুমূর্ষাবস্থায় তাওবা করলেও তা গ্রহণযোগ্য হয়। (তাফসীর-ই-সাভী।)

এ প্রসঙ্গে আক্বা-ইদ বিষয়ক কিতাবাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে-توبة اليأس مقبولة دون ايمان الكافر অর্থাৎঃ মুমূর্ষু অবস্থায় জীবন থেকে নৈরাশ্য এসে যাবার সময়কার তাওবা গ্রহণযোগ্য,কিন্তু এমতাবস্থায় কাফির ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।"

সুতরাং প্রথমোক্ত আয়াত (ان الذين تابوا) ঐ কাফিরের জন্য প্রযোজ্য, যে মৃত্যু ও 'গারগারাহ্' উপস্থিত হবার পূর্বে তাওবা করেছে। আর শেষোক্ত আয়াত (لن تقبل توبتهم) ঐ কাফিরের বেলায় প্রযোজ্য, যে মৃত্যু (যন্ত্রণা) উপস্থিত হবার সময় তাওবা করেছে। সুতরাং উভয় আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। এ প্রসঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে এরশাদ ফরমায়েছেন– ان الله يقبل التوبة مالم يغرغر অর্থাৎঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাওবা কবূল করেন– যতক্ষণ পর্যন্ত 'গারগারাহ্' (সাক্রাত) শুরু না হয়।" এ থেকেও বুঝা যায় যে, 'গারগারাহ্' আসার পূর্ব পর্যন্ত মু'মিন ও কাফির উভয়ের তাওবা গ্রহণযোগ্য হয়।

'রাদ্দুল মুহ্তার'-এ এ প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভিন্নতা ও তাঁদের অভিমতসমূহ উল্লেখ করার পর 'সারসংক্ষেপ' এটাই বলা হয়েছে যে, জীবন থেকে হতাশা এসে যাবার অবস্থায় ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। এতে সমস্ত ইমামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ঈমানদার পাপীর তাওবার গ্রহণযোগ্যতা আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে– তিনি ইচ্ছা করলে তার ঈমানের ফযীলতের কারণে তা গ্রহণ করেন। তখন তা হবে তাঁর 'মহা অনুগ্রহ'। আর ইচ্ছা করলে গ্রহণ নাও করতে পারেন– কারণ, তাতে বান্দার ত্রুটি, অবহেলা ও বিলম্ব সম্পন্ন হয়েছে। তখন তা হবে আল্লাহ্ তা'আলার 'ন্যায় বিচার'।

আর ' غرغرہ ' (গারগারাহ্) হচ্ছে– মুমূর্ষু ব্যক্তির ঐ অবস্থা, যখন তার কণ্ঠে প্রাণবায়ু এসে পড়ে এবং গলায় শব্দ হতে থাকে। (হাশিয়া-ই-জালালাঈনঃ ৫৬ পৃষ্ঠা।)

<u>তাওবার তাৎপর্যঃ</u> 'তাওবাহ্' (توبہ) মানে 'ফিরে আসা'। গুণাহ্ বা পাপাচার থেকে ফিরে আসাই হচ্ছে বান্দার তাওবা। আর 'তাওবা' ক্রিয়ার সম্বন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি হলে 'তাওবা' অর্থ হয় 'মহান প্রতিপালক শাস্তি প্রদান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন'। যেমন– لقد تاب الله

বান্দার তাওবা করা এক মহা ইবাদত। পবিত্র ক্বোরআনে কয়েক স্থানেই এর নির্দেশ এসেছে। বহু হাদীসও এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। তাওবা হচ্ছে 'বিষ প্রতিষেধক পাথর'; যা গুনাহ্, শির্ক, মোটকথা,প্রত্যেক রূহানী বিষকে দূরীভূত করে। ক্বোরআন করীমে কোথাও আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন– تُوبُوا إِلَى اللهِ (তোমরা আল্লাহ্র দিকে তাওবা বা প্রত্যাবর্তন করো) এবং কখনো এরশাদ করেন– إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا (কিন্তু যারা তাওবা করে)। তাওবা অন্তরের প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা, প্রত্যেক দুঃখ-অনুশোচনার ঔষধ। এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটা উল্লেখ করা হলোঃ–

১) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান– আমি দিনে সত্তর বারেরও অধিক তাওবা করি। (বোখারী, মিশকাত)

২) হুযূর এরশাদ ফরমান– হে লোকেরা! মহান প্রতিপালকের দরবারে তাওবা করো। আমি তো প্রতিদিন শতবার তাওবা করি। (মুসলিম ও মিশকাত)

৩) হুযূর এরশাদ ফরমান– মহামহিম প্রতিপালক এরশাদ ফরমায়েছেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা অহরহ পাপ করছো আর আমি গুণাহ্ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা চাইতে থাকো; আমি ক্ষমা করবো। (মুসলিম ও মিশকাত)

<u>তাওবার প্রকারভেদঃ</u> যেহেতু গুণাহ্ বিভিন্ন প্রকারের হয়; এ কারণে তাওবাও বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের গুণাহ্র তাওবাও ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। যেমন– ১) কুফর, শির্ক, দ্বীন-ভ্রষ্টতা ও আক্বিদা-ভ্রষ্টতা থেকে তাওবা, ২) মন্দ কার্যাদি থেকে তাওবা, ৩) শরীয়তের হক নষ্ট করা থেকে তাওবা, ৪)বান্দার হক নষ্ট করা থেকে তাওবা, ৫) সৎকার্যাদি সম্পন্ন করার মধ্যে অলসতা করা থেকে তাওবা, ৬) ভুল ও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে তাওবা, ৭) শুধু আল্লাহ্রই বান্দা হওয়াকে প্রকাশ করা এবং ৮) বান্দাদের শিক্ষাদানের জন্য তাওবা। এ শেষোক্ত দু'প্রকারের তাওবা নবীগণের (আলায়হিমুস্ সালাম) হয়ে থাকে।

উপরোক্ত তাওবাগুলোর পন্থা যেমন আলাদা আলাদা, সেগুলোর প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং প্রথম প্রকারের তাওবা থেকে ধার্মিকতা ও বিশুদ্ধ আক্বীদা বা ধর্ম বিশ্বাস জন্মে; দ্বিতীয় প্রকারের তাওবা থেকে সৎকর্মসমূহের তৌফিক বা শক্তি পাওয়া যায়, তৃতীয় প্রকারের তাওবা থেকে প্রেরণা ও উদ্যম সৃষ্টি হয়, শেষোক্ত দু'প্রকারের তাওবা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

<u>তাওবার আবার বিভিন্ন স্তর রয়েছেঃ</u> ১) ঐ তাওবা, যা দ্বারা গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়, ২) ঐ তাওবা, যা দ্বারা গুণাহ্ মাফ হয়ে তাওবাকারী 'বেলায়ত' লাভ করে ধন্য হয়।

মোট কথা, তাওবা এবং যিনি তাওবা করান তিনি যেমন, সেটার প্রতিক্রিয়া এবং ফলশ্রুতিও তেমনিই। হুযূর গাউসে আযম ও হযরত রাবে'আ বসরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমার চোর তাঁদের তাওবা করানোর বরকতে একেবারেই ওলী হয়ে গেছেন।

<u>তাওবার শর্তাবলী ও মুস্তাহাবসমূহঃ</u> যেমন নামাযের জন্য কিছু ফরয, কিছু ওয়াজিব, কিছু সুন্নাত ও কিছু মুস্তাহাব রয়েছে– তেমনি তাওবার জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে তাওবা জায়েয হবার। কিছু শর্ত রয়েছে তাওবা কবূল হবার। নামাযের জন্য কিছু মুস্তাহাব সময় আছে, কিছু মাকরূহ সময় রয়েছে তেমনি তাওবার জন্যও কিছু উপযুক্ত সময় আছে।

<u>তাওবার শর্তাবলী হচ্ছেঃ</u> ১) সময়মত তাওবা করা, শির্কের তাওবা হচ্ছে– গারগারাহ্র সময় আসার পূর্ব পর্যন্ত, ২) তাওবা করার সময় গুনাহ্ করার ইচ্ছা না থাকা, ৩) গুনাহ্ থেকে ফিরে আসার পূর্ণ প্রতিজ্ঞা থাকা, ৩) তাওবা করার সময় বিগত গুণাহ্সমূহের জন্য অনুশোচনা থাকা, ৪) তাওবা কবূল হয়েছে মর্মে দৃঢ় ইয়াক্বীন না রেখে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও বদান্যতার আশাবাদী ও প্রার্থী থাকা এবং তাঁর ক্রোধের ভয় রাখা, ৫) গুণাহ্ যেই পর্যায়ের হয়, তাওবাও সেই পর্যায়ের হওয়া; অর্থাৎ প্রকাশ্য গুণাহ্র তাওবাও প্রকাশ্যে হওয়া চাই, গোপন পাপের তাওবাও গোপনে। অবশ্য এ শর্তটা শরীয়তের বিধিবিধান কার্যকর করার জন্য। ৬) সম্ভব হলে বিগত পাপাচারগুলোর বদলা দেবে,যেমন ছেড়ে দেয়া নামায কাযা করবে, অপরিশোধিত কর্জ পরিশোধ করবে, ৭) গুণাহ্র বদলা দেয়া সম্ভব না হলে সেগুলোর কাফ্ফারা দেবে।যেমন– হযরত ওয়াহ্শী কাফির থাকা কালে সৈয়্যদুনা হযরত হাম্যাহ্ রাদিয়াল্লাহু আন্হুকে শহীদ করেছিলেন; অতঃপর মুসলমান হয়ে তিনি ভণ্ডনবী মুসায়লামা কায্যাবকে হত্যা করে তার কাফ্ফারা দিলেন এবং ৮) তাওবা করার মুস্তাহাব সময় হচ্ছে গুণাহ্ করার শক্তি থাকাবস্থায়ই তাওবা করে নেয়া। বাধ্য হয়ে তাওবা করলে তা কবূল হলেও ক্ষমতা থাকাবস্থায় তাওবা করা বহুগুণ বেশী উত্তম। (তাফ্সীর-ই নঈমী)

★★ 'তৃতীয় পারা'সমাপ্ত।

www.sunnibarta.com

চতুর্থ পারা

টীকা-১৭২. بِرٌّ (বির্‌র) দ্বারা তাক্বওয়া (খোদাভীরুতা) ও আনুগত্য (বন্দেগী) বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বলেন, "এখানে 'ব্যয় করা' ব্যাপকার্থক। সব ধরণের সাদ্‌ক্বাহ এ'তে শামিল রয়েছে। অর্থাৎ 'ওয়াজিব সাদ্‌ক্বাহ' হোক কিংবা 'নফল সাদক্বাহ্'- সবই এর অন্তর্ভূক্ত।"

হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অভিমত হচ্ছে- যে সম্পদ মুসলমানদের নিকট প্রিয় হয় এবং তা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে, তা এ আয়াতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে; যদিও একটি খেজুরই হয়। (খাযিন)

হযরত ওমর ইবনে-আবদুল আযীয্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বস্তায় বস্তায় চিনি খরিদ করে সাদক্বাহ করতেন। তাঁকে বলা হলো, "সে গুলোর মূল্য কেন সাদ্‌ক্বাহ্ করেন না?" তিনি বললেন, "চিনি আমার নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয়। আমি চাই আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রিয় বস্তু ব্যয় করতে।" (মাদারিক)

বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, হযরত আবূ তাল্‌হা আনসারী মদীনা শরীফে বড় অর্থশালী লোক ছিলেন। তাঁর নিকট তাঁর সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বায়রাহা' বাগান অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, তখন তিনি রসূলে পাকের দরবারে দণ্ডায়মান হয়ে আরয করলেন, "আমার নিকট আমার সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বায়রাহা' সর্বাধিক প্রিয়। আমি সেটা আল্লাহ্‌র রাহে সাদক্বাহ করছি।" হুযূর এর উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং হযরত আবূ তাল্‌হা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইঙ্গিতে তাঁর নিকটাত্মীয়বৃন্দ ও চাচার বংশধরদের মধ্যে সেটা বন্টন করে দিলেন।

হযরত ওমর ফারূক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে লিখেছিলেন, "আমার জন্য একটি দাসী ক্রয় করে পাঠিয়ে দাও।" যখন সে (দাসী) এসে পৌঁছলো, তাঁর নিকট খুব পছন্দ হলো। তিনি এ আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করে আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) জন্য তাকে আযাদ করে দিলেন।

রুকূ' - দশ

৯২. তোমরা কখনো পূণ্য পর্যন্ত পৌঁছবেনা যতক্ষণ আল্লাহ্‌র পথে আপন প্রিয়বস্তু ব্যয় করবে না (১৭২) এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় করো তা আল্লাহ্‌র জানা আছে।	لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَیْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِیْمٌ ﴿۹۲﴾
৯৩. যাবতীয় খাদ্য বনী ইস্রাঈলের জন্য হালাল ছিলো কিন্তু ঐ খাদ্য যা য়া'কূব নিজের উপর হারাম করে নিয়েছিলো তাওরীত অবতীর্ণ হবার পূর্বে। আপনি বলুন, 'তাওরীত এনে পাঠ করো যদি সত্যবাদী হও (১৭৩)।'	كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِیْلُ عَلٰی نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ؕ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَاۤ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ﴿۹۳﴾
৯৪. সুতরাং এরপর যারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা রটনা করে (১৭৪), তবে তারাই যালিম।	فَمَنِ افْتَرٰی عَلَی اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹۴﴾

টীকা-১৭৩. শানে নুযূলঃ ইহুদীগণ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বললো, "হুযূর, আপনি নিজেকে নিজে ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর দ্বীনের উপর আছেন বলে ধারণা রাখেন; অথচ হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) উটের দুধ ও মাংস আহার করতেন না, কিন্তু আপনি আহার করেন। সুতরাং আপনি ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর দ্বীনের উপর হলেন কী ভাবে?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "এসব বস্তু হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর জন্য হালাল ছিলো।" ইহুদীগণ বলতে লাগলো, "এগুলো হযরত নূহ (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপরও হারাম ছিলো, হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর উপরও হারাম ছিলো এবং আমাদের নিকট পর্যন্ত হারাম রূপেই চলে এসেছে।"

এর জবাবে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করলেন। আর বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের এ দাবী ভুল; বরং এসব বস্তু হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম), হযরত ইসমাঈল, হযরত ইসহাক্ব ও হযরত য়া'কূব (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর উপর হালাল ছিলো। হযরত য়া'কূব (আলায়হিস্ সালাম) কোন কারণে এসব বস্তু নিজের উপর হারাম করেছিলেন। আর এ হারাম হবার বিধান তাঁর বংশধরদের মধ্যেই প্রচলিত থাকে। ইহুদীরা এটা অস্বীকার করলো। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "এ বিষয়ে তাওরীতই বলবে। তোমরা যদি অস্বীকার করো, তবে তাওরীত আনো।" এতে ইহুদীরা অপমানিত ও লজ্জিত হবার আশংকা বোধ করলো। কাজেই, তারা তাওরীত আনতে সাহস করলোনা। (ফলে,) তাদের মিথ্যা প্রকাশিত হলো এবং তাদেরকে লজ্জিত হতে হলো।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ক) এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, পূর্ববর্তী শরীয়তগুলোর মধ্যে বিধানাবলী রহিত হতো। এতে ইহুদীদের খণ্ডন রয়েছে, যারা 'আহকাম' রহিত হওয়ায় বিশ্বাসী ছিলোনা।

খ) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'উম্মী' ছিলেন। এতদসত্ত্বেও ইহুদী সম্প্রদায়কে তাওরীত দ্বারা অভিযুক্ত করা এবং তাওরীতের বিষয়বস্তুগুলো থেকে প্রমাণ পেশ করা তাঁর মু'জিযা ও নবুয়্যতেরই প্রমাণ। আর এর দ্বারা তাঁর খোদা প্রদত্ত ও অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

টীকা-১৭৪. এবং বলে বেড়ায় যে, 'হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম)-এর দ্বীনের মধ্যে উটের মাংস ও দুধ আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন।'

www.sunnibarta.com

টীকা-১৭৫. কারণ, সেটাই হচ্ছে 'ইসলাম' ও 'দ্বীন-ই-মুহাম্মদী' (দঃ)।

টীকা-১৭৬. শানে নুযূলঃ ইহুদীরা মুসলমানদেরকে বলেছিলো, "বায়তুল মুক্বাদ্দাস আমাদের ক্বিবলা, কা'বা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, সেটার চেয়েও পুরানা, নবীগণের হিজরতের স্থান এবং ইবাদতের ক্বিবলা।" মুসলমানরা বললেন, "কা'বা শ্রেষ্ঠতর।" এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং তাতে বলা হয়েছে যে, সর্বপ্রথম স্থান যাকে আল্লাহ্ তা'আলা আনুগত্য ও ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত করেছেন; নামাযের ক্বিবলা এবং হজ্জ্ ও তাওয়াফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন, যার মধ্যে সৎ কার্যাদির সাওয়াব বেশী পরিমাণে অর্জিত হয়, তা হচ্ছে কা'বা মু'আয্যামাই, যা সম্মানিত মক্কা নগরীতেই অবস্থিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কা'বা মু'আয্যামা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের চল্লিশ বছর পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছে।

টীকা-১৭৭. যেগুলো সেটার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। সে সব নিদর্শনের মধ্যে কয়েকটা নিম্নরূপঃ

১) পাখী কা'বা শরীফের উপর বসেনা এবং সেটার উপর দিয়ে উড়ে যায় না, বরং উড়ে নিকটে এসে এদিক-সেদিক সরে পড়ে। আর যে পাখী অসুস্থ হয়ে পড়ে সেটা তার চিকিৎসা এভাবে করে যে, কা'বা শরীফের হাওয়ার মধ্য দিয়ে উড়ে যায়। এর দ্বারা সেগুলোর নিরাময় হয়ে যায়।

২) পশু একে অপরকে হেরমের মধ্যে কষ্ট দেয়না। এমনকি কুকুর এ ভূ-খণ্ডে হরিণের উপর হামলা করেনা এবং সেখানে শিকার করেনা।

৩) মানুষের অন্তর কা'বা মু'আয্যামার প্রতি আকর্ষণ করে এবং সেটার প্রতি দৃষ্টিপাত করতেই চোখ থেকে পানি জারী হয়ে যায়।

৪) প্রত্যেক জুম্'আহ্ রাত্রিতে আউলিয়া কেরামের রূহসমূহ এর চতুর্দিকে হাযির হয়ে যায় এবং

৫) যে কেউ সেই ঘরের অসম্মানের ইচ্ছা করে সে ধ্বংস হয়ে যায়।

তাছাড়া, ঐসব নিদর্শনের মধ্য থেকে 'মক্বামে ইব্রাহীম' ইত্যাদি হচ্ছে এমনসব বস্তু, যেগুলো আয়াতের মধ্যেই বর্ণনা করা হয়েছে। (মাদারিক, খাযিন, আহ্মদী)

৯৫. আপনি বলুন, 'আল্লাহ্ সত্যবাদী। কাজেই, ইব্রাহীমের দ্বীনের উপর চলো (১৭৫); যিনি প্রত্যেক বাতিল থেকে আলাদা ছিলেন এবং অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।'

৯৬. নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর, যা মানবজাতির ইবাদতের জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে, সেটাই যা মক্কায় অবস্থিত, বরকতময় এবং সমগ্র জাহানের পথ প্রদর্শক (১৭৬)।

৯৭. সেটার মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি রয়েছে (১৭৭)– ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থান (১৭৮) এবং যে ব্যক্তি সেটার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সে নিরাপত্তার মধ্যে থাকে (১৭৯); এবং আল্লাহ্রই জন্য মানবকুলের উপর সেই ঘরের হজ্জ্ করা (ফরয) যে সেটা পর্যন্ত যেতে পারে (১৮০)। আর যে অস্বীকারকারী হয়, তবে আল্লাহ্ সমগ্র জাহান থেকে বে-পরোয়া (১৮১)।

৯৮. আপনি বলুন, 'হে কিতাবীরা! আল্লাহ্র আয়াতসমূহ কেন অমান্য করছো (১৮২)? এবং তোমাদের কাজ আল্লাহ্র সামনেই রয়েছে।'

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ؕ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾

قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾

টীকা-১৭৮. 'মক্বামে ইব্রাহীম' (হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালামের দাঁড়াবার স্থান) হচ্ছে সেই পাথর, যার উপর হযরত ইব্রাহীম (আলায়হিস্ সালাম) কা'বা শরীফের নির্মাণ কার্য সম্পাদনের সময় দণ্ডায়মান হতেন এবং এর মধ্যে তাঁর কদম মুবারকের চিহ্ন ছিলো, যা দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া ও অসংখ্য হাতের স্পর্শ সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কিছু অবশিষ্ট রয়েছে।

টীকা-১৭৯. এমন কি যদি কেউ হত্যা ও অপরাধ করে 'হেরম'-এর মধ্যে আশ্রয় নেয়, তবে সেখানে তাকে না হত্যা করা হবে, না তার উপর কোন শাস্তি কার্যকর করা হবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, "যদি আমি আপন পিতা খাত্তাবের হত্যাকারীকেও হেরম শরীফের অভ্যন্তরে পাই, তবে তার গায়ে হাতও লাগাবোনা, যতক্ষণ না সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে।"

টীকা-১৮০. মাস্আলাঃ এ আয়াতে হজ্জ্ ফরয হবার বিবরণ রয়েছে এবং এ কথারও যে, তজ্জন্য সামর্থ্য থাকা পূর্বশর্ত।

হাদীস শরীফে সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সেটার ব্যাখ্যা 'সফর-সামগ্রী' ও 'বাহন' দ্বারা করেছেন। 'সফর সামগ্রী' মানে খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থাপনা এ পরিমাণ হওয়া চাই যে, গিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত সময়ের জন্য যথেষ্ট হয়। আর তাও এ ফিরে আসার সময় পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পথের নিরাপত্তাও জরুরী। কেননা, তা ব্যতীত 'সামর্থ্য' প্রমাণিত হয়না।

টীকা-১৮১. এ থেকে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। আর এ মাস্আলাও প্রমাণিত হয় যে, অকাট্যভাবে প্রমাণিত ফরযের অস্বীকারকারী কাফির।

টীকা-১৮২. যেগুলো বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়তের সত্যতার প্রমাণ বহন করে।

www.sunnibarta.com

টীকা-১৮৩. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী গোপন করে, যা তাওরীতে উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-১৮৪. যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা তাওরীতে লিপিবদ্ধ আছে এবং আল্লাহ্‌র নিকট যেই ধর্ম গ্রহণীয়, তা শুধু দ্বীন-ই-ইসলামই।

টীকা-১৮৫. শানে নুযূলঃ 'আউস' ও 'খায্‌রাজ' গোত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে ভীষণ শত্রুতা ছিলো এবং দীর্ঘদিন তাদের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত ছিলো। বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বদৌলতে সেই গোত্রদ্বয়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হলো। একদিন তাঁরা একটা মজলিসে বসে হৃদ্যতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনায় মশ্‌গুল ছিলেন। শাস ইবনে ক্বায়স ইহুদী, যে ইসলামের বড় শত্রু ছিলো, সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলো এবং তাঁদের পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক দেখে হিংসায় জ্বলে উঠলো। আর বলতে লাগলো, "এসব লোক পরস্পর এভাবে মিলে গেলে আমাদের ঠিকানা কোথায়?" (তখন সে) একজন যুবককে নিয়োগ করলো যেন সে তাঁদের মজলিসে বসে তাঁদের পূর্ববর্তী যুদ্ধ-বিগ্রহের কথার অবতারণা করে এবং সে যুগে প্রত্যেক গোত্র, যারা আপন গুণগান এবং প্রতিপক্ষের কুৎসা ও হীনতার যেসব শ্লোক (কবিতা) লিখতো, সেগুলো যেন আবৃত্তি করে।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ
تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ؕ
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٩﴾
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا
فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠٠﴾
وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ
اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ؕ وَمَنْ يَّعْتَصِمْ
بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠١﴾

৯৯. আপনি বলুন, 'হে কিতাবীরা! কেন আল্লাহ্‌র পথে বাধা দিচ্ছো (১৮৩) তাকে, যে ঈমান এনেছে? সেটাকে বক্র করতে চাচ্ছো, অথচ তোমরা নিজেরাই এর উপর সাক্ষী রয়েছো (১৮৪)? এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে গাফিল নন।'

১০০. হে ঈমানদাররা! যদি তোমরা কিছু সংখ্যক কিতাবীর কথা মতো চলো, তবে তারা তোমাদের ঈমানের পর তোমাদেরকে কাফির করে ছাড়বে (১৮৫)।

১০১. এবং তোমরা কিভাবে কুফর করবে? অথচ তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে তাঁর রসূল তাশরীফ এনেছেন। আর যে আল্লাহ্‌র আশ্রয় নিয়েছে, তবে নিশ্চয় তাকে সোজা রাস্তা দেখানো হয়েছে।

রুকূ' - এগার

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ
تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٢﴾
وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا

১০২. হে ঈমানদাররা! আল্লাহ্‌কে ভয় করো যেমনিভাবে তাঁকে ভয় করা অপরিহার্য এবং কখনো মৃত্যুবরণ করোনা, কিন্তু মুসলমান (হয়ে)।

১০৩. এবং আল্লাহ্‌র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো (১৮৬) সবাই মিলে।

সুতরাং সেই ইহুদী যুবক অনুরূপই করলো এবং তার এ উস্কানীমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে উভয় গোত্রের লোকেরা ক্রোধান্বিত হলো এবং অস্ত্রধারণ করলো। রক্তপাত হবার উপক্রম হলো।

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ খবর পেয়ে মুহাজির সাহাবা কেরামকে সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলে তাশরীফ আনলেন এবং এরশাদ করলেন, "হে মুসলমানদের জমা'আত! এ কি ধরণের জাহেলী যুগের কার্যকলাপ? স্বয়ং আমি তোমাদের মধ্যে আছি। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলামের সম্মান দিয়েছেন, জাহেলিয়াতের বালা থেকে নাজাত দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি আবার কুফরী যুগের অবস্থার দিকে ফিরে যাচ্ছো?"

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর এরশাদ তাঁদের অন্তরকে প্রভাবিত করলো। আর তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এটা শয়তানেরই ধোকা এবং শত্রুরই চক্রান্ত ছিলো। তাঁরা হাত থেকে হাতিয়ার নিক্ষেপ করলেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন আর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে অনুগত বেশে চলে আসলেন। তাঁদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-১৮৬. حَبْلُ اللّٰهِ (আল্লাহ্‌র রজ্জু)। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারকদের কতিপয় অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, "তা দ্বারা 'ক্বোরআন মজিদ' বুঝানো হয়েছে।" মুসলিম শরীফের হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, ক্বোরআন পাকই 'আল্লাহ্‌র রজ্জু' (حَبْلُ اللّٰهِ)। যে ব্যক্তি এর অনুসরণ করেছে সে হিদায়তের উপর প্রতিষ্ঠিত; যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিয়েছে সে পথভ্রষ্টতার উপরই।

হযরত ইবনে মাস্‌উদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "আল্লাহ্‌র রজ্জু দ্বারা 'জমা'আত' (আহ্‌লে সুন্নাত) বুঝায়।" তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা জমা'আত (আহ্‌লে সুন্নাতের উপর ঐক্যবদ্ধ থাকা)-কেই অনিবার্য করে নাও। কারণ, সেটাই হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র রজ্জু', যাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

www.sunnibarta.com

টীকা-১৮৭. যেমন, ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায়দ্বয় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এ আয়াতে ঐ কার্যকলাপ ও তৎপরতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যেগুলো মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়। মুসলমানদের সঠিক পথ হচ্ছে- 'মযহাব-ই-আহলে সুন্নাত'। এটা ব্যতীত অন্য কোন পন্থা (মতবাদ) অবলম্বন করা ধর্মের মধ্যে দলাদলির নামান্তর এবং তা নিষিদ্ধ।

টীকা-১৮৮. এবং ইসলামের বদৌলতে শত্রুতা দূরীভূত হয়ে পরস্পরের মধ্যে দ্বীনী মুহাব্বত সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি, 'আউস' ও 'খাযরাজ' গোত্রদ্বয়ের সেই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ, যা দীর্ঘ একশ বিশ বছর ধরে অব্যাহত ছিলো এবং যার কারণে দিনরাত হত্যা ও লুঠতরাজের নৈরাজ্য কায়েম হয়েছিলো। বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তা মিটিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন এবং যুদ্ধবাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালবাসার প্রেরণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

টীকা-১৮৯. অর্থাৎ 'কুফরের অবস্থায়'। অর্থাৎ যদি এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করতো, তবে দোযখেই পৌঁছে যেতো।

টীকা-১৯০. ঈমানের মহামূল্য সম্পদ দান করে।

টীকা-১৯১. এ আয়াত থেকে সৎকর্মের নির্দেশ প্রদান এবং অসৎ কর্ম থেকে বাধা প্রদান 'ফরয হওয়া' এবং 'ইজমা' (ইমামদের ঐকমত্য) 'দলীল' হওয়ার পক্ষে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়।

টীকা-১৯২. হযরত আলী মুর্তাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখা শ্রেষ্ঠতম জিহাদ।'

টীকা-১৯৩. যেমন ইহুদী ও খৃষ্টানরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে একে অপরের প্রতি অবাধ্যতা ও শত্রুতা প্রবল হয়ে উঠেছে।

অথবা, যেমন তোমরা নিজেরাই প্রাক-ইসলামী অন্ধকার যুগে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিলে, তোমাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছিলো।

মাস্আলাঃ এ আয়াতের মধ্যে মুসলমানদেরকে ঐক্য ও সংহতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং মতবিরোধ ও এর কারণ সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীসসমূহেও এর উপর খুব তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং মুসলমানদের জমা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যখনই ফিরকা সৃষ্টি হয়, এ নির্দেশের বিরোধিতার ফলেই সৃষ্টি হয়। আর তারা মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির অপরাধে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং হাদীস শরীফের ঘোষণানুযায়ী তারা শয়তানেরই শিকারে পরিণত হয়। (আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে আশ্রয় দান করুন!)

আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা (১৮৭) এবং নিজেদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহকে স্মরণ করো– যখন তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ছিলো, তিনি তোমাদের অন্তরগুলোতে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর অনুগ্রহক্রমে, তোমরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছো (১৮৮) এবং তোমরা দোযখের একটা গর্তের প্রান্তে ছিলে (১৮৯)। তখন তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন (১৯০)। আল্লাহ্ তোমাদের নিকট এভাবেই স্বীয় নিদর্শনাদি বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা হিদায়ত পাও।

وَّلَا تَفَرَّقُوْا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ
اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا ۚ
وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ
النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

১০৪. এবং তোমাদের মধ্যে একটা দল এমন হওয়া উচিৎ, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভাল কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে (১৯১)। আর এরাই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছে (১৯২)।

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ
اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

১০৫. এবং তাদের মতো হয়োনা, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং যাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে (১৯৩), এরপর যে, সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি তাদের নিকট এসেছিলো (১৯৪)। আর তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অবধারিত।

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا
مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ
وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۰۵﴾

১০৬. যেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু মুখ কালো হবে। কাজেই, যাদের মুখ কালো হয়েছে (১৯৫), 'তোমরা কি ঈমান এনে কাফির হয়ে গেলে (১৯৬)?' সুতরাং এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো স্বীয় কুফরের বিনিময় স্বরূপ।

يَّوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ
فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۫
اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿۱۰۶﴾

টীকা-১৯৪. এবং সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো।

টীকা-১৯৫. অর্থাৎ কাফিররা। তাদেরকে ধিক্কার স্বরূপ বলা হবে।

টীকা-১৯৬. এটা দ্বারা হয়ত সমস্ত কাফিরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতদ্ভিত্তিতে, আয়াতে উল্লেখিত 'ঈমান' দ্বারা অঙ্গীকার দিবসের (روزِ میثاق) 'ঈমানের' কথা বুঝায়, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বলেছিলেন, "আমি কি তোমাদের রব (প্রতিপালক) নই?" সবাই বলেছিলো, "কেন নন।" (অবশ্যই, আপনি আমাদের রব) আর ঈমান এনেছিলো। এখন যারা পৃথিবীতে কাফির হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে– "তোমরা 'অঙ্গীকার-দিবসে'

www.sunnibarta.com

ঈমান আনার পর (এখন) কাফির হয়ে গেছো।"

হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অভিমত হচ্ছে এতে মুনাফিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মৌখিকভাবে স্বীয় ঈমান প্রকাশ করেছিলো, অথচ তারা আন্তরিকভাবে তা অস্বীকার করতো।

হযরত ইক্‌রামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন যে, তারা হচ্ছে– 'আহ্‌লে কিতাব' (ইহুদী ও খৃষ্টান); যারা বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর নবূয়ত প্রকাশের পূর্বেতো হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর ঈমান এনেছিলো। কিন্তু হুযূর (দঃ)-এর নবূয়ত প্রকাশের পর তাঁকে অস্বীকার করে কাফির হয়ে গেছে। অন্য এক অভিমত হচ্ছে– এটা দ্বারা ধর্মত্যাগীরাই সম্বোধিত, যারা ইসলাম গ্রহণ করে পুনরায় তা থেকে ফিরে গিয়েছিলো এবং কাফির হয়ে গিয়েছিলো।

১০৭. আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়েছে (১৯৭), তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের মধ্যে রয়েছে। তারা তাতে স্থায়ীভাবে থাকবে।

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

১০৮. এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন, যেগুলো আমি (আল্লাহ্) সঠিকভাবে তোমাদের নিকট পাঠ করছি এবং আল্লাহ্ বিশ্ববাসীর উপর যুলুম চাননা (১৯৮)।

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾

১০৯. আল্লাহ্‌রই, যা কিছু আসমানসমূহে বিদ্যমান এবং যা কিছু যমীনে রয়েছে। আর আল্লাহ্‌রই প্রতি সব কাজের প্রত্যাবর্তন (অনিবার্য)।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١٠٩﴾

রুকূ' - বার

১১০. তোমরা শ্রেষ্ঠতম (১৯৯) ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে; সৎ কাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করছো, আর আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখছো এবং যদি কিতাবী (সম্প্রদায়) ঈমান আনতো (২০০) তবে এটা তাদের জন্য কল্যাণকর ছিলো। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমান রয়েছে (২০১) এবং অধিকাংশ কাফির।

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

১১১. তারা তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করবে না, কিন্তু এ কষ্ট দেয়া (২০২) এবং যদি (তারা) তোমাদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তোমাদের সম্মুখ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে (২০৩) অতঃপর তাদেরকে কোন সাহায্য করা যাবে না।

لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١١﴾

টীকা-১৯৭. অর্থাৎ ঈমানদাররা। সেদিন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে তাঁরা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হবেন এবং তাঁদের চেহারা উজ্জ্বল ও চমকিত হবে। ডানে, বামে এবং সম্মুখে নূর হবে।

টীকা-১৯৮. এবং কাউকেও বিনা দোষে শাস্তি দেন না এবং কারো সৎকর্মের সাওয়াব হ্রাস করেন না।

টীকা-১৯৯. হে উম্মতে মুহাম্মদী! (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায় থেকে মালেক ইবনে সায়ফ এবং ওয়াহাব ইবনে ইয়াহুদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আন্‌হু) প্রমূখ সাহাবীদেরকে বললো, "আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম এবং আমাদের ধর্ম তোমাদের ঐ ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ,যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহ্বান করছো।" এর খণ্ডনে এই আয়াত নাযিল হয়েছে।

তিরমিযী শরীফের হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে গোমরাহীর উপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না এবং আল্লাহ্ তা'আলার 'রহমতের হাত' 'জামা'আত' (আহলে সুন্নাত)-এর উপর থাকবে। যে ব্যক্তি 'জামা'আত' হতে পৃথক হয় সে দোযখে প্রবেশ করবে।"

টীকা-২০০. নবীকুল সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর।

টীকা-২০১. যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর ইহুদী সাথীগণ ইহুদী সম্প্রদায় থেকে, আর নাজ্জাশী ও তাঁর সঙ্গীগণ খৃষ্টান সম্প্রদায় থেকে।

টীকা-২০২. মৌখিকভাবে দোষারোপ, দুর্নাম রটনা এবং হুমকি ইত্যাদি দ্বারা।

শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলো, যেমন– আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সংগীগণ; ইহুদী নেতৃবৃন্দ তাঁদের শত্রু হয়ে গিয়েছিলো এবং তাঁদেরকে কষ্ট দেয়ার পরিকল্পনায় লেগে গিয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা ইমানদারগণকে আশ্বস্ত করে দিয়েছেন যে,তারা মৌখিক সমালোচনা ছাড়া মুসলমানদেরকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না। বিজয় মুসলমানদেরই থাকবে। পক্ষান্তরে, ইহুদীদের পরিণতি হবে লাঞ্ছনা ও অবমাননা।

টীকা-২০৩. এবং তোমাদের সাথে মুকাবিলায় তারা টিকে থাকতে পারবে না, এসব অদৃশ্য সংবাদ অনুরূপই সংঘটিত হয়েছিলো।

www.sunnibarta.com

টীকা-২০৪. সর্বদা অপমানিত হয়েই থাকবে, সম্মান কখনো পাবে না। তারই প্রতিফলন হচ্ছে যে, আজ পর্যন্ত ইহুদীদের কোথাও মর্যাদাপূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের ভাগ্যে জোটেনি। যেখানেই রয়েছে প্রজা ও অধীনের মতো হয়েই রয়েছে। ★

টীকা-২০৫. আঁকড়ে ধরে অর্থাৎ ঈমান এনে

টীকা-২০৬. অর্থাৎ মুসলমানদের আশ্রয় নিয়ে এবং তাদেরকে 'জিয্য়া' (কর) প্রদান করে। (অর্থাৎ অন্য কারো সাহায্য নিয়ে)।

টীকা-২০৭. সুতরাং ইহুদীরা ধনশালী হয়েও অন্তরের ঐশ্বর্য তাদের ভাগ্যে জোটেনা।

টীকা-২০৮. শানে নুযূলঃ যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ ঈমান আনলেন, তখন ইহুদী সম্প্রদায়ের আলেমগণ হিংসার আগুনে জ্বলে উঠে বললো, "মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর আমাদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছে, তারা মন্দ লোক। যদি মন্দ না হতো তবে স্বীয় পিতৃপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করতোনা।" এর জবাবে এ আয়াত নাযিল করা হয়েছে। হযরত আতা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অভিমত হচ্ছে–

مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ

দ্বারা নাজরানের চল্লিশজন, হাবশাহ্ (আবিসিনিয়া)-এর বত্রিশজন এবং রোমের আটজন অধিবাসীকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা খৃস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন, অতঃপর হুযূর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছিলেন।

টীকা-২০৯. অর্থাৎ নামায আদায় করেন। এটা দ্বারা হয়ত এশার নামায বুঝানো উদ্দেশ্যে, যা কিতাবীগণ আদায় করতো না, নতুবা তাহাজ্জুদের নামায।

টীকা-২১০. এবং ধর্মীয় বিষয়ে শৈথিল্য প্রদর্শন করেনা।

টীকা-২১১. ইহুদীগণ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেছিলো, "তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছো।" এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, তাঁরা (মুসলমানগণ) বহু উচ্চ মর্যাদার উপযুক্ত হয়েছেন এবং স্বীয় কার্যাদির প্রতিদান পাবেন। ইহুদীদের এই প্রলাপ অর্থহীন।

টীকা-২১২. যাদের উপর তাদের বড়ই গর্ব রয়েছে।

টীকা-২১৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত বনী ক্বোরায়যা এবং বনী নযীর গোত্রদ্বয় সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। ইহুদী নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব ও অর্থ-সম্পদ অর্জন করার উদ্দেশ্যেই রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করেছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াতে এরশাদ করেন যে, তাদের ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। তারা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শত্রুতায় অযথা নিজেদের পরিণতিকে বরবাদ করেছে। অন্য এক অভিমত হচ্ছে– এ আয়াত ক্বোরাঈশ বংশীয় অংশীবাদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। কেননা, আবূ জাহ্লের স্বীয় ধন-দৌলতের উপর বড়ই অহংকার ছিলো এবং আবূ সুফিয়ান বদর ও উহুদের উভয় যুদ্ধে মুশরিকদের জন্য বিপুল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছিলো।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এ আয়াত সমস্ত কাফিরের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে যে, ধন-দৌলত এবং সন্তান-সন্ততির কোনটাই কাজে

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۲﴾

১১২. তাদের জন্য অবধারিত হয়েছে লাঞ্ছনা; (তারা) যেখানেই থাকুক না কেন নিরাপত্তা পাবে না (২০৪), কিন্তু আল্লাহ্র রজ্জু (২০৫) এবং মানুষের রজ্জু দ্বারা (২০৬) এবং (তারা) আল্লাহ্র ক্রোধের পাত্র হয়েছে। আর তাদের উপর অবধারিত হয়েছে পরমুখাপেক্ষিতা (২০৭), এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতগুলোর প্রতি অস্বীকৃতি (কুফর) জ্ঞাপন করে এবং পয়গাম্বরগণকে অন্যায়ভাবে শহীদ করে। এটা এ জন্যই যে, (তারা) নির্দেশ অমান্যকারী এবং অবাধ্য ছিলো।

لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾

১১৩. সবাই এক ধরনের নয়। কিতাবীদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যে, তারা সত্যের উপর অবিচলিত (২০৮); (তারা) আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করে রাতের মুহূর্তগুলোতে এবং তারা সাজদারত হয় (২০৯)।

يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۴﴾

১১৪. আল্লাহ্ ও শেষ দিনের উপর ঈমান আনে, সৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ থেকে বারণ করে (২১০) আর সৎ কাজের প্রতি দ্রুত অগ্রসর হয় এবং এ সব ব্যক্তি যোগ্যতাসম্পন্ন।

وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۵﴾

১১৫. এবং যেই সৎ কাজই তারা করুক তাদের প্রাপ্য বিনষ্ট করা হবে না এবং আল্লাহ্র জানা আছে কারা খোদাভীতিসম্পন্ন (২১১)।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۶﴾

১১৬. ঐসব লোক, যারা কাফির হয়েছে, তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (২১২) তাদেরকে আল্লাহ্ (-এর শাস্তি) থেকে সামান্যটুকুও রক্ষা করবে না এবং তারা জাহান্নামী। তাদেরকে সেটার মধ্যে সর্বদা থাকতে হবে (২১৩)।

★ মধ্যপ্রাচ্যে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত 'ইস্রাঈল রাষ্ট্র'(!) প্রতিষ্ঠা পবিত্র ক্বোরআনের চিরন্তন সত্যবাণীর আদৌ বরখেলাফ নয়। কেননা, এ আয়াতের সাথে বলা হয়েছে- اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ (অর্থাৎ কোন ইহুদী স্থায়ী লাঞ্ছনা ও অভিশাপের জীবন থেকে তখনই রক্ষা পাবে, যখন তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে; অথবা অন্য জাতির সাহায্য নেবে। আজ তারা খৃষ্টান জাতির সাহায্যের উপর নির্ভর করেই পুনর্বাসিত হয়েছে এবং আমেরিকা ও বৃটেন ইত্যাদি পরাশক্তির পূর্ণ মুখাপেক্ষী হয়েই টিকে আছে মাত্র।

www.sunnibarta.com

مَثَلُ مَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۱۱۷﴾

১১৭. সেটারই দৃষ্টান্ত, যা তারা এ পার্থিব জীবনে (২১৪) ব্যয় করে, ঐ বায়ুর ন্যায়, যার মধ্যে তুষার থাকে; তা এমন এক গোত্রের ক্ষেতের উপর বর্ষিত হয়েছে, যারা নিজেদের ক্ষতিসাধন করতো। তখন তা (সেই বায়ু) সেটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে গেছে (২১৫) এবং আল্লাহ্ তাদের উপর যুলুম করেননি। হাঁ তারাই নিজেদের আত্মার উপর যুলুম করে থাকে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۖۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۱۸﴾

১১৮. হে ঈমানদারগণ! (আপন লোকদের ব্যতীত) অপর লোকদেরকে নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা (২১৬)। তারা তোমাদের ক্ষতি সাধনে কোনরূপ ত্রুটি করেনা। তাদের কামনা হচ্ছে– যত কষ্টই আছে তোমাদের নিকট পৌঁছুক! শত্রুতা তাদের কথাবার্তা থেকে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে (২১৭) এবং তারা যা অন্তরে গোপন রেখেছে তা আরো জঘন্য। আমি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে শুনিয়ে দিয়েছি যদি তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি থাকে (২১৮)।

هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۱۹﴾

১১৯. ওহে, তোমরা শুনছো! তোমরা তো তাদেরকে চাও (২১৯), অথচ তারা তোমাদেরকে চায়না (২২০) এবং অবস্থা এ যে, তোমরা সব কিতাবের উপর ঈমান এনে থাকো (২২১)। আর তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি (২২২)।' আর যখন পৃথক হয় তখন তোমাদের উপর আক্রোশে আঙ্গুল চিবায়। আপনি বলে দিন, 'মরে যাও নিজেদের আক্রোশে (২২৩)!' আল্লাহ্ ভালোই জানেন অন্তরগুলোর কথা।

اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ

১২০. যদি তোমাদের কোন কল্যাণ সাধিত হয় তবে তাদের খারাপ লাগে (২২৪),

আসার ও আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করার মতো নয়।

টীকা-২১৪. মুফাস্সিরগণের অভিমত হচ্ছে এ যে, এতে ইহুদীদের ঐ অর্থ ব্যয়ই বুঝানো উদ্দেশ্য, যা তারা তাদের আলিম ও নেতৃবৃন্দের জন্য করতো। অন্য এক অভিমত হলো এ যে, এ'তে কাফিরদের সব রকমের অর্থ ব্যয় এবং দান-দক্ষিণাই বুঝানো উদ্দেশ্য। অপর এক অভিমত হচ্ছে– এ'তে লোক দেখানো খরচের কথাই বুঝানো হয়েছে। কেননা, উপরোক্ত ব্যক্তিবর্গের ব্যয় হয়ত পার্থিব স্বার্থে কিংবা পরকালীন স্বার্থেই হয়ে থাকে। যদি নিছক পার্থিব স্বার্থ লাভের জন্যই হয়, তবে পরকালে এর দ্বারা কি উপকার হবে? আর রিয়াকারের তো পরকালীন লাভ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কোন উদ্দেশ্যই থাকেনা। তার 'আমল'(কর্ম) শুধু লোক দেখানো ও খ্যাতি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। এ ধরণের আমলের পরকালে কি উপকার হবে? আর কাফিরদের সমস্ত 'আমল' বিফল হবে। তারা যদিও আখিরাতে লাভবান হবার উদ্দেশ্যেঃ খরচ করে থাকে তবুও তাতে তাদের কোন লাভ হবেনা। তাদের জন্য সেই উদাহরণই যথার্থ, যা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

টীকা-২১৫. অর্থাৎ যেভাবে বরফ বর্ষণকারী বায়ু ক্ষেত-খামার নষ্ট করে দেয়, অনুরূপভাবে, কুফর সৎপথে ব্যয়কেও নিষ্ফল করে দেয়।

টীকা-২১৬. তাদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা, ভালবাসার সম্পর্ক রেখোনা। তারা নির্ভরযোগ্য নয়।

শানে নুযূলঃ কোন কোন মুসলমান ইহুদীদের সাথে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব এবং প্রতিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কের ভিত্তিতে মেলামেশা করতেন। তাঁদের সম্পর্কেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

মাস্আলাঃ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতি রাখা এবং তাদেরকে স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা অবৈধ ও নিষিদ্ধ।

টীকা-২১৭. ক্রোধ ও শত্রুতা

টীকা-২১৮. কাজেই, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করোনা।

টীকা-২১৯. আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব ইত্যাদি সম্পর্কের ভিত্তিতে,

টীকা-২২০. এবং ধর্মীয় বিরোধিতার ভিত্তিতে তোমাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে।

টীকা-২২১. এবং তারা তোমাদের কিতাব (ক্বোরআন)-এর উপর ঈমান রাখেনা।

টীকা-২২২. এটা মুনাফিকদের অবস্থা।

টীকা-২২৩. কবি বলেন- بمیر تا برہی اے حسود کیں رنجیست ؛ کہ از مشقت اُو جز بمرگ نتواں رست

অর্থাৎঃ "হে হিংসাপরায়ণ! তুমি মরে যাও, তবেই নিস্তার পাবে। কারণ, হিংসা এমন এক দুঃখ যে, সেটার কষ্ট থেকে মৃত্যু ব্যতীত পরিত্রাণ পাওয়ার অন্য কোন উপায় নেই।"

টীকা-২২৪. এবং এর উপর তারা দুঃখিত হয়,

www.sunnibarta.com

টীকা-২২৫. এবং তাদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুতের সর্ক না রাখো,

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, শত্রুর মুকাবিলায় ধৈর্য ও পরহেয্‌গারী অতীব ফলপ্রসূ।

টীকা-২২৬. মদীনা তৈয়্যবায়, উহুদের উদ্দেশ্যে

টীকা-২২৭. অধিকাংশ তাফসীরকারের অভিমত হলো- এটা-উহুদ **যুদ্ধের বিবরণ;** যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

বদরের যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় কাফিরদের অন্তরে বড় দুঃখ ছিলো। এ জন্য তারা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করে অভিযান পরিচালনা করলো। যখন রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) সংবাদ পেলেন যে, কাফির সৈন্য বাহিনী উহুদ প্রান্তরে উপনীত হয়েছে, তখন তিনি স্বীয় সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। এ পরামর্শে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে আবী সুলূলকেও ডাকা হয়েছিলো। তাকে ইতিপূর্বে কখনো কোন পরামর্শের জন্য ডাকা হয়নি। অধিকাংশ 'আনসার' এবং এই আবদুল্লাহ্‌র এ প্রস্তাব ছিলো যেন হুযূর (দঃ) মদীনা তৈয়্যবাতেই অবস্থান করেন। আর যখন কাফিরগণ এখানে আসবে তখন তাদের মুকাবিলা করা হবে। এটাই নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু কোন কোন সাহাবীর প্রস্তাব এ ছিলো যে, মদীনা তৈয়্যবাহ্ থেকে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা হোক। আর তাঁরা বার বারই এ প্রস্তাব দিচ্ছিলেন।

বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হুজরায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং অস্ত্রসস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে বাইরে তাশরীফ আনয়ন করলেন। এখন হুযূর (দঃ)-কে দেখে ঐ সাহাবীগণ লজ্জিত হলেন এবং তাঁরা আরয করলেন, "হুযূর, আপনাকে পরামর্শ দেয়া এবং সেটার বারংবার অবতারণা করা আমাদের গলদই ছিলো। এটা ক্ষমা করুন আর যা আপনার বরকতময় মর্জি হয় তাই করুন!" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "যুদ্ধের জন্য অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে যুদ্ধের পূর্বেই তা খুলে ফেলা কোন নবীর জন্য শোভা পায়না।"

মুশরিকগণ উহুদের ময়দানে বুধবার অথবা বিষ্যুদবার এসে পৌঁছেছিলো। আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জুমু'আহ্‌র দিন জুমু'আর নামাযের পর এক আনসারীর জানাযার নামায পড়ে রওনা হলেন এবং তৃতীয় হিজরীর পনেরই শাওয়াল রোববার সেখানে অবতরণ করলেন। আর একটা গিরিপথ যা মুসলিম সৈন্যবাহিনীর পেছনে ছিলো, সেদিক থেকে এ আশংকা ছিলো যে, শত্রুরা পেছনের দিক থেকে এসে যে কোন মুহূর্তে হামলা করতে পারে। এ জন্য হুযূর (দঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে পঞ্চাশজন তীরন্দাজ সহ সেখানে নিযুক্ত করলেন। আর নির্দেশ দিলেন, যদি শত্রুরা সেদিক থেকে হামলা করে তবে যেন তীর বর্ষণ করে তাদেরকে প্রতিহত করা হয়। আরো নির্দেশ দিলেন যেন কোন অবস্থাতেই এখান থেকে না হটেন এবং সেস্থানও পরিত্যাগ না করেন– বিজয় হোক কিংবা পরাজয়।

সূরা ঃ ৩ আল্-ই-ইমরান ১৩৬	পারা ঃ ৪
আর তোমাদের ক্ষতি সাধিত হলে তারা তাতে খুশী হয় এবং যদি তোমরা ধৈর্য ও পরহেযগারী অবলম্বন করে থাকো (২২৫), তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। নিশ্চয় তাদের সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌র আয়ত্বে রয়েছে।	وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ﴿۱۲۰﴾
রুকূ' - তের	
১২১. এবং স্মরণ করুন হে মাহবূব! যখন আপনি প্রত্যুষে (২২৬) আপনার বাসস্থান থেকে বের হয়েছিলেন মুসলমানদেরকে যুদ্ধের মোর্চাসমূহে সজ্জিত করার নিমিত্ত (২২৭) এবং আল্লাহ্ শুনেন, জানেন।	وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۲۱﴾
মানযিল - ১	

আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল (মুনাফিক), যে মদীনা শরীফে অবস্থান করেই যুদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলো, স্বীয় প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার কারণে ক্ষুব্ধ হলো এবং বলতে লাগলো, "হুযূর বিশ্বকুল সরদার, (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) অল্পবয়স্ক যুবকদের কথা গ্রহণ করলেন; কিন্তু আমার পরামর্শের প্রতি কর্ণপাতই করেননি।" এ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইর সাথে তিনশ মুনাফিক ছিলো। তাদেরকে সে বললো, "যখন শত্রুরা মুসলিম সৈন্যদের মুখোমুখি হয়, তখনই তোমরা পলায়ন করবে, যাতে মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমাদের দেখাদেখি অন্যান্যরাও পলায়ন করে।"

মুসলিম সৈন্যদের মোট সংখ্যা, ঐ মুনাফিকগণসহ এক হাজার ছিলো। পক্ষান্তরে, মুশরিকদের সৈন্য সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। উভয় সৈন্যদল মুখোমুখি হওয়ার সাথে সাথে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই মুনাফিক তার তিনশ' মুনাফিক অনুসারীদের নিয়ে পলায়ন করলো। কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর অবশিষ্ট সাতশ সাহাবী তাঁরই সাথে রয়ে গেলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে অবিচল রাখলেন। শেষ পর্যন্ত মুশরিকগণ পরাজিয় হলো।

তখন সাহাবীগণ পলায়নরত মুশরিকদের পিছু ধাওয়া করলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেখানে তাঁদেরকে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন সেখানে স্থির থাকেননি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে একথা দেখিয়ে দিলেন যে, বদর-যুদ্ধে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করার বরকতেই বিজয় লাভ হয়েছিলো। এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের পরিপন্থী কাজ করার ফল এটাই হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের অন্তর থেকে আতঙ্ক ও ভয়ভীতি দূর করে দিলেন এবং তারা পুনরায় পাল্টা আক্রমন চালালো। ফলে মুসলমানগণ বিপর্যস্ত হয়েছিলেন।

রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে একটা দল থেকে যান; যাঁদের মধ্যে ছিলেন- হযরত আবূ বকর, হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত সা'আদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুম)। এ যুদ্ধে হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দন্দান মুবারক শহীদ হয়েছিলো এবং পবিত্র

www.sunnibarta.com

চেহারা মুবারকে যখম হয়েছিলো। এ সম্পর্কেই এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে।

إِذْ هَمَّتْ طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا ۙ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾

১২২. যখন তোমাদের মধ্যে দু'দলের ইচ্ছা হলো যে, তারা ভীরুতা প্রদর্শন করবে (২২৮) এবং আল্লাহ্ উভয়ের সামালদাতা। আর আল্লাহ্র উপরই মুসলমানদের ভরসা থাকা চাই।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন যখন তোমরা সম্পূর্ণ হীনবল ছিলে (২২৯)। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কেই ভয় করো, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন, হে মাহবূব! আপনি মুসলমানদেরকে বলেছিলেন, 'তোমাদের জন্য কি একথা যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে সাহায্য করবেন তিন হাজার ফিরিশতা অবতীর্ণ করে?'

بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾

১২৫. হাঁ। কেন হবেনা! যদি তোমরা ধৈর্য ও পরহেয্গারী অবলম্বন করো এবং কাফির ঐ মুহূর্তেই তোমাদের উপর হামলা করে বসে তখন তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সাহায্যার্থে পাঁচ হাজার চিহ্নধারী ফিরিশ্তা প্রেরণ করবেন (২৩০)।

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

১২৬. এবং এ বিজয় আল্লাহ্ দান করেননি, কিন্তু তোমাদের খুশীর জন্যই এবং এজন্যই যে, তা দ্বারা তোমাদের অন্তর শান্তনা পাবে (২৩১) এবং সাহায্য নেই, কিন্তু মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র নিকট থেকেই (২৩২)।

لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. এ জন্য যে, কাফিরদের একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করবেন (২৩৩) অথবা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, যাতে (তারা) নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. এ বিষয় আপনার হাতে নয় - হয়ত তিনি তাদেরকে তাওবার শক্তি দেবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দেবেন। কারণ, তারা অত্যাচারী।

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

১২৯. এবং আল্লাহ্র জন্য যা কিছু আসমানসমূহে রয়েছে এবং যা কিছু যমীনে। যাকে চান ক্ষমা করেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

রুকূ' - চৌদ্দ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়োনা (২৩৪) এবং আল্লাহ্কে ভয় করো এ আশায় যে, তোমাদের সাফল্য অর্জিত হবে।

এবং এ ধরণের সুদপ্রথাকে 'চক্রবৃদ্ধি' সুদ বলা হয়।

টীকা-২২৮. এ দু'দলই আনসারদের মধ্য থেকে ছিলো- একঃ বনী সাল্মাহ 'খায্রাজ' থেকে এবং দুইঃ বনী হারিসাহ্ 'আউস' থেকে। এ দু'দলই ছিলো মুসলিম সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দু'বাহু স্বরূপ। যখন আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল (মুনাফিক) পলায়ন করেছিলো তখন তাঁরাও (আউস ও খায্রাজ) ফিরে যেতে মনস্থ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন এবং তাঁদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরা হুযূর (দঃ)-এর সাথেই অটল ছিলেন। এখানে এ অনুগ্রহের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

টীকা-২২৯. তোমাদের সংখ্যাও কম ছিলো। তোমাদের নিকট হাতিয়ার এবং সাওয়ারীও কম ছিলো।

টীকা-২৩০. সুতরাং মু'মিনগণ বদর যুদ্ধের দিন ধৈর্য ও পরহেয্গারীর সাথে কাজ করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াদা অনুযায়ী পাঁচ হাজার ফিরিশ্তা সাহায্যরূপে পাঠিয়েছিলেন এবং মুসলমানদের বিজয় ও কাফিরদের পরাজয় হয়েছিলো।

টীকা-২৩১. এবং শত্রুদের আধিক্য ও নিজেদের স্বল্পতার দরুন দুঃখ ও অস্থিরতা আসবেনা

টীকা-২৩২. কাজেই, সমস্ত উপায়-উপকরণের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিই দৃষ্টি রাখা এবং তাঁরই উপর নির্ভর করা উচিৎ।

টীকা-২৩৩. এ ভাবে যে, তাদের বড় বড় নেতৃবৃন্দ নিহত হবে ও গ্রেফতার হবে; যেমন বদরের যুদ্ধে এ ধরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিলো।

টীকা-২৩৪. মাস্আলাঃ এ পবিত্র আয়াতে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেই চড়া হারের উপর তিরস্কার সহকারে, যা সেই যমানায় প্রচলিত ছিলো। অর্থাৎ যখন মেয়াদ ফুরিয়ে যেতো এবং কর্জ গ্রহীতার নিকট কর্জ পরিশোধ করার কোন উপায় থাকতো না, তখন মহাজন কর্জের অর্থ বৃদ্ধি করে মেয়াদ বাড়িয়ে দিতো। আর এরূপ বার বারই করতো, যেমন এ দেশের সুদখোরেরাও করে থাকে

www.sunnibarta.com

মাস্‌আলাঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'গুনাহ্ কবীরাহ্'-র কারণে মানুষ ঈমান বহির্ভূত হয়না।

টীকা-২৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে ঈমানদারদেরকে এ মর্মে হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে যে, সুদ ইত্যাদি যা কিছু আল্লাহ্ নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোকে যেন হালাল জ্ঞান না করে। কেননা, অকাট্য হারামকে হালাল জ্ঞান করা কুফর।

টীকা-২৩৬. কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যেরই শামিল এবং রসূলের নির্দেশ অমান্যকারী আল্লাহ্‌র আনুগত্যকারী হতে পারেনা।

টীকা-২৩৭. তাওবা ও ফরযসমূহের সম্পাদন এবং আনুগত্য ও আমলের নিষ্ঠা অবলম্বন করে

টীকা-২৩৮. এটা জান্নাতের বিস্তৃতির বর্ণনা, এমনিভাবেই যেন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে। কেননা, তারা সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত বস্তু যা দেখেছে, সেটা আসমান ও যমীনই। এ থেকে তারা অনুমান করতে পারে যে, যদি আসমান ও যমীনকে স্তর স্তর ও ভাঁজ ভাঁজ করে জোড়া দেয়া যায় এবং সব ক'টিকে একটা মাত্র ভাঁজ করা হয়, তবে তা থেকে জান্নাতের বিস্তৃতি অনুমান করা যায় যে, জান্নাত কতই প্রশস্ত!

বাদশাহ্ হিরাক্লিয়াস হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হিস সালাম)-এর দরবারে লিখেছিলেন, "যখন জান্নাতের এ প্রশস্ততা যে, আসমান ও যমীন সেটার বিস্তৃতির মধ্যে এসে যায়, তখন দোযখ কোথায় রয়েছে?" হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জবাবে বলেছিলেন, "সুব্‌হানাল্লাহ্! যখন দিন আসে তখন রাত কোথায় থাকে?" এ ভাষা-অলংকার-সমৃদ্ধ উক্তির অর্থ অতি সুক্ষ্ম। প্রকাশ্য অর্থ হচ্ছে– সৌর চক্রের কারণে পৃথিবীর এক প্রান্তে যখন দিন হয়, তখন তার বিপরীত প্রান্তে রাত হয়।

অনুরূপভাবে, জান্নাত উপরের প্রান্তে এবং দোযখ হচ্ছে নিম্নপ্রান্তে। ইহুদীগণ এ প্রশ্নটা হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে করেছিলো। তিনিও এ জবাবটাই দিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে তারা বলেছিলো যে, তাওরীতেও অনুরূপভাবে বুঝানো হয়েছে। অর্থ এ যে, আল্লাহ্‌র কুদ্‌রত ও ইচ্ছার মধ্যে কিছুই অসম্ভব নয়। তিনি যে বস্তুকে যেখানে চান স্থাপন করেন। এটা মানুষের সংকীর্ণতা যে, কোন জিনিসের প্রশস্ততা দেখে অবাক হয়ে যায়। তখন জিজ্ঞাসা করতে থাকে- 'এমন বিরাটাকার বস্তু কোথায় সামলাবেন?'

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ ﴿١٣١﴾

১৩১. এবং ঐ আগুন থেকে বাঁচো, যা কাফিরদের জন্যই তৈরী রাখা হয়েছে (২৩৫)।

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾

১৩২. এবং আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত থাকো (২৩৬) এ আশায় যে, তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٣﴾

১৩৩. এবং (তোমরা) দ্রুত অগ্রসর হও (২৩৭) স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা এবং এমন বেহেশ্‌তের প্রতি যার প্রশস্ততায় সমস্ত আসমান ও যমীন এসে যায় (২৩৮), যা পরহেযগারদের জন্য তৈরী রাখা হয়েছে (২৩৯)।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٤﴾

১৩৪. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে সুখে ও দুঃখে (২৪০) এবং ক্রোধ-সংবরণকারীরা, মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনকারীরা এবং সৎব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্‌র প্রিয়।

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ۫ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۫ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾

১৩৫. এবং ঐসব লোক, যখন (তাদের) কেউ অশ্লীলতা কিংবা স্বীয় আত্মার প্রতি যুলুম করে (২৪১) তখন তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে স্বীয় গুনাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করে (২৪২); এবং আল্লাহ্ ব্যতীত গুনাহ্ কে ক্ষমা করবে? আর তারা জেনেবুঝে নিজেদের কৃত অপরাধের প্রতি পুনঃপুনঃ অগ্রসর হয়না।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো- "জান্নাত কি আসমানে, না যমীনে?" বললেন, "সেই কোন্ যমীন ও আসমান আছে, যাতে জান্নাতের স্থান সংকুলান হবে?" আরয করা হলো, "তবে কোথায়?" বললেন, "আসমানগুলোর উপরে, আরশের নীচে।"

টীকা-২৩৯. এ আয়াত এবং এর পূর্বেকার আয়াত– وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْٓ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ থেকে প্রমাণিত হলো যে, জান্নাত ও দোযখ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মওজুদ রয়েছে।

টীকা-২৪০. অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ব্যয় করেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, "তোমরা ব্যয় করো, তবে তো তোমাদের উপরও ব্যয় করা হবে।" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে দান করো, ফলে তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে অর্জন করবে।"

টীকা-২৪১. অর্থাৎ তাদের দ্বারা কোন 'কবীরাহ্' কিংবা 'সগীরাহ্' গুনাহ্ সংঘটিত হয়,

টীকা-২৪২. এবং তাওবা করবে ও গুনাহ্ থেকে বিরত থাকবে এবং ভবিষ্যতের জন্য তা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করবে; যেহেতু এগুলো হলো তাওবা কবুল হবার পূর্বশর্তাদির অন্তর্ভূক্ত।

www.sunnibarta.com

أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾

১৩৬. এমন ব্যক্তিবর্গের প্রতিদান হচ্ছে- তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা এবং (এমন) জান্নাতসমূহ (২৪৩) যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। (তারা) এগুলোর মধ্যে সর্বদা থাকবে এবং সৎকর্মকারীদের জন্য কতোই উত্তম পুরস্কার রয়েছে (২৪৪)!

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

১৩৭. তোমাদের পূর্বে কিছু রীতি ব্যবহারের মধ্যে এসেছে (২৪৫)। সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে ভ্রমণ করে দেখো- কি পরিণাম হয়েছে অস্বীকারকারীদের (২৪৬)!

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨﴾

১৩৮. এটা মানব জাতির জন্য স্পষ্ট বর্ণনা ও পথ-প্রদর্শন এবং পরহেযগারদের জন্য উপদেশ।

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

১৩৯. এবং না দুর্বল হও এবং না দুঃখিত হও (২৪৭); তোমরাই বিজয়ী হবে যদি ঈমান রাখো।

إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

১৪০. যদি তোমাদের নিকট (২৪৮) কোন কষ্ট পৌঁছে, তবে তারাও তো অনুরূপ পেয়েছিলো (২৪৯) এবং এ দিনগুলো হলো এমনই যে, সেগুলোতে আমি মানুষের জন্য পর্যায়ক্রমিক আবর্তন রেখেছি (২৫০) এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ পরিচয় করিয়ে দেবেন ঈমানদারদের (২৫১)। আর তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে শাহাদতের মর্যাদা দান করবেন; এবং আল্লাহ্ ভালবাসেননা অত্যাচারীদেরকে।

টীকা-২৪৩. শানে নুযূলঃ তায়হান নামক খোরমা (খেজুর) বিক্রেতার নিকট এক সুন্দরী মহিলা খোরমা খরিদ করার জন্য এসেছিলো। সে বললো, "এ খোরমাগুলো তো ভালো নয়, উৎকৃষ্ট খোরমা ঘরের ভিতর মওজুদ আছে।" এ অজুহাতে তাকে (মহিলা) লোকটি ঘরের ভিতর নিয়ে গেলো এবং জড়িয়ে ধরে মুখে চুম্বন করলো। মহিলাটি বললো, "আল্লাহ্কে ভয় করো!" এ কথা শুনতেই লোকটি তাকে ছেড়ে দিলো এবং লজ্জিত হলো। আর বিশ্বকুল সরদার হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা আরয করলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াতে করীমাহ্ – وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً الْآيَة নাযিল হয়েছে।

অন্য এক অভিমত হচ্ছে- এক আনসারী এবং এক সাক্বাফী (বনূ সাক্বীফ গোত্রের লোক)-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিলো। তাঁরা একে অপরকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। সাক্বাফী জিহাদে গিয়েছিলেন আর স্বীয় বাড়ী ঘরের দেখাশুনার দায়িত্ব তাঁর আনসারী ভাইকে সোপর্দ করেছিলেন। একদিন আনসারী মাংস নিয়ে আসলো। সাক্বাফীর স্ত্রী যখন মাংস লওয়ার জন্য হাত বাড়ালো, তখন আনসারী তার হাতে চুমু দিলো। কিন্তু চুমু দেয়া মাত্রই তার বড় লজ্জা ও অনুশোচনা হলো এবং সে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো। স্বীয় মাথায় মাটি নিক্ষেপ করলো, স্বীয় মুখমন্ডলের উপর চড় মারতে লাগলো। যখন সাক্বাফী জিহাদ থেকে ফিরে আসলেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট আনসারীর কুশলাদি জানতে চাইলেন। সে বললো, "খোদা এ ধরণের ভাই যেন বৃদ্ধি না করেন!" অতঃপর ঘটনা বর্ণনা করলো।

এদিকে আনসারী পাহাড়ে পাহাড়ে ক্রন্দনরত হয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করেই ঘুরাফেরা করছিলো। সাক্বাফী তাকে খোঁজ করে বিশ্বকুল সরদার হুযূর পাক (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর দরবারে নিয়ে গেলেন। তার প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৪৪. অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকারকারীদের জন্য উত্তম পরিণতি রয়েছে।

টীকা-২৪৫. পূর্ববর্তী উম্মতদের সাথে; যারা দুনিয়ার লোভ-লালসা ও এর স্বাদ লাভ করতে গিয়ে নবী ও রসূলগণের বিরোধিতা করেছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বহু অবকাশ দিয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও সৎপথে আসেনি। সুতরাং তাদেরকে ধ্বংস ও নির্মূল করে দিলেন।

টীকা-২৪৬. যাতে তোমাদের শিক্ষা লাভ হয়।

টীকা-২৪৭. এর উপর, যা উহুদ যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিলো;

টীকা-২৪৮. উহুদের যুদ্ধে

টীকা-২৪৯. বদরের যুদ্ধে। এতদ্সত্ত্বেও তারা হীনবল হয়নি এবং মুসলমানদের সাথে মুকাবিলা করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করেনি। সুতরাং তোমাদেরও হীনবল হওয়া এবং অলসতা করা উচিত হবেনা।

টীকা-২৫০. কখনো এক পক্ষের পালা আসে, আবার কখনো অন্য পক্ষের।

টীকা-২৫১. ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে, যেন তাদেরকে কষ্ট ও অকৃতকার্যতা আপন স্থান থেকে হটাতে না পারে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত পদে কোন প্রকার স্খলন আসতে না পারে।

www.sunnibarta.com

টীকা-২৫২ এবং তাদেরকে গুনাহ্ থেকে পবিত্র করবেন।

টীকা-২৫৩. অর্থাৎ কাফিরদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি যেসব দুঃখ-কষ্ট পৌঁছে, সেসব তো মুসলমানদের জন্য শাহাদাত ও গুনাহ্ থেকে পবিত্র করার শামিল। আর মুসলমানরা যেসব কাফিরকে হত্যা করেন,তাতো সেসব কাফিরের জন্য ধ্বংস ও তাদের মূলোৎপাটনই।

টীকা-২৫৪. অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কি ধরণের আঘাত বরণ করেন এবং কষ্ট সহ্য করেন। এতে ঐসব ব্যক্তির প্রতি তিরস্কার রয়েছে যারা উহুদ যুদ্ধের দিনে কাফিরদের সাথে মুকাবিলা না করে পলায়ন করেছিলো।

টীকা-২৫৫. শানে নুযূলঃ যখন বদর যুদ্ধের শহীদদের মর্যাদাসমূহ এবং তাঁদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ্র অসংখ্য পুরস্কার ও দয়ার কথা বর্ণনা করা হয়, তখন যেসব মুসলমান সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাদের মনে আফ্সোস হলো এবং তাঁরা এ আরজু ব্যক্ত করলেন- 'আহা! যদি কোন জ্বিহাদে তাঁদের উপস্থিত হবার সুযোগ হতো!' তাঁরাই হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে উহুদের ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য বারবার বলেছিলেন। তাঁদের প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

টীকা-২৫৬. এবং রসূলগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য রিসালতের প্রচার এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে দেয়াই; স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরদিন বিরাজ করা নয়।

টীকা-২৫৭. এবং তাঁদের অনুসারীরা তাঁদের পর নিজেদের ধর্মের উপর অটল ছিলো।

শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধে যখন কাফিরগণ ঘোষণা করলো, "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শহীদ হয়ে গেছেন;" আর শয়তান এ মিথ্যা গুজবকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলো, তখন সাহাবা কেরাম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের মধ্যে কিছু লোক পলায়ন করলেন। অতঃপর যখন ঘোষণা করা হলো যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিরাপদে রয়েছেন, তখন সাহাবা কেরামের একটা দল ফিরে আসলেন। হুযূর (দঃ) তাঁদেরকে বিপর্যয়ের জন্য তিরস্কার করলেন। তাঁরা আরয করলেন, "আমাদের মাতাপিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোন! আপনার শাহাদতের সংবাদ শুনে আমাদের মন ভেঙ্গে গিয়েছিলো এবং আমরা আর স্থির থাকতে পারিনি।" এর পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং এরশাদ করা হয়েছে যে, নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর পরও উম্মতদের উপর স্বীয় ধর্মের অনুসরণ করা অপরিহার্যই থেকে যায়। যদি বাস্তবেও অনুরূপ ঘটতো তবুও হুযূর (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ধর্মের অনুসরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা আবশ্যকীয় হয়ে থাকতো।

وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤١﴾

১৪১. এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে পরিচ্ছন্ন করবেন (২৫২) আর কাফিরদেরকে নিশ্চিহ্ন করবেন (২৫৩)।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾

১৪২. (তোমরা) কি এ ধারণায় রয়েছো যে, জান্নাতে চলে যাবে আর এখনো আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গাযীদের পরীক্ষা করেন নি এবং না ধৈর্যশীলদেরকেও পরীক্ষা করেছেন (২৫৪)?

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٣﴾ ع

১৪৩. এবং তোমরা তো মৃত্যু কামনা করতে সেটার সাথে সাক্ষাতের পূর্বে (২৫৫)। সুতরাং এখন তো তা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, তোমাদের সম্মুখে।

রুকূ' - পনের

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ اَفَاۡىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۭ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـــًٔا ۭ وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٤﴾

১৪৪. এবং মুহাম্মদ তো একজন রসূল (২৫৬)। তাঁর পূর্বে আরো রসূল গত হয়েছেন (২৫৭)। সুতরাং যদি তিনি ইন্তিকাল করেন কিংবা শহীদ হন, তবে কি তোমরা উল্টো পায়ে ফিরে যাবে? এবং যে উল্টো পায়ে ফিরে যাবে সে আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করবে না এবং অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার দেবেন (২৫৮)।

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۭ

১৪৫. এবং কেউ আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত মৃত্যুবরণ করতে পারেনা (২৫৯), সবার সময় লিপিবদ্ধ রয়েছে (২৬০)

টীকা-২৫৮. যারা ফিরে যায়নি এবং নিজেদের ধর্মের উপর অটল রয়েছে তাঁদেরকে কৃতজ্ঞ বলা হয়েছে। কেননা, তাঁরা স্বীয় অটলতা দ্বারা ইসলামরূপী নি'মাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। হযরত আলী মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলতেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দিক্ব (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হচ্ছেন 'আমীনুশ্ শাকেরীন' (কৃতজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমানতদার)।

টীকা-২৫৯. এ'তে জিহাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং মুসলমানদেরকে শত্রুর মুকাবিলায় এ মর্মে সাহস যোগানো হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত মরতে পারে না যদিও সে বিপদসঙ্কুল স্থান ও তুমুল যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রবেশ করে। আর যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন কোন তদ্বীরই বাঁচাতে পারেনা।

টীকা-২৬০. এর আগে পরে-হতে পারেনা।

www.sunnibarta.com

وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾

এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার পুরস্কার চায় (২৬১), আমি তা থেকে তাকে প্রদান করি এবং যে পরকালের পুরস্কার চায়, আমি তা থেকে তাকে প্রদান করি (২৬২) এবং অবিলম্বে আমি কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কার দান করবো।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾

১৪৬. এবং কতো নবীই জিহাদ করেছেন, তাদের সাথে অনেক আল্লাহ্ওয়ালা ছিলো। তারা এতে হীনবল হয়ে পড়ে নি ঐসব মুসীবতের দরুন, যেগুলো আল্লাহ্র পথে তাদের নিকট পৌঁছেছিলো; এবং না দুর্বল হয়েছে এবং না দমিত হয়েছে (২৬৩)। এবং ধৈর্যশীলগণ আল্লাহ্র নিকট প্রিয়ভাজন।

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾

১৪৭. এবং তারা কিছুই বলতোনা এ প্রার্থনা ব্যতীত (২৬৪), 'হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করো আমাদের গুনাহ্ এবং যেসব সীমালংঘন আমরা আমাদের কাজের মধ্যে করেছি (২৬৫) এবং আমাদের পদ অবিচল করো এবং আমাদেরকে এ কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করো (২৬৬)।'

فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾

১৪৮. অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার দিয়েছেন (২৬৭) এবং পরকালের সাওয়াবের সৌন্দর্যও (২৬৮); এবং পূণ্যবান লোকেরা আল্লাহ্র নিকট প্রিয়।

রুকূ' – ষোল

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾

১৪৯. হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কাফিরদের কথামতো চলো (২৬৯); তবে তারা তোমাদেরকে উল্টো পায়ে ফিরিয়ে দেবে (২৭০) অতঃপর (তোমরা) ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ফিরবে (২৭১)।

بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾

১৫০. বরং আল্লাহ্ তোমাদের প্রভু এবং তিনি সর্বোৎকৃষ্ট সাহায্যকারী।

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۗ وَبِئْسَ مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٥١﴾

১৫১. অনতিবিলম্বে আমি কাফিরদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করবো (২৭২); কারণ, তারা আল্লাহ্র (এমন) অংশীদার দাঁড় করিয়েছে যার উপর তিনি কোন জ্ঞান অবতীর্ণ করেন নি এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং কতোই নিকৃষ্ট ঠিকানা অন্যায়কারীদের!

টীকা-২৬১. এবং তার স্বীয় কর্ম ও আনুগত্য দ্বারা দুনিয়া অর্জনই উদ্দেশ্য হয়।

টীকা-২৬২. এ'তে প্রমাণিত হয় যে, নির্ভর নিয়তের উপরই। যেমন, বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-২৬৩. প্রত্যেক ঈমানদারের এমনই হওয়া উচিত।

টীকা-২৬৪. অর্থাৎ ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে এবং যুদ্ধক্ষেত্রসমূহে তাদের মুখ দিয়ে এমন কোন বাক্য বের হয়না, যার মধ্যে ভীতি, দুঃখ এবং অস্থিরতার লক্ষণও প্রকাশ পায়; বরং তাঁরা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকেন এবং প্রার্থনা করেন-

টীকা-২৬৫. অর্থাৎ ছোট ও বড় সব ধরণের গুনাহ্; এতদ্সত্ত্বেও যে, তাঁরা আল্লাহ্ ওয়ালা অর্থাৎ পরহেয্গার ছিলেন। তবুও গুনাহ্সমূহকে নিজেদের প্রতি সম্পৃক্ত করা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ এবং 'আব্দিয়াত' বা খোদার বান্দাসুলভ আচরণের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-২৬৬. এতে এ মাস্আলাটাও জানা গেলো যে, দো'আর ক্ষেত্রে প্রয়োজনের কথা আরয করার পূর্বে তাওবা ও ইস্তিগ্ফার করা দো'আর আদবসমূহের অন্তর্ভূক্ত।

টীকা-২৬৭. অর্থাৎ বিজয় ও সাফল্য।

টীকা-২৬৮. ক্ষমা, জান্নাত এবং প্রাপ্য অপেক্ষা অতিরিক্ত পুরস্কার ও সম্মান;

টীকা-২৬৯. চাই তারা ইহুদী বা খৃষ্টান হোক, কিংবা মুনাফিক অথবা মুশরিক।

টীকা-২৭০. কুফর এবং বে-দ্বীনীর প্রতি

টীকা-২৭১. মাস্আলাঃ এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের জন্য কাফিরদের থেকে আলাদা থাকা, তাদের পরামর্শ মতো কখনো কাজ না করা এবং তাদের কথামতো না চলা একান্ত অপরিহার্য।

টীকা-২৭২. উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে যখন আবূ সুফিয়ান প্রমূখ স্বীয় সৈন্যদল সহ মক্কাভিমুখে রওনা হয়েছিলো তখন তাদের এ জন্যই আফ্সোস হলো যে, তারা মুসলমানদেরকে কেন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়নি। পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত নিলো যে, ফিরে গিয়ে তাঁদেরকে সমূলে খতম করে দেবে। যখন এ প্রতিজ্ঞা তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হলো, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করলেন। ফলে, তাদের অন্তরে দারুন ভীতির সৃষ্টি হলো। আর তারা মক্কা মুকার্রমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলো। যদিও কারণ তো নির্দিষ্ট ছিলো, কিন্তু সেই আতঙ্ক জগতের সমস্ত কাফিরের অন্তরেই সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলতঃ দুনিয়ার সমস্ত কাফির মুসলমানদেরকে ভয় করে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহক্রমে, দ্বীন-ইসলাম সমস্ত ধর্মের উপর বিজয়ী।

www.sunnibarta.com

১৫২. এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করেই দেখিয়েছেন যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশক্রমে কাফিরদেরকে হত্যা করছিলে (২৭৩), এমনকি যখন তোমরা ভীরুতা প্রকাশ করেছিলে এবং হুকুমের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করেছিলে (২৭৪) আর আদেশ অমান্য করেছিলে (২৭৫) এরপর যে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে দেখিয়েছেন তোমাদের আনন্দের বস্তু (২৭৬) তোমাদেরই মধ্যে। তোমাদের মধ্যে কেউ দুনিয়া চাইতো (২৭৭) এবং তোমাদের মধ্যে কেউ আখিরাত কামনা করতো (২৭৮); অতঃপর তোমাদের মুখ তাদের দিক থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন- তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য (২৭৯) এবং নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন; এবং আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতি অনুগ্রহশীল।

১৫৩. যখন তোমরা মুখ তুলে চলে যাচ্ছিলে এবং পেছনে ফিরে কারো দিকে তাকাচ্ছিলে না আর অপর দলের মধ্য থেকে আমার রসূল তোমাদেরকে আহ্বান করছিলেন (২৮০); অতঃপর তোমাদেরকে দুঃখের পরিবর্তে দুঃখ দিয়েছেন (২৮১); আর ক্ষমার বার্তা এ জন্যই শুনিয়েছেন যেন যা হাতছাড়া হয়েছে ও যে বিপদ এসে পড়েছে তজ্জন্য (তোমরা) দুঃখ বোধ না করো এবং তোমাদের কার্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত।

১৫৪. অতঃপর তোমাদের প্রতি দুঃখের পর শান্তির নিদ্রা অবতারণ করেছেন (২৮২), যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিলো (২৮৩) এবং অন্য দল (২৮৪) স্বীয় প্রাণ রক্ষার চিন্তায় পড়েছিলো (২৮৫),

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗۤ اِذْ
تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ ۚ حَتّٰۤى اِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ
مِّنْۢ بَعْدِ مَاۤ اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ؕ
مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَ
مِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۚ
ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ
وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ
فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۵۲﴾

اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى
اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ
فِىْۤ اُخْرٰىكُمْ فَاَثَابَكُمْ غَمًّا
بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا
فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۵۳﴾

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى
طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ
اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ

টীকা-২৭৩. উহুদের যুদ্ধে।

টীকা-২৭৪. কাফিরদের বিপর্যয়ের পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে যেসব তীরন্দাজ ছিলেন, তাঁরা পরস্পর বলতে লাগলেন, "মুশরিকদের বিপর্যয় ঘটেছে। এখন এখানে অবস্থান করে কি করবো? চলো, কিছু গণীমতের মাল অর্জন করার চেষ্টা করি।" কেউ কেউ বললেন, ঘাঁটি ত্যাগ করোনা। রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) তাকীদ সহকারে নির্দেশ দিয়েছেন- "তোমরা স্বীয় স্থানেই অটল থাকবে। কোন অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ করবে না, যতক্ষণ না আমার নির্দেশ আসে।" কিন্তু লোকেরা গণীমতের মালের জন্য ছুটে গেলো এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে মাত্র দশ জনেরও কম সাহাবী অটল রইলেন।

টীকা-২৭৫. অর্থাৎ ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছিলে এবং গণীমতের মাল অর্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে।

টীকা-২৭৬. অর্থাৎ কাফিরদের বিপর্যয়।

টীকা-২৭৭. যারা ঘাঁটি ছেড়ে গণীমতের মাল অর্জন করার জন্য ছুটে গিয়েছিলো

টীকা-২৭৮. যাঁরা তাঁদের আমীর আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়র (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে স্ব স্ব স্থানে অটল থেকে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন;

টীকা-২৭৯. এবং যেন বিপদে তোমাদের ধৈর্যশীল ও অটল থাকার পরীক্ষা হয়ে যায়।

টীকা-২৮০. এ বলে, "হে আল্লাহ্র বান্দারা! আমার দিকে এসো।"

টীকা-২৮১. অর্থাৎ তোমরা রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিপরীত কাজ করে তাঁকে যেই দুঃখ দিয়েছিলে তার পরিবর্তে তোমাদেরকে বিপর্যয়ের গ্লানি ভোগ করান।

টীকা-২৮২. যে আতঙ্ক ও ভয় তাঁদের অন্তরে ছিলো তা আল্লাহ্ তা'আলা দূরীভূত করেছিলেন এবং নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে তাঁদের প্রতি নিদ্রা অবতীর্ণ করেন। এমন কি মুসলমানদের চোখে তন্দ্রা এসে গেলো এবং তাঁরা নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। হযরত আবূ তালহা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, "উহুদ যুদ্ধের দিন নিদ্রা আমাদেরকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিলো যে, আমরা যুদ্ধের ময়দানেই ছিলাম; তলোয়ার আমাদের হাত থেকে পড়ে যেতো। আমরা তা তুলে নিতাম অতঃপর আবার পড়ে যেতো।"

টীকা-২৮৩. এবং সে দলটি প্রকৃত ঈমানদারদেরই ছিলো

টীকা-২৮৪. যারা মুনাফিক ছিলো

টীকা-২৮৫. এবং তারা ভয়ে বিচলিত ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা সেখানে মু'মিনদেরকে মুনাফিকদের থেকে এভাবে পৃথক করে দিলেন যে, মু'মিনদের উপরতো নিরাপত্তা ও শান্তির নিদ্রা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো আর অন্যদিকে মুনাফিকগণ ভয় ও হতাশার মধ্যে নিজেদের প্রাণের ভয়ে আতঙ্কিত ছিলো। মূলতঃ এটা ছিলো এক মহান নিদর্শন এবং সুস্পষ্ট মু'জিযা।

www.sunnibarta.com

يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۵۴﴾

আল্লাহ্ সম্পর্কে অমূলক ধারণা করতো (২৮৬) জাহেলিয়াতের ধারণার মতো। তারা বলতো, 'আমাদেরও কি এ কাজে কোনরূপ ইখ্তিয়ার আছে?' আপনি বলে দিন, 'ইখতিয়ার তো সবই আল্লাহ্র (২৮৭)।' (তারা) নিজেদের অন্তরে গোপন রাখে (২৮৮) যা তোমাদের নিকট প্রকাশ করেনা। (তারা) বলে, 'যদি আমাদের কোন ইখতিয়ার থাকতো (২৮৯) তবে আমরা এখানে নিহত হতামনা।' আপনি বলে দিন, 'যদি তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান করতে, তবুও যাদের নিহত হওয়া লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তারা স্বীয় নিহত হওয়ার স্থান পর্যন্ত বের হয়ে আসতো (২৯০)।' এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরের কথা পরীক্ষা করবেন এবং যা কিছু তোমাদের অন্তরসমূহে রয়েছে (২৯১) তা প্রকাশ করে দেবেন এবং আল্লাহ্ অন্তরের কথা জানেন (২৯২)।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿۱۵۵﴾

১৫৫. নিশ্চয় তোমাদের মধ্য থেকে যারা ফিরে গেছে (২৯৩), যেদিন উভয় পক্ষের সৈন্যরা মুখোমুখি হয়েছিলো, শয়তানই তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিলো তাদের কোন কোন কৃতকর্মের কারণে (২৯৪) এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা-পরায়ণ, সহনশীল।

রুকূ' - সতের

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا ۚ لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۱۵۶﴾

১৫৬. হে ঈমানদারগণ! ঐ কাফিরদের (২৯৫) মতো হয়োনা, যারা তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছে, যখন তারা সফর কিংবা জিহাদে গেছে (২৯৬) '(তারা) যদি আমাদের নিকট থাকতো তবে না মারা যেতো, এবং না নিহত হতো।' এ জন্যই যে, আল্লাহ্ তাদের অন্তরে এর আফ্সোস (বদ্ধমূল করে) রাখবেন। আর আল্লাহ্ জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান (২৯৭); এবং আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম দেখছেন।

জন্য আফসোস করাকে,

টীকা-২৮৯. এবং আমরা যদি বুঝতে পারতাম তবে আমরা ঘর থেকে বের হতাম না; মুসলমানদের সাথে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসতাম না এবং আমাদের নেতাও মারা যেতো না। প্রথমোক্ত উক্তির বক্তা হচ্ছে- 'আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল (মুনাফিক)' আর এ উক্তির প্রবক্তা হলো- 'মু'আত্তাব ইবনে ক্বোশায়র।'

টীকা-২৯০. এবং নিজ নিজ ঘরে বসে থাকা মোটেই ফলপ্রসূ হতোনা। কেননা, অদৃষ্টের বিধানের সামনে তদ্বীর ও কৌশল অবলম্বন অকেজো।

টীকা-২৯১. খাঁটি বিশ্বাস কিংবা মুনাফিকী

টীকা-২৯২. তাঁর নিকট কিছুই গোপন নয় এবং এই পরীক্ষা হলো অন্যান্যদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যেই।

টীকা-২৯৩. এবং উহুদের যুদ্ধে পলায়ন করেছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তেরজন কিংবা চৌদ্দজন সাহাবী ব্যতীত কেউ অবশিষ্ট থাকেনি।

টীকা-২৯৪. অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশের বরখেলাফ করে স্বীয় ঘাঁটি ত্যাগ করেছিলেন।

টীকা-২৯৫. অর্থাৎ ইবনে উবাই প্রমুখ মুনাফিক।

টীকা-২৯৬. এবং সফরে মৃত্যুবরণ করেছে কিংবা জিহাদে শহীদ হয়ে গেছে।

টীকা-২৯৭. জীবন-মরণ তাঁরই ইখতিয়ারে। তিনি ইচ্ছা করলে মুসাফির এবং গাযীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন এবং (ইচ্ছা করলে) নিরাপদে ঘরে অবস্থানরত ব্যক্তিকে মৃত্যু প্রদান করেন। সেই মুনাফিকদের নিকট বসে থাকা কি কাউকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে? আর জিহাদে গেলেও বা কখন মৃত্যু অনিবার্য হয়? বস্তুতঃ কেউ জিহাদে গিয়ে যদি শহীদও হয় তবে ঐ মৃত্যু ঘরের মৃত্যু অপেক্ষা বহুগুণ বেশী উত্তম। সুতরাং মুনাফিকদের এ উক্তিটা ভিত্তিহীন এবং প্রতারণা করা মাত্র। আর তাদের উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানদের মনে জিহাদের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করা; যেমন সামনের আয়াতে এরশাদ হচ্ছে-

www.sunnibarta.com

টীকা-২৯৮. এবং মনে করো, সে ধরণের ঘটনা যদি ঘটেও যায়, যেটার তোমাদেরকে ভয় দেখানো হচ্ছে,

টীকা-২৯৯. যা আল্লাহ্‌র পথে মৃত্যুবরণ করলে অর্জিত হয়,

টীকা-৩০০. এখানে 'আবদিয়াত' (বান্দা হওয়া)-এর স্তর তিনটারই বর্ণনা করা হয়েছেঃ

প্রথম স্তরতো এটাই যে, বান্দা দোযখের ভয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। তখন তাকে দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেয়া হবে। সেটার প্রতি لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ — (আল্লাহ্‌র ক্ষমা)-এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বান্দা তারাই, যারা বেহেশ্‌ত লাভের আকাংখায় আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। আর সেটার প্রতি وَرَحْمَةٌ (এবং অনুগ্রহ)-এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, 'রহমত'ও জান্নাতের একটা নাম।

তৃতীয় প্রকারের ঐসব খাঁটি বান্দাই, যাঁরা আল্লাহ্‌র ইশ্‌কে (অভিভূত হয়ে) এবং তাঁরই পাক যাতের ভালবাসায় (বিভোর হয়ে) তাঁর ইবাদত করেন। আর তাঁদের উদ্দেশ্য 'আল্লাহ্‌র যাত' ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাঁদেরকে আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় উচ্চ মর্যাদার পরিমণ্ডলে স্বীয় তাজাল্লী (জ্যাতি) দান করে ধন্য করবেন। সেটার প্রতি-

لَاۤ اِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ-

(আল্লাহ্‌রই দিকে তোমরা উত্থিত হবে)-এর মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে

টীকা-৩০১. এবং আপনার পবিত্র মেজাজে এমনি পর্যায়ের করুণা ও উদারতা, সহানুভূতি ও অনুগ্রহ হয়েছে যে, আপনি উহুদের দিন ক্রোধান্বিত হননি।

টীকা-৩০২. এবং কঠোরতা ও রূঢ়তা সহকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন,

টীকা-৩০৩. যেন আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করেন।

টীকা-৩০৪. কেননা, এতে তাদের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশও রয়েছে এবং তাদেরকে মর্যাদা প্রদানও। অধিকন্তু, এ উপকারও রয়েছে যে, পরামর্শ করা সুন্নাত হয়ে যাবে এবং উম্মতগণ ভবিষ্যতে এটা দ্বারা উপকার গ্রহণ করতে থাকবে। مشورہ মানে- 'কোন বিষয়ে রায় জিজ্ঞাসা করা।'

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ
رَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

১৫৭. এবং নিশ্চয় যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হও অথবা মৃত্যুবরণ করো (২৯৮) তবে আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও অনুগ্রহ (২৯৯) তাদের সমস্ত ধন-দৌলত অপেক্ষা শ্রেয়।

وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى
اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ ﴿۱۵۸﴾

১৫৮. এবং যদি তোমরা মৃত্যুবরণ করো কিংবা নিহত হও, তবে আল্লাহ্‌রই দিকে তোমরা উত্থিত হবে (৩০০)।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ
عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿۱۵۹﴾

১৫৯. অতঃপর কেমনই আল্লাহ্‌র কিছু দয়া হয়েছে যে, হে মাহ্‌বূব! আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন (৩০১)। আর যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন (৩০২) তবে তারা নিশ্চয় আপনার আশপাশ থেকে পেরেশান হয়ে যেতো। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য সুপারিশ করুন (৩০৩)। আর কার্যাদিতে তাদের সাথে পরামর্শ করুন (৩০৪)! এবং যখন কোন কাজের ইচ্ছা পাকাপোক্ত করবেন তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করুন (৩০৫)। নিঃসন্দেহে, নির্ভরকারীরা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন।

اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ
وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ
مِّنْۢ بَعْدِهٖ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۶۰﴾

১৬০. যদি আল্লাহ্‌ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে কেউ তোমাদের উপর জয়ী হতে পারবেনা (৩০৬) আর যদি তিনি তোমাদের পরিত্যাগ করেন, তবে এমন কে আছে, যে এরপর তোমাদের সাহায্য করবে? এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা থাকা চাই।

মাস্‌আলাঃ এ থেকে ইজ্‌তিহাদের বৈধতা এবং 'ক্বিয়াস' শরীয়তের দলীল (حجت) হওয়া প্রমাণিত হলো। (মাদারিক ও খাযিন)

টীকা-৩০৫. توكّل (তাওয়াক্‌কুল) মানে হচ্ছে- 'মহামহিম আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর নির্ভর করা এবং কার্যাদি তাঁরই উপর সোপর্দ করে দেয়া।' উদ্দেশ্য এ যে, সমস্ত কাজের মধ্যে বান্দাদের ভরসা আল্লাহ্‌র উপরই হওয়া উচিত।

মাস্‌আলাঃ এ'তে বুঝা গেলো যে, 'পরামর্শ করা' তাওয়াক্‌কুলের পরিপন্থী নয়।

টীকা-৩০৬. এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য সে ব্যক্তিই পায়, যে স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্যের উপর ভরসা করেনা, (বরং) আল্লাহ্‌রই শক্তি ও রহমতের প্রত্যাশী হয়ে থাকে।

www.sunnibarta.com

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ؕ وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۱۶۱﴾

১৬১. এবং কোন নবীর প্রতি এ ধারণা হতে পারেনা যে, তিনি কিছু গোপন রাখবেন (৩০৭)। এবং যে ব্যক্তি কিছু গোপন রাখবে, সে ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় গোপন করা বস্তু নিয়ে আসবে। তারপর প্রত্যেককে তার উপার্জন পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে এবং তাদের উপর যুলুম হবেনা।

اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ كَمَنْۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۶۲﴾

১৬২. তবে কি যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলেছে (৩০৮), সে তারই মতো হবে, যে আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হয়েছে (৩০৯) এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম? এবং তা কতোই নিকৃষ্ট জায়গা প্রত্যাবর্তনের!

هُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۶۳﴾

১৬৩. তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকট বিভিন্ন স্তরের (৩১০); এবং আল্লাহ্ তাদের কাজ প্রত্যক্ষ করছেন।

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱۶۴﴾

১৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্‌র মহান অনুগ্রহ হয়েছে (৩১১) মুসলমানদের উপর যে, তাদের মধ্যে তাদেরই মধ্য থেকে (৩১২) একজন রসূল (৩১৩) প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন (৩১৪) এবং তাদেরকে পবিত্র করেন (৩১৫) আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দান করেন (৩১৬) এবং তারা নিশ্চয় এর পূর্বে স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিলো (৩১৭)।

اَوَلَمَّاۤ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ؕ

১৬৫. যখন তোমাদের নিকট কোন মুসীবত পৌঁছে (৩১৮); অথচ তোমরা এর দ্বিগুণ পৌঁছিয়েছো (৩১৯), তখন কি তোমরা এ কথা বলতে থাকবে যে, 'এটা কোত্থেকে এসেছে (৩২০)?'

টীকা-৩০৭. কেননা, এটা নবূয়তের মর্যাদার পরিপন্থী এবং নবীগণ সবাই 'মা'সূম' বা নিষ্পাপ। তাঁদের দ্বারা এরূপ কিছুতেই সম্ভবপর নয়– না ওহীর মধ্যে, না ওহী ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে। আর যে কোন ব্যক্তি কিছু গোপন রাখে তার পরিণামের কথা এ আয়াতের মধ্যে সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে।

টীকা-৩০৮. এবং তাঁরই আনুগত্যে অস্বীকৃতি থেকে বিরত রয়েছে। যেমন (বিরত থাকেন) মুহাজিরগণ, আনসার (সাহাবীগণ) এবং উম্মতের সৎ বান্দাগণ।

টীকা-৩০৯. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে, যেমন (অবাধ্য হয়) মুনাফিক ও কাফিররা।

টীকা-৩১০. প্রত্যেকের মর্যাদা এবং তার স্থান পরস্পর আলাদা- সৎ-এরর আলাদা, অসৎ-এর আলাদা।

টীকা-৩১১. مِنَّت (মিন্নাত) মহান অনুগ্রহকে বলা হয় এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে প্রেরণ করা বৃহত্তম নি'মাত। কেননা, সৃষ্টির জন্ম মূর্খতা, বুদ্ধিহীনতা, বুঝশক্তির স্বল্পতা এবং অপরিপূর্ণ বিবেকের উপরই হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-কে তাদের মধ্যে প্রেরণ করে তাদেরকে গোমরাহী থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আর হুযূর (দঃ)-এর বদৌলতে তাদেরকে দৃষ্টিশক্তি দান করে মূর্খতা থেকে বের করেছেন আর তাঁরই মাধ্যমে সরল সঠিক পথের দিশা দান করেছেন এবং তাঁরই মাধ্যমে অসংখ্য নি'মাত দান করেছেন।

টীকা-৩১২. অর্থাৎ তাদের অবস্থার উপর স্নেহ ও দয়া প্রদর্শনকারী এবং তাদের জন্য গৌরব ও আভিজাত্যের কারণ, যাঁর অবস্থাদি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, খোদাভীরুতা, সততা, ধর্মপরায়ণতা, স্বভাব-চরিত্রের সুন্দর ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল হয়।

টীকা-৩১৩. বিশ্বকুল সরদার শেষনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)

টীকা-৩১৪. এবং তাঁর মহান কিতাব, প্রশংসিত 'ফোরক্বান' (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী গ্রন্থ) ক্বোরআন শরীফ তাদেরকে শুনান; অথচ তাদের কান ইতিপূর্বে কখনো আল্লাহ্‌র কালাম (বাণী) ও আসমানী ওহী শুনেনি।

টীকা-৩১৫. কুফর ও পথভ্রষ্টতা, হারাম ও গুনাহ্‌র কার্যাদি সম্পাদন করা, অপছন্দনীয় স্বভাব ও ঘৃণ্য কর্মশক্তি এবং অন্ধকাররূপী প্রবৃত্তিসমূহ থেকে

টীকা-৩১৬. এবং নাফ্‌সের কর্মগত ও জ্ঞানগত উভয় প্রকারের শক্তিতে পূর্ণতা দান করেন।

টীকা-৩১৭. অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যা এবং ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতোনা এবং মূর্খতা ও অন্ধত্বের মধ্যে নিমগ্ন ছিলো।

টীকা-৩১৮. যেমন উহুদের যুদ্ধে পৌঁছেছিলো। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে সত্তর জন নিহত হয়েছে।

টীকা-৩১৯. বদরের যুদ্ধে। অর্থাৎ তোমরা সত্তর জনকে হত্যা করেছো আর সত্তর জনকে গ্রেফতার করেছো।

টীকা-৩২০. এবং কেন পৌঁছলো, যখন আমরাতো মুসলমানই এবং আমাদের মাঝে আল্লাহ্‌র রসূল বিরাজমান রয়েছেন?

www.sunnibarta.com

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

(হে হাবীব!) আপনি বলে দিন, 'সেটা তোমাদের তরফ থেকে এসেছে (৩২১)।' নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছু করতে পারেন।

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾

১৬৬. এবং ঐ মুসীবত, যা তোমাদের উপর এসেছে (৩২২) যেদিন উভয় সৈন্যদল (৩২৩) পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিলো, তা আল্লাহ্র নির্দেশে ছিলো। আর এ জন্য যে, পরিচয় করিয়ে দেবেন ঈমানদারদের।

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

১৬৭. এবং এ জন্য যে, পরিচয় করিয়ে দেবেন তাদের, যারা মুনাফিক হয়েছে (৩২৪) এবং তাদেরকে (৩২৫) বলা হয়েছে, 'এসো (৩২৬)! আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো কিংবা শত্রুদেরকে হটিয়ে দাও (৩২৭)!' (তারা) বললো, 'যদি আমরা লড়াই হবে জানতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম।' আর সেদিন তারা বাহ্যিক ঈমানের চেয়ে প্রকাশ্য কুফরের অধিকতর নিকটে ছিলো। (তারা) স্বীয় মুখে তাই বলে, যা অন্তরে নেই এবং আল্লাহ্র জানা আছে যা তারা গোপন করছে (৩২৮)।

الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৮. তারাই, যারা আপন ভাইদের সম্পর্কে (৩২৯) বলেছে অথচ নিজেরা যুদ্ধ থেকে বিরত ছিলো, 'তারা যদি আমাদের কথা মানতো (৩৩০), তবে নিহত হতোনা।' আপনি বলে দিন,' তবে তোমরা তোমাদের মৃত্যুকে ঠেকাও যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৩৩১)।'

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

১৬৯. এবং যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয়েছে (৩৩২), কখনো তাদেরকে মৃত বলে ধারণা করোনা; বরং তারা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট জীবিত রয়েছে, জীবিকা পায় (৩৩৩)।

টীকা-৩২১. অর্থাৎ তোমরা রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনা তৈয়্যবাহ্ থেকে বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্য বারংবার অনুরোধ করেছো। অতঃপর সেখানে পৌঁছার পর হুযূর (দঃ)-এর কঠোর নিষেধ সত্ত্বেও গণীমতের মালের জন্য ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছো। এগুলোই তোমাদের শহীদ হবার এবং বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে।

টীকা-৩২২. উহুদের যুদ্ধে

টীকা-৩২৩. মু'মিন এবং মুশরিকদের

টীকা-৩২৪. অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিক পরস্পর পৃথক হয়ে গেছে।

টীকা-৩২৫. অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল প্রমূখ মুনাফিক।

টীকা-৩২৬. মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করো এবং ধর্মরক্ষার নিমিত্তই

টীকা-৩২৭. স্বীয় পরিবারবর্গ ও মাল দৌলত রক্ষা করার জন্য!

টীকা-৩২৮. অর্থাৎ মুনাফিকী।

টীকা-৩২৯. অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের শহীদগণ, যাঁরা বংশগতভাবে তাদের ভাই ছিলো। তাঁদের সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই প্রমূখ মুনাফিক।

টীকা-৩৩০. এবং আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদে না যেতো কিংবা গিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসতো

টীকা-৩৩১. বর্ণিত হয় যে, যে দিন মুনাফিকগণ একথা বলেছিলো সেদিনই সত্তর জন মুনাফিক মরে গিয়েছিলো।

টীকা-৩৩২. শানে নুযূলঃ অধিকাংশ তাফসীরকারকের মতে, এ আয়াত উহুদ যুদ্ধের শহীদদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের ভাইগণ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রূহগুলোর জন্য সবুজ পাখীর দেহ-কাঠামো দান করেন; তারা বেহেশতের নহরসমূহের উপর উড়ে বেড়ায়, বেহেশতী ফলমূল আহার করে, সোনালী প্রদীপসমূহ, যেগুলো আরশের নীচে ঝুলানো রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অবস্থান করে, তারা পানাহার ও অবস্থানের জন্য পবিত্র ও আরামদায়ক ব্যবস্থা লাভ করেছে, তখন তারা বললো, "আমাদের ভাইদেরকে এ খবর কে দেবে যে, আমরা বেহেশতে জীবিত আছি? যাতে তারা বেহেশ্ত অর্জনের ক্ষেত্রে অনাসক্ত না হয় এবং জিহাদের ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে না থাকে।" আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "আমি তাদেরকে তোমাদের খবর পৌঁছাবো।" অতঃপর এ আয়াত শরীফ নাযিল করেন। (আবূ দাউদ শরীফ)।

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, 'রূহগুলো' স্থায়ী, দেহ বিলীন হওয়ার সাথে রূহ বিলীন হয়না।

টীকা-৩৩৩. এবং জীবিতদের ন্যায় পানাহার, করে আরাম উপভোগ করে। আয়াতের বাচনভঙ্গী এ কথাই প্রমাণ করে যে, জীবন 'রূহ' এবং 'শরীর' উভয়ের জন্যই হয়। আলিমগণ বলেছেন যে, শহীদদের দেহ তাঁদের কবরে সংরক্ষিত থাকে। মাটি সেগুলোর কোন ক্ষতি করেনা এবং সাহাবা কেরাম ও তাঁদের

www.sunnibarta.com

পরবর্তী যুগে বহু ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, যখনই কোন শহীদের কবর খুলে গেছে তখন তাঁদের দেহ অবিকল তরুতাজাই পাওয়া গেছে। (খাযিন ইত্যাদি)

টীকা-৩৩৪. অনুগ্রহ, মর্যাদা, পুরস্কার, কল্যাণ এবং মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন, স্বীয় নৈকট্য দান করেছেন, বেহেশ্‌তের জীবিকা ও এর নি'মাতসমূহ দান করেছেন এবং ঐসব মর্যাদা অর্জন করার জন্য শাহাদাত বরণের তৌফিক দিয়েছেন।

টীকা-৩৩৫. এবং পৃথিবীতে তারা ঈমান ও পরহেয্‌গারীর উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যখন শহীদ হবে, তখন তাদের সাথে মিলিত হবে এবং রোজ-ক্বিয়ামতে নিরাপদে ও শান্তি সহকারে উঠানো হবে।

টীকা-৩৩৬. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "খোদার পথে যার শরীরে যখম লেগেছে, সে ক্বিয়ামতের দিন অনুরূপই উত্থিত হবে, যেমন তার শরীরে যখম লাগার সময়ে ছিলো। তার রক্তে মেশকের সুগন্ধ থাকবে; অথচ রং হবে রক্তের।"

তিরমিযী ও নাসাঈর হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, শহীদ হওয়ার সময় শহীদগণ কতলের কষ্ট অনুভব করেন না। অবশ্য শুধু এতটুকুই অনুভব করে যেমন কেউ তাঁদেরকে আঁচড় দিয়েছে।

فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٧١﴾ ع

১৭০. তারা উৎফুল্ল এরই উপর, যা আল্লাহ্ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহক্রমে দান করেছেন (৩৩৪) এবং আনন্দ উদযাপন করেছে তাদের পরবর্তীদের জন্য, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি (৩৩৫), এ কারণে যে, তাদের না কোন আশংকা আছে এবং না কোন দুঃখ।

১৭১. তারা আনন্দ উদ্‌যাপন করে আল্লাহ্‌র নি'মাত ও অনুগ্রহের উপর এবং এ জন্য যে, আল্লাহ্ মুসলমানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না (৩৩৬)।

রুকূ' – আঠার

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ۛ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿١٧٢﴾ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

১৭২. ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাযির হয়েছে এরপর যে, তারা যখমপ্রাপ্ত হয়েছিলো (৩৩৭); তাদের মধ্যেকার নেক্‌কার ও পরহেয্‌গারদের জন্য মহা সাওয়াব রয়েছে।

১৭৩. ঐসব লোক, যাদেরকে লোকেরা বলেছে (৩৩৮), 'লোকেরা (৩৩৯) তোমাদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়েছে; সুতরাং তাদেরকে ভয় করো।' অতঃপর তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং (তারা) বললো, 'আল্লাহ্‌ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' আর (তিনি) কতোই উত্তম কর্মব্যবস্থাপক (৩৪০)!

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কর্জ ব্যতীত শহীদের সব গুনাহ্ মার্জিত হয়ে যাবে।

টীকা-৩৩৭. শানে নুযূলঃ উহুদ-যুদ্ধ থেকে অবসর গ্রহণের পর যখন আবূ সুফিয়ান তার সঙ্গীদের সাথে 'রাওহা' নামক স্থানে পৌঁছলো তখন তাদের আফসোস হলো যে, কেন তারা ফিরে আসলো, মুসলমানদেরকে কেন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে এলোনা! এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা পুনর্গমনের ইচ্ছা করলো। বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আবূ সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য রওনা দেবার ঘোষণা করলেন। সাহাবা কেরামের একটা দল, যাঁরা সংখ্যায় সত্তরজন ছিলেন এবং যাঁরা উহুদের যুদ্ধে সমূহ যখম দ্বারা জর্জরিত ছিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে হাযির হলেন। আর হুযূর (দঃ) এ দলটিকে সাথে নিয়ে আবূ সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য বের হয়ে গেলেন।

যখন হুযূর 'হামরা-আল্-আসাদ' নামক স্থানে পৌঁছলেন, যা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত, সেখানে জানতে পারলেন যে, মুশরিকগণ আতংকিত ও ভীত হয়ে পালিয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৩৮. অর্থাৎ ন'ঈম ইবনে মাস'ঊদ আশ্‌জা'ঈ।

টীকা-৩৩৯. অর্থাৎ আবূ সুফিয়ান প্রমূখ মুশ্‌রিক।

টীকা-৩৪০. শানে নুযূলঃ উহুদের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের অবস্থায় আবূ সুফিয়ান বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে বললো, "আগামী বছর আপনার সাথে আমাদের বদর প্রান্তরে যুদ্ধ হবে।" হুযূর (দঃ) তার উত্তরে ঘোষণা করলেন, "ইন্‌শাআল্লাহ।" যখন সেই সময় আসলো এবং আবূ সুফিয়ান মক্কাবাসীদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের জন্য বের হলো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করলেন এবং তারা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলো।

ইত্যবসরে, ন'ঈম ইবনে মাস'ঊদ আশজা'ঈর সাথে আবূ সুফিয়ানের সাক্ষাৎ হলো। সে ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে (মক্কা শরীফে) গিয়েছিলো। আবূ সুফিয়ান

www.sunnibarta.com

তাকে বললো, "হে ন'ঈম! এ সময় বদর প্রান্তরে আমার সাথে হযরত মুহাম্মদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর যুদ্ধের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে আছে। কিন্তু এখন আমার এটাই সমীচীন মনে হচ্ছে যে, আমি যুদ্ধে যাবো না; বরং ফিরে যাবো। তুমি মদীনায় যাও এবং কলা-কৌশলের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাওয়া থেকে বিরত রাখো। এর বিনিময়ে আমি তোমাকে দশটা উট দেবো।"

ন'ঈম মদীনা শরীফে পৌঁছে দেখলো যে, মুসলমানগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সে তাঁদেরকে বলতে লাগলো, "তোমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যেতে চাচ্ছো! মক্কাবাসীরা তোমাদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যদল জমায়েত করেছে। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমাদের মধ্য থেকে একজনও ফিরে আসবেনা।"

বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "খোদার শপথ, আমি অবশ্যই যাবো যদিও আমার সাথে কেউই না থাকে।" অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সত্তরজন আরোহী সঙ্গে নিয়ে حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (অর্থাৎ আমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট এবং তিনি অতি উত্তম কর্মব্যবস্থাপক) বলে রওনা দিয়ে বদর-প্রান্তরে পৌঁছলেন। সেখানে আট রাত অবস্থান করলেন। ব্যবসার সামগ্রী সাথে ছিলো, সেগুলো বিক্রি করলেন। খুব লাভ হলো এবং বিশ্বকুল সরদার (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) নিরাপদে ও প্রচুর অর্থ-সম্পদ সহকারে মদীনা তৈয়্যবায় ফিরে আসলেন। যুদ্ধ হয়নি। কারণ, আবূ সুফিয়ান ও মক্কাবাসীরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মক্কা শরীফে ফিরে গিয়েছিলো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৪১. শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে ব্যবসায় লাভ অর্জন করে

টীকা-৩৪২. এবং শত্রুর মুকাবিলার জন্য বীরত্বের সাথে বের হয়েছে এবং জিহাদের সাওয়াব পেয়েছে।

টীকা-৩৪৩. যে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও যুদ্ধ-প্রস্তুতির তৌফিক দিয়েছেন। আর মুশরিকদের অন্তরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছেন। ফলে, তারা যুদ্ধ করার সাহস পায়নি এবং রাস্তা থেকে ফিরে গেছে।

টীকা-৩৪৪. এবং মুসলমানদেরকে মুশরিকদের সংখ্যাধিক্যের ভয় প্রদর্শন করে। যেমন- ন'ঈম মাস্‌'উদ আশ্‌জা'ঈ করেছিলো।

টীকা-৩৪৫. অর্থাৎ মুনাফিক ও মুশরিকগণ, যারা শয়তানের বন্ধু, তাদেরকে ভয় করোনা।

টীকা-৩৪৬. কেননা, ঈমানের দাবীই হচ্ছে বান্দাদের অন্তরে শুধু আল্লাহ্‌রই ভয় হোক।

টীকা-৩৪৭. চাই তারা কোরাঈশী কাফির হোক অথবা মুনাফিক কিংবা ইহুদীদের নেতৃবৃন্দ অথবা ধর্মত্যাগী। তারা আপনার সাথে মুকাবিলা করার জন্য যত সৈন্যই জমায়েত করুক না কেন, কখনো সফলকাম হবে না।

فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ ۙ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۷۴﴾

১৭৪. অতঃপর তারা ফিরে গেলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও করুণাক্রমে (৩৪১) যে, তাদেরকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উপর চলেছে (৩৪২)। আর আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল (৩৪৩)।

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۷۵﴾

১৭৫. তারাতো শয়তানই যে, আপন বন্ধুদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে (৩৪৪)। সুতরাং তাদেরকে ভয় করোনা (৩৪৫) এবং আমাকেই ভয় করো যদি ঈমান রাখো (৩৪৬)।

وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ ۚ اِنَّهُمْ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۷۶﴾

১৭৬. হে মাহবূব! আপনি তাদের জন্য কোন দুঃখ করবেন না যারা কুফরের উপর দৌড়াচ্ছে (৩৪৭)। তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবেনা এবং আল্লাহ্ চান যে, পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ রাখবেন না (৩৪৮) আর তাদের জন্য মহা শাস্তি রয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۱۷۷﴾

১৭৭. নিশ্চয় যারা ঈমানের বিনিময়ে কুফর ক্রয় করেছে (৩৪৯), (তারা) আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পাররে না এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ؕ اِنَّمَا نُمْلِىْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ﴿۱۷۸﴾

১৭৮. এবং কখনো কাফিরদের এ ধারণায় থাকা উচিৎনয় যে, আমি তাদেকে যেই অবকাশ দিই তা তাদের জন্য কিছু মঙ্গল। আমিতো এ জন্যই তাদেরকে অবকাশ দিই, যাতে আরো অধিক গুনাহ্‌র প্রতি অগ্রসর হয় (৩৫০) এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি রয়েছে।

টীকা-৩৪৮. এর মধ্যে ক্বদরিয়া এবং মু'তাযিলা সম্প্রদায় দু'টির খণ্ডন রয়েছে এবং আয়াত এরই প্রমাণবহ যে, কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয়টিই আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হয়ে থাকে।

টীকা-৩৪৯. অর্থাৎ মুনাফিকরা, যারা ঈমানের কলেমা পাঠ করার পর কাফির হয়েছে কিংবা ঐসব লোক, যারা ঈমান গ্রহণের উপর সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাফির রয়ে গেছে এবং ঈমান আনেনি।

টীকা-৩৫০. সত্য থেকে গোঁড়ামীবশতঃ বিরত হয়ে এবং রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো- কোন্ ব্যক্তি উত্তম? হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "যার বয়স দীর্ঘায়িত হয় এবং কর্মও ভালো হয়।" আরয করা হলো, "এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে?" এরশাদ ফরমালেন, "যার বয়স দীর্ঘায়িত হয় এবং কর্ম হয় মন্দ।"

www.sunnibarta.com

টীকা-৩৫১. হে ইসলামের কলেমা পাঠকারীরা!

টীকা-৩৫২. অর্থাৎ মুনাফিককে।

টীকা-৩৫৩. নিষ্ঠাবান মু'মিন থেকে। এমন কি, আপন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে মু'মিন এবং মুনাফিক প্রত্যেককে পরস্পর পৃথক করে দেবেন।

শানে নুযূলঃ রসূল করীম (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, "সৃষ্টি ও জন্মের পূর্বে যখন আমার উম্মত মাটির আকারে ছিলো তখন তাদেরকে আমার সম্মুখে তাদের দেহ-আকৃতি সহকারে উপস্থিত করা হয়েছে যেমন হযরত আদম (আলায়হিস্ সালাম)-এর সামনে পেশ করা হয়েছিলো। আর আমাকে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা হয়েছে– কে আমার উপর ঈমান আনবে এবং কে কুফর করবে।" এ সংবাদ যখন মুনাফিকদের নিকট পৌছলো তখন তারা ঠাট্টার ছলে বললো, "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের ধারণা হচ্ছে- তিনি এটাও জানেন যে, যেসব লোক এখনো জন্মগ্রহণই করেনি তাদের মধ্যে কে তাঁর উপর ঈমান আনবে, কে কুফর করবে। অথচ আমরা তাঁর সাথে আছি, কিন্তু তিনি আমাদেরকে চিনতে পারছেন না।"

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর এরশাদ করলেন, "ঐসব লোকের কি অবস্থা, যারা আমার জ্ঞান সম্পর্কে সমালোচনা করছে? আজ থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যতকিছু সংঘটিত হবার রয়েছে সেগুলোর মধ্যে এমন কোন জিনিষ নেই যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবে আর আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিতে পারবো না।"

১৭৯. আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে এ অবস্থায় ছাড়বার নন যে অবস্থায় তোমরা রয়েছো (৩৫১) যে পর্যন্ত না পৃথক করবেন অপবিত্রকে (৩৫২) পবিত্র থেকে (৩৫৩) এবং আল্লাহ্‌র শান এ নয় যে, হে সর্বসাধারণ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দেবেন। তবে আল্লাহ্ নির্বাচিত করে নেন তার রসূলগণের মধ্য থেকে যাঁকে চান (৩৫৪)। সুতরাং ঈমান আনো আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের উপর; এবং যদি তোমরা ঈমান আনো (৩৫৫) এবং পরহেযগারী অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্য মহা প্রতিদান রয়েছে।

১৮০. এবং যারা কার্পণ্য করে (৩৫৬) ঐ জিনিষের মধ্যে, যা আল্লাহ্ তাদেরকে আপন করুণায় দান করেছেন, তারা কখনো যেন সেটাকে নিজের জন্য মঙ্গলজনক মনে না করে; বরং সেটা তাদের জন্য অমঙ্গলজনক। অদূর ভবিষ্যতে তারা যেসব সম্পদের মধ্যে কার্পণ্য করেছে ক্বিয়ামতের দিন সেগুলো তাদের গলার শৃংখল হবে (৩৫৭)

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ
عَلٰى مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ
الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ ؕ وَمَا
كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ
اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۪
فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا
وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ
بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ
خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ
سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ ؕ

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হুযাফাহ্ সাহ্‌মী দণ্ডায়মান হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার পিতা কে?" তিনি এরশাদ ফরমালেন, "হুযাফাহ্।" অতঃপর হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দণ্ডায়মান হলেন। তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা আল্লাহ্‌র রাবূবিয়াতের উপর সন্তুষ্ট হয়েছি, ইসলাম দ্বীন হবার উপর রাজি হয়েছি, ক্বোরআন ইমাম (পথ-প্রদর্শক) হবার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি, আপনি নবী হবার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তোমরা কি ফিরে আসবে? তোমরা কি বিরত হবে?" অতঃপর হুযূর (দঃ) মিম্বর থেকে নেমে আসলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করলেন।

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং হুযূরের 'ইলমে গায়ব' (অদৃশ্যের জ্ঞান) সম্পর্কে সমালোচনা করা মুনাফিকদেরই তরীক্বা।

টীকা-৩৫৪. সেই নির্বাচিত রসূলগণকে 'ইলমে গায়ব' (অদৃশ্যের জ্ঞান) প্রদান করেন এবং নবীকুল সরদার হাবীবে খোদা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) রসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ (মর্যাদাসম্পন্ন)। এ আয়াত ও এটা ব্যতীত আরো অনেক আয়াত এবং হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছেন এবং অদৃশ্য বিষয়াদির জ্ঞান হুযূরের (দঃ) মু'জিযাই।

টীকা-৩৫৫. এবং সত্যায়ন করো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নির্বাচিত রসূলদেরকে অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত করেছেন।

টীকা-৩৫৬. 'কার্পণ্যের' ব্যাখ্যায় অধিকাংশ ওলামা এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'ওয়াজিব' (অপরিহার্য কর্তব্য) আদায় না করাই হচ্ছে 'কার্পণ্য'। এ জন্য কার্পণ্যের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে। সুতরাং এ আয়াতের মধ্যেও একটা হুঁশিয়ারী আসছে। তিরমিযী শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কার্পণ্য এবং অসৎ চরিত্র এ দু'টি স্বভাব ঈমানদারদের মধ্যে একত্রিত হতে পারেনা। অধিকাংশ তাফসীরকারক বলেন, "এখানে কার্পণ্য মানে যাকাত আদায় না করা।"

টীকা-৩৫৭. বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের

www.sunnibarta.com

দিন সেই সম্পদ সাপ হয়ে তাকে শৃংখলের ন্যায় জড়িয়ে ধরবে। আর এ বলে তাকে দংশন করতে থাকবে, "আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার ধন-ভাণ্ডার।"

টীকা-৩৫৮. তিনি চিরন্তন, চিরস্থায়ী। আর সমস্ত সৃষ্টি ক্ষণস্থায়ী। এসব কিছুর মালিকানা বাতিল হয়ে যাবে। অতএব, এ ক্ষণস্থায়ী সম্পদের ব্যাপারে কার্পণ্য করা কিংবা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় না করা বোকামী ছাড়া কিছুই নয়।

টীকা-৩৫৯. ইহুদীরা আয়াত- مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا (যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে সুন্দর কর্জ দেবে .....) শুনে বলেছিলো, "মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর মা'বূদ আমাদের নিকট কর্জ চাচ্ছেন। কাজেই, আমরা ধনী হলাম, তিনি হলেন অভাবী।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে।

টীকা-৩৬০. আমলনামার মধ্যে

টীকা-৩৬১. নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে শহীদ করার কথা 'এ উক্তি'র উপর عطف (واو অব্যয় পদ দ্বারা সংযোজিত) করা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এ দু'টি অপরাধই অতি জঘন্য এবং মন্দ হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। আর নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী আল্লাহ্‌র শানে বেয়াদবী প্রদর্শনকারীরূপে গণ্য হয়ে যায়।

টীকা-৩৬২. শানে নুযূলঃ ইহুদী সম্প্রদায়ের একটা দল বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে বলেছিলো, "আমাদের নিকট থেকে তাওরীতে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে যে, যে কোন রিসালতের দাবীদার এমন ক্বোরবানীর হুকুম আনবেন না, যাকে আসমান থেকে সাদা আগুন অবতীর্ণ হয়ে গ্রাস করবে, তাঁর উপর যেন আমরা কখনো ঈমান না আনি।" এ প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে এবং তাদের এ নিছক মিথ্যা ও নিরেট অপবাদের খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, তাওরীতের মধ্যে এমন শর্তের নাম-গন্ধও নেই। আর প্রকাশ আছে যে, নবীর সত্যায়নের জন্য মু'জিযাই যথেষ্ট- তা যে কোন মু'জিযাই হোক না কেন। যখন নবী কোন মু'জিযা দেখান, তখনই তা তাঁর সত্যতার উপর প্রমাণ স্থির হয়ে যায় এবং তাঁর সত্যায়ন করা ও তাঁর নবূয়তকে মান্য করা অপরিহার্য হয়ে যায়। এখন দলীল প্রতিষ্ঠার পর, বিশেষ মু'জিযার উপর জেদ ধরা সেই নবীর সত্যতাকে অস্বীকার করারই নামান্তর মাত্র।

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨٠﴾

এবং আল্লাহ্‌ই স্বত্বাধিকারী আসমানসমূহ ও যমীনের (৩৫৮) এবং আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত।

রুকূ' - ঊনিশ

لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨١﴾

১৮১. নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনেছেন (তাদের উক্তি), যারা বলেছে, 'আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত এবং আমরা অভাবমুক্ত (৩৫৯)।' এখন আমি লিখে রাখবো তাদের উক্তি (৩৬০) এবং নবীগণকে তাদের অন্যায়ভাবে শহীদ করার কথাও (৩৬১), এবং বলবো, 'ভোগ করো আগুনের শাস্তি।'

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٢﴾

১৮২. এটা হচ্ছে বদলা সেটারই, যা তোমাদের হাতগুলো অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর অত্যাচার করেন না।

اَلَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ اِلَيْنَآ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِىْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِىْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿١٨٣﴾

১৮৩. ঐসব লোক, যারা বলে, 'আল্লাহ্ আমাদের নিকট থেকে ওয়াদা নিয়েছেন যেন আমরা কোন রসূলের উপর ঈমান না আনি যতক্ষণ না তিনি এমন ক্বোরবানীর হুকুম নিয়ে আসেন, যাকে আগুন গ্রাস করে (৩৬২);' আপনি বলুন, 'আমার পূর্বে অনেক রসূল তোমাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাদি এবং ঐ হুকুম নিয়ে এসেছেন, যা তোমরা বলছো। অতঃপর তোমরা কেন তাঁদেরকে শহীদ করেছো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (৩৬৩)?'

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٤﴾

১৮৪. অতঃপর হে মাহবূব! যদি তারা আপনাকে অস্বীকার করে, তবে আপনার পূরবর্তী রসূলগণকেও অস্বীকার করা হয়েছে, যারা স্পষ্ট নিদর্শনাদি (৩৬৪), সহীফাসমূহ এবং দীপ্তিমান কিতাব (৩৬৫) নিয়ে এসেছিলো।

টীকা-৩৬৩. যখন তোমরা এ নিদর্শন আনয়নকারী নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে শহীদ করেছো এবং তাঁদের উপর ঈমান আনোনি, তখন প্রমাণিত হলো যে, তোমাদের এ দাবী মিথ্যা।

টীকা-৩৬৪. অর্থাৎ সুস্পষ্ট মু'জিযাদি।

টীকা-৩৬৫. তাওরীত ও ইঞ্জীল।

www.sunnibarta.com

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا
تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ ۖ فَمَن
زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ
فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

১৮৫. প্রত্যেককে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং তোমাদের কর্মফল তো ক্বিয়ামতের দিনই পূর্ণ মাত্রায় মিলবে। যাকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে, সে উদ্দেশ্যস্থলে পৌঁছেছে এবং পার্থিব জীবনতো এ ধোকারই সম্পদ (৩৬৬)।

لَتُبْلَوُنَّ فِىٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۖ
وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ
مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوٓا
أَذًى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

১৮৬. নিশ্চয় নিশ্চয় তোমাদের পরীক্ষা হবে তোমাদের ধনৈঃশ্বর্য এবং তোমাদের প্রাণসমূহের ক্ষেত্রে (৩৬৭)। আর নিশ্চয় নিশ্চয় তোমরা পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (৩৬৮) ও মুশরিকদের থেকে বহু কিছু মন্দ শুনবে এবং তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং বাঁচতে থাকো (৩৬৯), তবে এটা হচ্ছে বড়ই সাহসের কাজ।

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَٰقَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ
وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ
وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِۦ
ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭. এবং স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ্ অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তাদের নিকট থেকে, যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে (এ মর্মে) যে, 'তোমরা নিশ্চয় সেটা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না (৩৭০)।' অতঃপর তারা সেটাকে আপন পৃষ্ঠপেছনে নিক্ষেপ করেছে এবং সেটার পরিবর্তে হীন মূল্য গ্রহণ করেছে (৩৭১)। সুতরাং এটা কতোই মন্দ খরিদ্দারী (৩৭২)!

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ
بِمَآ أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا
بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم
بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

১৮৮. কখনো ধারণা করবেন না তাদেরকে, যারা সন্তুষ্ট হয় আপন কৃতকর্মের উপর এবং চায় যে, কাজ করা ছাড়াই তাদের প্রশংসা করা হোক (৩৭৩); এমন লোকদেরকে শাস্তি থেকে কখনো দূরে মনে করবেন না এবং তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ
وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

১৮৯. এবং আল্লাহ্রই জন্য আসমানসমূহ এবং যমীনের বাদশাহী (৩৭৪) এবং আল্লাহ্ প্রত্যেক বস্তুর উপর শক্তিমান।

মুসলমানদেরকে এ সম্বোধন এ জন্য করা হয়েছে যে, এর ফলে ভবিষ্যতে আসবে এমন সব মুসীবত ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করা তাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।

টীকা-৩৬৮. ইহুদী ও খৃষ্টানগণ

টীকা-৩৬৯. আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করা থেকে।

টীকা-৩৭০. আল্লাহ্ তা'আলা তাওরীত ও ইঞ্জীলের আলিমদের উপর ওয়াজিব করেছিলেন যেন তারা এ দু'টি কিতাবের মধ্যে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবূয়তের প্রমাণবহ যেসব দলীল রয়েছে, সেগুলো মানুষকে উত্তমরূপে ব্যাখ্যা সহকারে বুঝিয়ে দেয় এবং মোটেই গোপন না করে।

টীকা-৩৭১. এবং ঘুষ নিয়ে হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ গুণাবলী গোপন করেছিলো, যেগুলো তাওরীত ও ইঞ্জীলের মধ্যে উল্লেখিত ছিলো।

টীকা-৩৭২. 'ইলমে দ্বীন' (ধর্মীয় শিক্ষা) গোপন করা নিষিদ্ধ। হাদীস শরীফে এসেছে যে, যে ব্যক্তিকে এমন কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়, যা সে জানে কিন্তু সে তা গোপন করে, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।

মাস্আলাঃ আলিমদের উপর আপন জ্ঞান দ্বারা অপরের কল্যাণ করা, সত্যকে প্রকাশ করা এবং কোন অসদুদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তা থেকে কিছু গোপন না করা ওয়াজিব।

টীকা-৩৭৩. শানে নুযূলঃ এ আয়াত ইহুদীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা মানুষকে ধোকা দিয়ে ও পথভ্রষ্ট করে খুশী হয় এবং অজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও এ কথা পছন্দ করে যে, তাদেরকে জ্ঞানী বলা হোক।

মাস্আলাঃ এ আয়াতে হুমকি রয়েছে আত্ম প্রশংসাকারীদের প্রতি এবং তার প্রতিও যে মানুষের নিকট থেকে তার মিথ্যা প্রশংসা চায়। যে ব্যক্তি জ্ঞান ব্যতিরেকেই নিজেকে আলিম হিসেবে প্রদর্শন করতে চায় কিংবা অনুরূপভাবে অন্য কোন অমূলক প্রশংসা নিজের জন্য পছন্দ করে তাদের উচিৎ যেন এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

টীকা-৩৭৪. এ'তে ঐসব বেয়াদবের খণ্ডন রয়েছে যারা বলেছিলো, "আল্লাহ্ অভাবগ্রস্ত।"

www.sunnibarta.com

রুকূ' - বিশ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

১৯০. নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পরস্পর পরিবর্তনাদির মধ্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে (৩৭৫) বিবেকবানদের জন্য (৩৭৬);

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَّقُعُودًا وَّعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

১৯১. যারা আল্লাহ্‌র স্মরণ করে- দাঁড়িয়ে, বসে এবং করটের উপর শুয়ে (৩৭৭) এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির মধ্যে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে (৩৭৮); হে প্রতিপালক আমাদের! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি (৩৭৯); পবিত্রতা তোমারই, সুতরাং আমাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾

১৯২. হে প্রতিপালক আমাদের! নিশ্চয় তুমি যাকে দোযখে নিয়ে যাবে তাকে নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছনা দিয়েছো এবং অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।

رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

১৯৩. হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বানকারীকে (এরূপ আহ্বান করতে) শুনেছি (৩৮০) যিনি ঈমান আনার জন্য আহ্বান করেন, 'আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান আনো।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে প্রতিপালক আমাদের! সুতরাং আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করো, আমাদের মন্দ কর্মগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দাও এবং আমাদের মৃত্যু নেককারদের সাথে করো (৩৮১)।

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

১৯৪. হে প্রতিপালক আমাদের! এবং আমাদেরকে প্রদান করো সেটা (৩৮২), যা তুমি আমাদেরকে প্রদান করার ওয়াদা করেছো আপন রসূলগণের মারফত এবং আমাদেরকে ক্বিয়ামতের দিন অপমানিত করোনা। নিঃসন্দেহে, তুমি ওয়াদা ভঙ্গ কর না।

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ

১৯৫. অতঃপর তাদের প্রার্থনা কবূল করেছেন তাদের প্রতিপালক (আর বলেন,) 'আমি তোমাদের মধ্যেকার কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের পরিশ্রম নিষ্ফল করিনা- সে পুরুষ হোক, কিংবা নারী। তোমরা পরস্পর এক (৩৮৩)।

টীকা-৩৭৫. চিরস্থায়ী, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, সর্বশক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ বহনকারী।

টীকা-৩৭৬. যাদের বিবেক কলুষমুক্ত এবং সৃষ্টিকুলের আশ্চর্যপ্রদ ও দুর্লভ বস্তুসমূহের প্রতি, শিক্ষাগ্রহণ ও (স্রষ্টার সৃষ্টি কৌশলের পক্ষে) প্রমাণ স্থির করার দৃষ্টিতে দেখে থাকে।

টীকা-৩৭৭. অর্থাৎ সর্বাবস্থায়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র স্মরণ করতেন। বান্দার কোন অবস্থা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে খালি না হওয়া চাই। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি বেহেশ্‌তের বাগানসমূহের ফল আহরণ করতে চায় তার জন্য অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা উচিত।

টীকা-৩৭৮. এবং তা দ্বারা সেগুলোর স্রষ্টার কুদরত ও সৃষ্টি কৌশলের পক্ষে প্রমাণ স্থির করে একথা আরযরত হয় যে,

টীকা-৩৭৯. বরং স্বীয় মা'রেফাতের দলীল স্থির করতো।

টীকা-৩৮০. সেই 'আহ্বানকারী' দ্বারা নবীকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামই উদ্দেশ্য। যাঁর শানে–

دَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ

(আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী তাঁরই নির্দেশে) এরশাদ হয়েছে অথবা ক্বোরআন করীম (উদ্দেশ্য)।

টীকা-৩৮১. অর্থাৎ নবীগণ (আলায়হিমুস্ সালাম) এবং সালেহীন বান্দাদের সাথে, এভাবে যে, আমাদেরকে তাঁদের অনুগতদের অন্তর্ভূক্ত করা হোক।

টীকা-৩৮২. সেই অনুগ্রহ ও দয়া।

টীকা-৩৮৩. এবং কর্মসমূহের প্রতিদানের বেলায় পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শানে নুযূলঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল, সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়কা ওয়াসাল্লাম! আমি হিজরতের ক্ষেত্রে নারীদের কোন উল্লেখই শুনছিনা; অর্থাৎ (শুধু) পুরুষদের মর্যাদাসমূহ জানতে পারলাম। কিন্তু এও যেন জানতে পারি যে, নারীরাও হিজরতের ফলে কিছু সাওয়াব পাবে।" এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদেরকে শান্তনা দিয়ে এরশাদ হয়েছে যে, সাওয়াব বর্তায় আমলের উপরই চাই সে পুরুষ হোক, কিংবা নারী।

www.sunnibarta.com

সুতরাং ঐসব লোক, যারা হিজরত করেছে। নিজেদের ঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার রাস্তায় নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও শহীদ হয়েছে, আমি নিশ্চয় তাদের সমস্ত পাপ মোচন করবো এবং নিশ্চয় তাদেরকে এমন বাগানসমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত (৩৮৪) আল্লাহ্‌র নিকটকার পুরস্কার স্বরূপ এবং আল্লাহ্‌রই নিকট উত্তম পুরস্কার রয়েছে।'

১৯৬. হে শ্রোতা! শহরগুলোতে কাফিরদের হেলেদুলে বিচরণ করা কখনো যেন তোমাকে ধোকা না দেয় (৩৮৫)।

১৯৭. সামান্য উপভোগ (মাত্র)। অতঃপর তাদের ঠিকানা হচ্ছে দোযখ এবং কতোই নিকৃষ্ট বিছানা!

১৯৮. কিন্তু ঐসব লোক, যারা স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যে গুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত (তারা) সর্বদা সেগুলোর মধ্যে থাকবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আতিথ্যস্বরূপ এবং যা আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য সর্বাপেক্ষা শ্রেয় (৩৮৬)।

১৯৯. এবং নিশ্চয় কিছু সংখ্যক কিতাবী এমন রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে এবং সেটার উপরও, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে (৩৮৭)।

তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র সম্মুখে বিনয়াবনত (৩৮৮); আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের পরিবর্তে হীন মূল্য গ্রহণ করেনা (৩৮৯)।

فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ
وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ
عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ
وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ
جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ
وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ
يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ
وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ
لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا

নারিকেলের আঁশ ভর্তি চামড়ার বালিশ তাঁর শির মুবারকের নীচে শোভা পাচ্ছিল। পবিত্র শরীরের উপর চাটাইর ছাপ পড়েছে। এ অবস্থা দেখে হযরত ফারুকে আ'যম কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি আরয করলেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! রোমান সম্রাট (কায়সার) ও পারস্য সম্রাট (কিস্‌রা) তো সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আরামে থাকবে আর আপনি আল্লাহ্‌র রসূল হয়ে এমতাবস্থায়?" হুযূর এরশাদ ফরমালেন, "তোমার কি একথা পছন্দনীয় নয় যে, তাদের জন্য হবে দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখিরাত?"

টীকা-৩৮৭. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, এ আয়াত হাবশাহ্‌র (আবিসিনিয়া) বাদশাহ্ নাজ্জাশীর প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। তাঁর ওফাতের দিন সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবীদেরকে বললেন, "চলো এবং আপন ভাইয়ের (জানাযার) নামায পড়ো, যে অন্য রাষ্ট্রে ওফাত প্রাপ্ত হয়েছে।" হুযূর 'জান্নাতুল বক্বী' শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং হাবশাহ্-ভূমি (আবিসিনিয়া) তাঁর সামনে হাযির করা হলো। আর নাজ্জাশী বাদশাহ্‌র লাশ (কফিন) তাঁর পবিত্র চোখের সামনে হলো। এর উপর তিনি (দঃ) চার তাকবীর সহকারে জানাযা নামায আদায় করলেন এবং তাঁর (নাজ্জাশী) মাগফিরাত কামনা করলেন।

সুব্‌হানাল্লাহ্! এ কেমন দৃষ্টিশক্তি! এ কেমন শান! সুদূর হাব্‌শাহ্‌র সরেযমীন হেজায-ভূখণ্ডে চোখের সামনে পেশ করা হচ্ছে!

মুনাফিকগণ এটার উপর সমালোচনা করলো আর বলতে লাগলো, "দেখো! (ইনি) হাবশাহ্‌র খৃষ্টান বাদ্‌শাহ্‌র উপর জানাযার নামায পড়ছেন, যাকে তিনি কখনো দেখেনইনি এবং উনিও তাঁর দ্বীনের উপর ছিলেন না।" এর জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত শরীফ নাযিল করেন।

টীকা-৩৮৮. অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ এবং নম্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে;

টীকা-৩৮৯. যেমন, ইহুদী নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করে থাকে।

www.sunnibarta.com

টীকা-৩৯০. আপন দ্বীনের উপর এবং সেটাকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি কারণে পরিত্যাগ করোনা।

'সবর' (ধৈর্য)-এর অর্থের ক্ষেত্রে হযরত জুনায়দ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেছেন, "সবর হচ্ছে আত্মাকে কোন বিস্বাদ কর্মের উপর অটল রাখা, কোনরূপ বিরক্তি ব্যতিরেকেই।"

কোন কোন দার্শনিক বলেছেন- 'সবর' তিন প্রকারঃ

(১) অভিযোগ পরিহার করা,

(২) অদৃষ্টের লিখনকে সহজে বরণ করা এবং

(৩) একান্ত সন্তুষ্টি। ★

BJS
BANGLADESH
JUBOSENA
www.sunnibarta.com